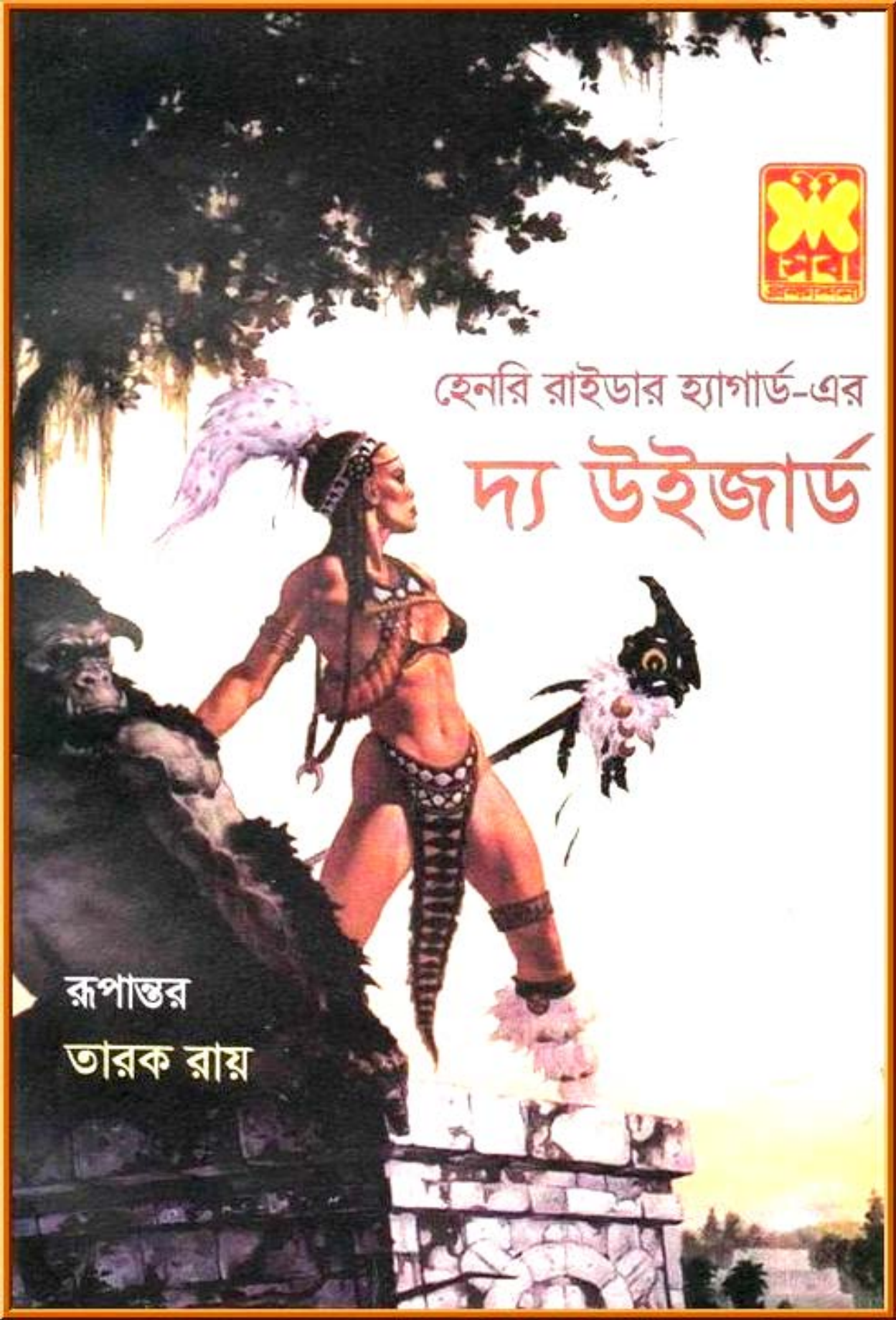

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য উইজার্ড

রূপান্তর

তারক রায়

অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য উইজার্ড

রূপান্তর: তারক রায়

অলৌকিক ঘটনার যুগ কি পুরোপুরি গত হয়েছে?
নাকি মাটির বুকে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসী যদি ঠিকভাবে ডাকতে পারে,
তবে বোবা আকাশের কাছ থেকে তার প্রার্থনার শ্রবণযোগ্য
উত্তর এখনও আদায় করা সম্ভব?
বাইবেলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,
যারা তাঁর এবং তাঁর কাজের উপর বিশ্বাস রাখবে,
তাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন তিনি।
সেই প্রতিশ্রুতি কি আজও অটুট রয়েছে?

যাঁদের গরজ রয়েছে, তাঁদেরকে রেভারেণ্ড
টমাস ওয়েনের ইতিহাস পড়তে দেয়া গেল। অসাধারণ
মানুষ এই রেভারেণ্ড। হাজারো বাধা-বিপত্তির মুখেও অবিচল
থেকে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন।
যাঁরা তাঁর এই কাহিনি পড়বেন, যাঁর-যাঁর নিজস্ব
বোধ-বুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণ ব্যবহার করে
উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে নেবেন।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য উইজার্ড

রূপান্তর ■ তারক রায়

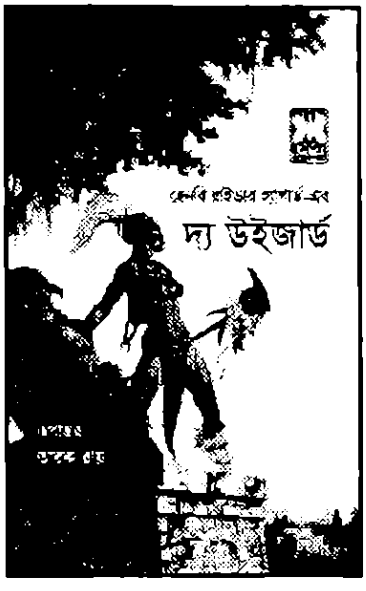

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

প্রতিনিধি

গ্রীষ্মের এক রোববার। মিডল্যাণ্ড কাউন্টির একটি চার্চ।

গির্জাটা দেখতে চমৎকার–প্রাচীন এবং সুপরিসর। তার ওপর সম্প্রতি অনেক টাকা খরচ করে মেরামত করা হয়েছে। একসঙ্গে সাত থেকে আটশ' মানুষ বসতে পারে ভিতরে। এককালে টইটম্বুর থাকত গির্জাটা, তখন বাসকোম্ব ছিল বিরাট এক শিল্পসমৃদ্ধ শহর। তবে কয়লা সরবরাহের ব্যর্থতাসহ নানা কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য খুইয়ে বসেছে শহরটা। নরম্যানদের আমলে যেমন ছিল, এখন সেই অবস্থায় ফিরে গেছে এটা–ছোট এক কৃষিনির্ভর গ্রাম, সব মিলিয়ে শ' তিনেক মানুষ বাস করে।

এই ক্ষুদ্র জনসংখ্যার মধ্য থেকে, ধর্মীয় সঙ্গীতে পারদর্শী শিশুদের যদি ধরা হয়, মাত্র ঊনচল্লিশজন উপস্থিত হয়েছে আজকের এই বিশেষ রোববারে। তাদের মধ্যে তিনজন ঘুমিয়ে পড়েছে, চারজন ঢুলছে।

রেভারেণ্ড টমাস ওয়েন চ্যানসেলে বসে মাথাগুলো গুনলেন। ওখানে তাঁর বসে থাকার কারণ হলো: আরেকজন যাজক উপস্থিত শ্রোতাদের ধর্মকথা শোনাচ্ছেন। মাথাগুলো গোনার সময় প্রবল হতাশা আর তিক্ততায় ভরে উঠল তাঁর অন্তর। ওই যাজক এখানে অতিথি বা প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন। নামকরা একটা মিশনারি

সোসাইটি থেকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে, উদ্দেশ্য: নির্লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এই দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা যে, আফ্রিকায় তাদের অদীক্ষিত কালো ভাইদের ব্যাপারে তাদের কিছু করার আছে। একই সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট ভাইদের দীক্ষা দিতে যে খরচ হবে, নগদ চাঁদা হিসেবে সেটাও সংগ্রহ করবেন তিনি।

রেভারেণ্ড টমাস ওয়েন নিজেই একজন প্রতিনিধি পাঠাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমনকী, প্রতিনিধি হিসেবে আসা যাজক যাতে প্রচুর শ্রোতা পান, সেজন্য খাটাখাটনিও কম করেননি তিনি। কিন্তু চাঁদা দেয়ার আতঙ্ক তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। সে কারণেই এই হতাশা।

'যা-ই হোক,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন টমাস ওয়েন, 'আমি আমার যথাসাধ্য করেছি। কী আর করা, খরচটাও না হয় আমার পকেট থেকেই দেব।'

ধর্মকথা শোনায় মন দিলেন তিনি।

বক্তা যাজক সুদর্শন এক ব্যক্তি। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে বয়স। সম্ভবত সাম্প্রতিক অসুস্থতার কারণে দেখতে একটু রোগাটে লাগছে। ধৈর্যের অভাব নেই তাঁর, অভাব কল্পনাশক্তির। ধর্মকথা শোনাচ্ছেন তিনি কোন পরিকল্পনা ছাড়াই, নোটবইয়ের সাহায্য নিয়ে। কাজেই এ কথা বলার উপায় নেই যে, আগ্রহ জাগাবার জন্য তাঁর ভাষণ কোন ভূমিকা রাখতে পারছে, অন্তত শুরুর দিকে তো নয়ই।

তবে এ-ও ঠিক যে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসা অল্প ক'জন শ্রোতা, তা-ও আবার ঘুমে ঢুলু-ঢুলু, উৎসাহ খর্ব করছে তাঁর। সারি-সারি খালি বেঞ্চ লক্ষ্য করে উপদেশ দেয়া সত্যি খুব বিরক্তিকর। সত্যি কথা বলতে কি, নীতিকথা খয়রাত করার এই কাজে তাড়াহুড়ো করে একটা উপসংহার টানার কথা ভাবছেন তিনি।

আর ঠিক এইসময়, চারদিকে একবার চোখ বোলাতে গিয়ে

BanglaBook.org

আবিষ্কার করলেন, অন্তত একজন সহানুভূতিশীল শ্রোতা রয়েছেন তাঁর। তিনি আর কেউ নন, তাঁর মেজবান, শ্রদ্ধেয় রেভারেণ্ড টমাস ওয়েন।

ওই মুহূর্ত থেকে ভাষণের গুণগত মান ধীরে-ধীরে বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রশংসনীয় একটা পর্যায়ে পৌঁছল সেটা। কথার ফুলঝুরি বন্ধ করে বক্তা এখন অসভ্য উপজাতিদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে কী ভোগান্তি হয়েছিল তাঁর, সে বিবরণ দিচ্ছেন। তারপর বললেন, কীভাবে তাঁকে ও তাঁর এক সঙ্গীকে একবার একটা জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল, যারা নিজেদের নাম দিয়েছিল: অগ্নিসন্তান। বজ্রবিদ্যুৎকে ঈশ্বর মানত তারা। বর্শা আর রাজা ছাড়া আর এই বিজলিকে নিয়েই গর্ব করত।

খুবই সহজ-সরল ভাষায় ভয়ঙ্কর ওই বর্বরদের নিয়ে রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলে গেলেন তিনি; বললেন, জাদুকরদের একটা কাউন্সিলের নির্দেশে তাঁর সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁকেও মেরে ফেলা হচ্ছিল, কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসেন তিনি।

গল্প শুনে প্রতিটি দৃশ্য পরিষ্কার ছবির মত ফুটে উঠল শ্রোতাদের চোখের সামনে। যারা ঢুলছিল, তন্দ্রা টুটে গেল তাদের। হাঁ করে শুনতে লাগল যাজকের রক্ত হিম করা কাহিনি।

'ওই সম্প্রদায়ের মন জয় করা অসম্ভব ব্যাপার,' বললেন তিনি, 'কয়েক প্রজন্মের আগে সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না। মধ্য আফ্রিকায় বাস করে তারা। এমন একটা জায়গায়, সাদা চামড়ার কোন মানুষ সেখানে যেতে রাজি নয়। এমনকী কোন মিশনারিরও দুঃসাহস হবে না সেদিকে পা বাড়াবার।'

টমাস ওয়েনের দিকে তাকালেন অতিথি। সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন রেভারেণ্ড ওয়েন। অপার আগ্রহ নিয়ে শুনছেন কথা, বড়-বড় গাঢ় চোখে ফুটে উঠেছে আশ্চর্য এক আলো।

BanglaBook.org

সেদিন সন্ধ্যায় রেস্টরিতে বসে ওঁরা দু'জন আয়েশ করে ডিনার খাচ্ছেন। সুন্দর একটা রেস্টরি, চমৎকার সব আসবাব দিয়ে সাজানো। রুচি আছে টমাস ওয়েনের, নিজেকে তৃপ্ত করার সামর্থ্যও রয়েছে। যদিও ডিনারে বসেছেন মাত্র দু'জন, আয়োজন করা হয়েছে বিস্তর। খাবারের মানও খুব ভাল। অতি পুরানো যে ওয়াইনে চুমুক দিচ্ছেন অতিথি, তার স্বাদ তিনি এর আগে কখনও পাননি। সশব্দে বারকয়েক প্রশংসাসূচক নিঃশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক, সামান্য ঈর্ষাও অনুভব করলেন নিজের অজান্তে।

'কোন সমস্যা?' জানতে চাইলেন ওয়েন।

'না-না,' বলে উঠলেন অতিথি। তারপর সহসা সৎ থাকার তাগিদ অনুভব করায় অমায়িক হেসে বললেন, 'ক্ষমা চাই, রেভারেণ্ড। না পেলে আমার গতি হবে না। আসলে...আতিথেয়তা উপভোগ করা সত্ত্বেও, আপনার প্রতি ঈর্ষা জেগেছে আমার মনে। দয়া করে রাগ করবেন না আমার উপর। বড় একটা পরিবারের ভরণপোষণ করতে হয় আমাকে। কী কঠিন সংগ্রাম করে বেঁচে আছি, তা যদি জানতেন! গত বিশ বছর ধরে এই ভার বহন করতে হচ্ছে আমাকে। এই অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আপনার কখনও হয়নি...তাই আমার কষ্টটা বুঝবেন না।'

'বুঝব কি বুঝব না, সেটা পরে দেখা যাবে,' বললেন রেভারেণ্ড টমাস। 'আগে শুনি তো!'

'বছরে বেতন পাই আমি দু'শ'রও কম, আর তা দিয়েই বেঁচে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হয় আমাদের। পরিবারে সব মিলিয়ে আটজন মানুষ। যতক্ষণ না শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে, কাজ করে যাই আমি। নিষ্ফল আধ্যাত্মিক কাজ।

'এখন আমাকে ফিরে যেতে হবে নৃশংস সেই জাতির কাছে। মৃত্যুর আগপর্যন্ত এটাই আমার নিয়তি...কপালের লিখন।'

BanglaBook.org

'আর কিছু না হোক,' বললেন ওয়েন। 'কাজটা পবিত্র আর মহান।' হঠাৎ উৎসাহের একটা জ্বলজ্বলে দ্যুতি খেলা করতে দেখা গেল তাঁর কালো চোখের মণিতে।

'হ্যাঁ, দূর থেকে দেখলে তা-ই মনে হবে। ক্রকফোর্ডে দেখেছি, বছরে আপনাকে দুই হাজার টাকা দেয়া হয়। আয়ের তুলনায় কাজটা সহজ। আয়েশী জীবন যাপন করতে পারেন। এসব যদি ত্যাগ করতে বলা হয়, তা হলে কাজটা "পবিত্র আর মহান" বলে মনে হবে না। ...কিন্তু শুধু-শুধু এসব শুনিয়ে বিরক্ত করছি কেন আপনাকে? ...আরেক গ্লাস নেব, প্লিজ। জিনিসটা ভাল লাগছে আমার।'

'ওইসময় যে উপজাতির কথা বলছিলেন আপনি...ওই যে, নিজেদের যারা অগ্নিসন্তান বলে...ওদের কথা আর কী জানেন?' ওয়াইনের পাত্রটা প্রতিনিধির হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'আমি শুনতে আগ্রহী।'

ওয়াইনের উদার সরবরাহ কথা বলবার শক্তি জোগাল অতিথি যাজককে। সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে অনেক কাহিনি শোনালেন তিনি। সেসব যেমন অদ্ভুত, তেমনই অবিশ্বাস্য। শুনলে যে-কারও গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাবে।

'ওই উপজাতি লোকগুলো খুবই ভয়ঙ্কর,' বললেন তিনি। 'মানসিকতার দিক থেকে যেমন, তেমনি শারীরিক দিক থেকেও ইস্পাতের মত কঠিন আর মজবুত। বীর যোদ্ধা। ওদের মত নিষ্ঠুর মানুষ বোধহয় দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যাবে না। অন্তরে শিকড় গেড়ে বসেছে কুসংস্কার।'

'আর?'

'এলাকার অনেক ভেতরের দিকে বাস করে ওরা। জাহাজ বা নৌকা নিয়ে যেতে কয়েক মাস লেগে যায়। উপকূল থেকে ভেতরে ঢুকতে হলে গরুর গাড়িই একমাত্র ভরসা। সাদা চামড়ার মানুষ বা

BanglaBook.org

তাদের রীতিনীতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না ওরা।'

ওয়েন জানতে চাইলেন, 'ওদের লোকসংখ্যা কত?'

'কে বলবে, কত? হয়তো পাঁচ লাখ বা তার কাছাকাছি।'

'প্রথমবার যখন ওখানে গেলেন, ওদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?'

'প্রথমে কিছু বলেনি। বলা যায়, বেশ ভদ্রভাবেই স্বাগত জানায় আমাদের। তারপর একদিন বলল, আমরা যে ধর্ম শেখাতে গেছি, সেটা ওদের রাজা আর জাদুকরদের নিয়ে গঠিত কাউন্সিলের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, আবার পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাখ্যা করলাম আমরা। বলা উচিত, ব্যাখ্যা করলেন আমার সঙ্গী। কারণ ওদের ভাষা খুব কমই জানি আমি।'

'এত লম্বা সময় নিয়ে আপনাদের কথা শুনল ওরা?' জানতে চাইলেন ওয়েন।

'হ্যাঁ। শুধু শুনল না, খুব আগ্রহ নিয়েই শুনল। সবশেষে জাদুকরদের প্রধান আর রাজার এক নম্বর আধ্যাত্মিক গুরু আমাদের জেরা করার জন্য উঠে দাঁড়াল। তার নাম হোকোসা। খুব লম্বা শরীর, একহারা গড়ন। চেহারায় পবিত্র ভাব, চোখে ভয়ানক ঠাণ্ডা আর প্রশান্ত দৃষ্টি।

'হোকোসা আমার সঙ্গীকে বলল, "তো, সাদা মানুষের ছেলে, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো তুমি। তবে কথা ছেড়ে এসো, আমরা কাজে ফিরি। তুমি আমাদের বলছ, তোমাদের এই ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলে গ্রহণ করতে আমাদের। তা হলে তুমি হয়তো হতে পারবে এই ভূখণ্ডে ওই ঈশ্বরের প্রথম পয়গম্বর, হয়তো হতে পারবে আমাদের মত একজন জাদুকরও। এমনকী আমাদের চেয়েও বড় কোন জাদুকর হতে পারবে। কারণ তোমার এই ঈশ্বর শুধু যে আমাদের মত অতীত আর ভবিষ্যৎ জানেন, তা নয়, তিনি হতাশায় হাবুডুবু খাওয়া আর রোগ-শোকে জর্জরিত মানুষকে

BanglaBook.org

সারিয়ে তুলতে পারেন। পারেন মরা মানুষকে জ্যান্ত করতে, যা আমরা পারি না। এ-ও বলছ তুমি, তাঁর ওপর যে লোক বিশ্বাস রাখবে, সেও তাঁর মত অবিশ্বাস্য সব মহৎ কাজ করতে পারবে। তুমি তাঁর ওপর বিশ্বাস রেখেছ। কাজেই, সাদা মানুষের ছেলে, তোমাকে আমাদের কাছে পরীক্ষা দিতে হবে। ওহে, চলে এসো তোমরা, শয়তানটাকে এদিকে নিয়ে এসো।"

'তার কথা শেষ হতে না-হতেই আমাদের সামনে এক লোককে ধরে আনা হলো। সম্ভবত তাকে অশুভ জাদুর চর্চা করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

'"হত্যা করো ওকে!" হুকুম দিল হোকোসা।

'অস্পষ্ট একটা কান্নার আওয়াজ ঢুকল আমাদের কানে। একটু ধস্তাধস্তি হলো। আলো লেগে ঝিকিয়ে উঠল একটা বর্শার ফলা। তারপরই দেখলাম, লোকটা আমাদের সামনে মরে পড়ে আছে।

'"এবার, নতুন ঈশ্বরের অনুসারীরা," ভরাট গলায় বলল হোকোসা, "তোমাদের প্রভু যেমন করতেন, তোমরা এখন তা-ই করো; এই মরা মানুষটাকে জ্যান্ত করে দেখাও।"

'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলাম আমরা, কিন্তু বৃথাই...

'"শান্তি!" আমাদের থামিয়ে দিয়ে ধমকের সুরে বলল হোকোসা। "তুমি এত কথা বলেছ যে, শুনতে শুনতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার তো মনে হয়, তুমি ভুয়া এক ঈশ্বরের কথা শুনিয়েছ আমাদের। তা হলে তুমি মিথ্যাবাদী, কিংবা যে ঈশ্বরের কথা শোনালে, তাঁর শত্রু তুমি, বিশ্বাসঘাতক। তোমাদের ওই ঈশ্বরের ওপর যতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করলে বিশ্বাসীকে তিনি ক্ষমতা দেন, তুমি সেই বিশ্বাস স্থাপন না করায় কোন ক্ষমতাই দেননি তিনি তোমাকে। এখন নিজের মুখেই বলো, কী শাস্তি দেব তোমাকে, সাদা মানুষের ছেলে। বেছে নাও, কোন্ ষাঁড়ের শিং

BanglaBook.org

পছন্দ; ওই ষাঁড়ই তোমাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করবে। এটাই রাজার শাস্তি। আমার মুখ থেকে কথাগুলো বেরুল, কারণ রাজার মুখই আমার মুখ। আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো তোমাকে। আর তোমার নীরব সঙ্গী...ওকে এই রাজ্য থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হবে।"

'বাকিটা বলার শক্তি নেই আর আমার, মিস্টার ওয়েন। আমার সঙ্গীকে ওরা তার "আত্মার সাথে কথা" বলার জন্য দশ মিনিট সময় দিল। তারপর জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল আমার সামনে থেকে। হোকোসা আমাকে বলল, "ফিরে যাও, সাদা মানুষ; যারা তোমাকে পাঠিয়েছে, তাদের কাছে ফিরে যাও। অগ্নিসন্তানদের কথা শুনিয়ো তাদেরকে। বোলো, শান্তির বার্তা মন দিয়েই শুনেছি আমরা, এবং যোদ্ধা জাতি হওয়া সত্ত্বেও ওই বার্তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি। কেন জানালাম? কারণ শুনতে সত্যি খুব ভাল লাগে কথাগুলো, শুধু যদি সত্যি হত। বোলো, সৎ মানুষেরা মিথ্যাবাদীদের নিয়ে যা করত, আমরাও তোমাদের নিয়ে তা-ই করেছি। তবে এটাও বলবে, বিষয়টা নিয়ে আরও শুনতে আগ্রহী আমরা। তারা যদি এমন কাউকে পাঠায়, যে মিথ্যা কথা বলে না, নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে; আমরা তার কথা শুনব, তাকে আদর করব। কিন্তু সে যদি তোমাদের মত হয়, তার জন্য একটা বর্শা তৈরি রাখব আমরা।"'

'আপনি ফিরে আসার পর আরেকজনকে পাঠানো হয়েছিল?' জানতে চাইলেন ওয়েন, প্রবল আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ।

'আরেকজনকে? বলছেন কী আপনি! আপনি কি মনে করেন, আমার মত পাগল ধর্মযাজক আর আছে আফ্রিকায়! না, কাউকে পাঠানো হয়নি।'

'হলে ভাল হত।'

'আপনিই তা হলে বেরিয়ে পড়ুন না!' একটু কঠিন সুরে

BanglaBook.org

বললেন অতিথি।

ওয়েন তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, 'কথাটা একেবারে মন্দ বলেননি। ঠিক আছে, চলুন, উঠি। ঘুম পেয়েছে নিশ্চয়? রাত এগারোটা বেজে গেছে।'

দুই

টমাস ওয়েন

নিজ কামরায় ফিরলেন টমাস ওয়েন। তবে বিছানায় না গিয়ে টেবিল থেকে বাইবেল নিয়ে খুলে বসলেন। দেখতে লাগলেন একের পর এক রেফারেন্স।

খোলা জানালার সামনে বসেছেন। একসময় ধীরে-ধীরে বন্ধ করলেন বইটা। ঘুম নেই চোখে। তাকালেন বাইরে। গ্রীষ্মকালের রাত্রির সৌন্দর্য মনকাড়া স্বপ্নের মত। কিন্তু টমাস ওয়েন অন্যমনস্ক। শান্তি নেই তাঁর মনে। এর আগেও একবার এমনই অশান্তি দেখা দিয়েছিল। সেটা আজ থেকে ন'বছর আগে। এখন তাঁর বয়স তিরিশের কিছু বেশি। ওইসময় তিনি একটা ডাক শুনতে পেয়েছিলেন; মনে হয়েছিল, কানের কাছে এসে কেউ যেন নির্দেশ দিচ্ছে—সয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত—সব ফেলে স্বর্গীয় শক্তি যেদিকে নিয়ে যায়, সেদিকে বেরিয়ে পড়ো।

টমাস ওয়েন সেই কণ্ঠস্বরের নির্দেশ পালন করেছিলেন। আর তা করতে গিয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য বিরাট একটা জমিদারির

BanglaBook.org

মালিকানা পরিত্যাগ করতে হয় তাঁকে। সেই সিদ্ধান্তের কারণে ওয়েনের স্বজনেরা একমত হয়েছিল যে, পাগল হয়ে গেছেন তিনি। সেই থেকে এখন পর্যন্ত; যারা তাঁর ফেলে আসা সম্পত্তি ভোগ করছে, উপভোগ করছে তাঁর পদমর্যাদা, ওয়েনের প্রসঙ্গ উঠলে মন্তব্য করে তারা: 'বেচারা টমাস!'

কিন্তু এ নিয়ে কোন আফসোস নেই টমাস ওয়েনের। বস্তি এলাকায় দরিদ্র মানুষের মাঝে তিনটা বছর কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি, কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তারপর থেকে যাপন করছেন এখনকার এই জীবন। কোন আফসোস নেই।

এলাকাটা ছোট। শান্ত। চার্চে তাঁর করণীয় খুব বেশি কিছু নেই।

অতিথির বলা কথাগুলো যেন টমাস ওয়েনের মগজে সুরের মত গেঁথে গেছে। প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবছেন তিনি। কী করবেন? প্রাচীন শহীদদের মত ভয়কে পায়ে দলে বিপদের মুখোমুখি হবেন?

শারীরিক অর্থে এই দুঃসাহসিক অভিযান একদমই মানায় না তাঁকে। মানুষটা তিনি ছোটখাট, নিষ্প্রভ চেহারা, মোটেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নন। আরেকটা কারণ আছে। হাই চার্চ নির্ধারিত যাজকের প্রাত্যহিক আচার-অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান। মোটকথা, পিছুটান।

তা ছাড়া, অস্বাভাবিক এক সমাজের গল্প শুনিয়েছেন অতিথি। বিশ্বাস করতে ঠিক সায় দিচ্ছে না মন। যদি ঠকে যান? জীবন সম্পর্কে সরল ও কোমল দৃষ্টিভঙ্গি ওয়েনের। সাদামাটা এই জীবনটা এমনি নিস্তরঙ্গই থাকুক না!

আরও একটা কারণ অবশ্য রয়েছে। প্রতিবেশীর বাড়িতে তরুণী এক কন্যার উপস্থিতি। মেয়েটাকে পছন্দ করেন তিনি। অভিযানে বেরোলে দেখতে পাবেন না ওকে, ভাবতেই তলোয়ার

BanglaBook.org

বেঁধার মত যন্ত্রণা অনুভব করলেন বুকে।

সেই রাতেই তাঁর মনে হলো, ঈশ্বরের দূত যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন; ঠিক যেভাবে প্রাচীন মানুষদের সামনে এসে দাঁড়াতেন। একটা সমন জারি করলেন তিনি টমাস ওয়েনের কানে। দুর্গম আর বুনো সেই এলাকার উদ্দেশে যাত্রা করার নির্দেশ দিচ্ছেন পরম করুণাময়।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে ওয়েন তাঁর অতিথি বন্ধুর সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা করলেন।

'কাল রাতে আপনি আমাকে বলছিলেন,' শান্ত সুরে বললেন তিনি। 'অগ্নিসন্তানদের এলাকায় যাওয়ার কথা। বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলাম। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাব...

অতিথি ভাবলেন, ওয়েন নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছেন। মুখে কিছু না বলে দৃঢ় পায়ে দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

'দাঁড়ান, এক মিনিট,' পেছন থেকে ডাকলেন ওয়েন। মনে করিয়ে দেয়ার জন্য বললেন, 'আপনাকে নিতে গাড়ি আসতে পৌনে এক ঘণ্টা দেরি আছে এখনও। ...একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। যদি দেখা যায়, আপনি এর যোগ্য, তা হলে কি আমার জায়গাটা আপনি নিতে ইচ্ছুক?'

'আপনার জায়গা!' বিস্ময়ে স্তম্ভিত অতিথি। 'ঠাট্টা করছেন কেন?'

'ঠাট্টা করছি না। আমি যদি আফ্রিকায় যাই, তা হলে বর্তমান পেশা ত্যাগ করতে হবে আমাকে। আমার মনে হয়েছে, আমার জায়গায় ভাল করবেন আপনি। আপনার বয়স হয়েছে। শরীর ভেঙে গেছে। জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন আপনি। এখনও করছেন। কিন্তু এবার আপনার বিশ্রাম নেয়া উচিত। কাজটা নিলে

BanglaBook.org

সেটা পাবেন আপনি।'

প্রতিবেশী তরুণীটির সঙ্গে সেদিন দেখা হয়ে গেল ওয়েনের। তিনি অবশ্য ভেবেছিলেন, মেয়েটার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবেন। এতদিন পর্যন্ত মনে হয়েছে তাঁর, ওই মেয়ে তাঁকে এড়িয়ে চলছে। আসলে উল্টো। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি ওয়েন, মেয়েটাও তাঁকে মন দিয়ে বসে আছে। বসিয়েছে তার হবু স্বামীর আসনে।

কুশল বিনিময়ের পর, খানিক ইতস্তত করে নিজের পরিকল্পনার কথা জানালেন ওয়েন।

তরুণী বিস্মিত হলো। ভয়ও পেল। একের পর এক যুক্তি দেখাল না যাওয়ার পক্ষে। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে টলানো গেল না ওয়েনকে। তারপরও হাল ছাড়ল না মেয়েটা। শেষ চেষ্টা করল এবার। এতদিন গোপন রাখা হৃদয়টা খুলে দেখাল। উদ্বেগে অস্থির হয়ে বলল, 'আমার জন্য থাকতে হবে তোমাকে!'

প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন ওয়েন। স্বীকার করলেন, এটা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। তারপর বললেন, 'কিন্তু...এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শুনলে হয়তো পাগল ঠাউরাবে আমাকে। স্বর্গীয় আহ্বান পেয়েছি আমি।'

'কী!'

'হ্যাঁ। সেই আহ্বানেই সাড়া দিতে চলেছি। শেষ পর্যন্ত হয়তো চরম মূল্যই দিতে হবে এর জন্য–নিজের জীবনটা। কিন্তু আমি নিরুপায়!'

শুনে ফোঁপাতে লাগল তরুণী। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। দৌড়ে পালাল কিছু না বলে।

অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন ওয়েন।

BanglaBook.org

তিন

প্রলোভন

প্রায় দু'বছর পার হতে চলেছে। শান্ত, স্নিগ্ধ ছোট্ট এক ইংলিশ গ্রামের রেক্টরি এখন অতীত। তার বদলে বর্তমান দক্ষিণ-মধ্য আফ্রিকা।

পাহাড়চূড়ার নিচে সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঢাল। সেই ঢালের এখানে-ওখানে গজিয়েছে কাঁটাঝোপ। মিমোসা। কাছেই খরস্রোতা ঝরনা। ঝাঁক-ঝাঁক জ্যান্ত প্রাণীর মত লাফাতে-লাফাতে ছুটেছে পানি। ঝরনার কিনারে একটা বাড়ি। বাড়ি না বলে বলা উচিত কুঁড়ে। সবুজ ইঁটের তৈরি দেয়াল, ছাত ঘাসে ছাওয়া।

কুঁড়েঘরের পেছনে ছোট একটা জায়গার চারদিকে কাঁটাঝোপ বসিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে। দেখতে সুন্দর না হলেও বেশ মজবুত। ভেতরে যারা থাকবে, সিংহ বা অন্য কোন হিংস্র প্রাণীর হামলা থেকে নিরাপদ।

প্রায় খালিই বলা যায় খোঁয়াড়টা। পর্দাঘেরা গরুর গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে শুকনো খড় চিবাচ্ছে একমাত্র খচ্চরটা। সন্ধে হতে কিছুটা দেরি আছে। সেজন্য গবাদি পশু নিয়ে এখনও ফেরেনি রাখালরা।

কুঁড়েঘরের পেছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে ওই ঘেরের মধ্যে ঢুকলেন টমাস ওয়েন। তাঁকে দেখামাত্র আহ্লাদে ডেকে উঠল

BanglaBook.org

খচ্চরটা। ওটার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি, তারপর গেটের কাছে গিয়ে বাইরে তাকালেন। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দেখতে পেলেন স্থানীয় ছেলেগুলোকে। গবাদি পশুর পালটাকে খেদিয়ে ঢাল বেয়ে ওপরে তুলে আনছে।

ধীরে-ধীরে কাছে চলে এল ওরা। এক-দুই করে গুনলেন ওয়েন, একটা পশুও হারায়নি দেখে সন্তুষ্ট বোধ করলেন। ভাল মত খেয়াল রাখার জন্য নরম সুরে প্রশংসা করলেন রাখালদের। তারপর চলে এলেন বাড়ির সামনের দিকে।

এখানে, মিমোসা গাছের তলায়, কাঠের এক বেঞ্চে বসলেন ওয়েন। দরজার কাছাকাছি বেড়ে উঠেছে গাছটা। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন পশ্চিম দিকে।

খানিক বদলে গেছেন মানুষটা। এখানে আসবার পর থেকে দাড়ি রাখছেন। চেহারায় তামাটে রং এনে দিয়েছে আফ্রিকান রোদ। স্বাস্থ্য ভালই আছে। তবে মুখটা আগের চেয়ে লম্বা হয়ে গেছে। মায়াভরা পবিত্র চোখ দুটো থেকে ঠিকরে বেরোয় উজ্জ্বলতা। আগের মতই।

ঢালের নিচে বইছে চওড়া নদী। পানি যেন সঙ্গীত চর্চা করছে কোমর বেঁধে। নদীর ওপারে বহুদূর বিস্তৃত ধু-ধু প্রান্তর। দিগন্তকে বেঁধে রেখেছে পাহাড়শ্রেণী। উঁচু চূড়াগুলো আকাশের নীলে মিলিয়ে গেছে নিঃশেষে। অগ্নিসন্তানদের এলাকা ওটা। ওখানে, পাহাড়ের ঢালের কাছাকাছি তাদের রাজা উমসুকার রাজত্ব। শব্দটার তর্জমা করলে দাঁড়ায়–বিদ্যুচ্চমক।

নদীর পানিতে আলোড়ন যেখানে সবচেয়ে বেশি, সেখান থেকে কুঁড়ের দূরত্ব এক হাজার গজ। একটা জায়গায় নদী তেমন গভীর নয়। পানির লাফ-ঝাঁপ নেই সেখানে, আছে শুধু ছোট-ছোট ঢেউ। বন্যা না হলে হেঁটেই পেরনো যায় নদীটা।

পারাপারের ওই জায়গাটার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন

BanglaBook.org

ওয়েন।

'বারো ঘণ্টা আগে ফিরে আসা উচিত ছিল জনের,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'প্রার্থনা করি, ওখানকার প্রাসাদে ওর যেন কোন বিপদ না হয়।'

ঠিক এসময় বহুদূরের প্রান্তরের শেষ মাথায় ক্ষীণ একটা বিন্দু দেখা গেল। খানিক পর বোঝা গেল, ওটা একটা মানুষের আকৃতি। তার গতি হাঁটার মত শ্লথ নয়, আবার ছোটার মত দ্রুতও নয়–দুটোর মাঝামাঝি।

কুঁড়েঘরে ফিরে গিয়ে ফিল্ডগ্লাস নিয়ে এলেন ওয়েন, ওটা চোখে তুলে লোকটার আদল বোঝার চেষ্টা করছেন।

'ঈশ্বরের অশেষ কৃপা! আমাদের জন ও!' আপন মনে বললেন তিনি, স্বস্তির শ্বাস ফেললেন বড় করে। 'না জানি কী উত্তর নিয়ে ফিরছে!'

আধঘণ্টা পর তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল জন। শক্ত-সমর্থ স্থানীয় তরুণ সে। আমাসুকা, অর্থাৎ অগ্নিসন্তান গোষ্ঠীর সদস্য। হাত উঁচু করে অভিবাদন জানাল ওয়েনকে, সম্মান জানিয়ে কী সব বলছে।

'আমার প্রশংসা কোরো না, জন,' বললেন ওয়েন। 'প্রশংসা করো শুধু ঈশ্বরের, যেমনটি তোমাকে আমি শিখিয়েছি...এবার বলো, তুমি কি রাজার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছ? কী বললেন তিনি?'

'ফাদার,' জবাবে বলল জন। 'আপনার নির্দেশমত ওই শহরে গেছি আমি। মাননীয় রাজার সামনে দাঁড়াবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ওঁর বউদের বাড়ির উঠানে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। সেখানে তিনি আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। দেহরক্ষীরা ছিল কিছুটা দূরে। আমাদের কোন কথা তাদের কানে যায়নি। শুধু তিনজন ছিলেন কাছাকাছি। তিনজনই খুব প্রভাবশালী। মাননীয়

BanglaBook.org

রাজার পর গোটা রাজ্যে তাঁদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। তাঁরা হলেন: হাফেলা, এরপর যিনি রাজা হবেন; তাঁর ভাই নদওয়েঙ্গো; আর প্রধান জাদুকর হোকোসা। ...ফাদার, আপনাকে না বলে পারছি না, তাঁরা যখন আমার দিকে তাকালেন, আমার সব রক্ত যেন শুকিয়ে যেতে লাগল। বুকের ভেতর কুঁকড়ে ছোট হয়ে যেতে লাগল যেন হৃৎপিণ্ড।'

'আমি কি তোমাকে বলিনি, জন, সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস রাখবে? বলিনি, মানুষের হাতে যা-ই থাক, ভয় পাবে না?'

'তা আপনি বলেছেন, ফাদার। তারপরও ভয় লেগেছে। ...যা-ই হোক, ধুলো থেকে কপাল তুললাম আমি। সিধে হয়ে দাঁড়ালাম রাজার সামনে। তারপর সেই বার্তাটা দিলাম তাঁকে, যেটা আপনি আমাকে মুখস্থ করিয়েছেন।'

'শোনাও তো একবার!'

'"হে, মহামান্য রাজা, আপনার পায়ের নিচে গোটা দুনিয়া থরথর করে কাঁপে। আপনার হাত বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলতে পারে পৃথিবীকে। আর আপনার নিঃশ্বাস প্রচণ্ড ঝড় হয়ে দেখা দেয়। আমি, জন, সাদা চামড়ার মানুষের বার্তাবাহক—যিনি প্রায় এক বছর হলো, আপনার বর্শা নদীর যে পাড় ছিন্নভিন্ন করেছে, সেখানে বসবাস করছেন। এখন আমি যে কথাগুলো বলব, সেগুলো বলার জন্যই সাদা মানুষ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। হে, মহামান্য রাজা, আমাসুকার প্রভু, অগ্নিসন্তান, আমি স্রেফ বার্তাবাহক। সাদা মানুষ আপনাকে বলতে বলেছেন: স্বর্গের যিনি অধিপতি, আমি তাঁর কেরানি। এক বছর আগে আরেক সাদা মানুষ—যাঁকে আপনি রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর ঈশ্বরের কানে গেছে আপনার চ্যালেঞ্জের কথাটা। সর্বক্ষমতার অধিকারী তিনি, পবিত্রতম। তিনি আমার হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন

BanglaBook.org

আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি। সেজন্যই আমি এখানে। আপনার তৈরি আইন মানতে প্রস্তুত আমি। যদি আমার ভেতর কোন ধোঁকাবাজি বা মিথ্যাচার দেখতে পান, তা হলে যে-কোন শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত। এতদিন চুপ করে ছিলাম, কারণ আপনাদের ভাষাটা জানতাম না। এখন জানি। ভালই শিখিয়েছে জন। আমি তাকে দীক্ষা দিয়েছি। জন নামটা আমারই দেয়া। সে এখন আমার ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। ...রাজা, এখন আমি আপনার ওখানে যাবার অনুমতি চাই। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ হলো।"'

'তারপর কী হলো, জন?' জানতে চাইলেন ওয়েন।

'চুপ করে শুনছিলেন সবাই,' বলল জন। 'আমি থামতেই কথা বলতে শুরু করলেন। কে কী বলছেন, বোঝা মুশকিল। তারপর হোকোসা, রাজার মুখপাত্র, কথা বললেন আমার সঙ্গে। জানালেন, রাজা কী ভাবছেন। "তুমি খুব সাহসী," বললেন তিনি। "নাম বলছ–জন, কিন্তু একসময় তো তোমার অন্য নাম ছিল। তুমি আমাদের প্রজা। সাহস করেছ আমাদের সামনে দাঁড়াবার। তা ছাড়া, এটা জানাতেও ভয় পাওনি যে, তুমি এখন অন্য ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তোমার সাহসের তারিফ না করে পারছি না। বার্তাবাহক বলেই ক্ষমা করে দিলাম তোমাকে। ...সাদা মানুষটার কাছে ফিরে যাও তুমি। তাঁকে বলবে, আমরা এমন শক্তি সম্পর্কে জানি, যা চোখে দেখা যায় না। আমরা, জাদুকররা বাতাস থেকে জ্ঞান আর প্রজ্ঞা আহরণ করি, বিদ্যুচ্চমককে পোষ মানাই, ঝরে পড়তে বাধ্য করি বৃষ্টিকে। এসব কৃতিত্বকে ম্লান করে দেয়ার মত জাদু দেখাতে হবে তাঁকে। না হলে...বুঝতেই পারছ..."'

'বেশ,' বললেন ওয়েন। 'কাল যাব তা হলে।'

খুব একটা উৎসাহ দেখাল না জন।

BanglaBook.org

'ফাদার,' বলল সে। 'আরও ক'টা দিন পরে গেলে হত না?'

'শুভ কাজে দেরি করতে নেই।'

'সেটা ঠিক আছে, ফাদার। কিন্তু আমার কি মনে হয়, জানেন? অগ্নিসন্তানদের দীক্ষা দেয়ার সময় এখনও আসেনি। ...ফাদার, বিরাট বিপদ মাথাচাড়া দিতে যাচ্ছে আপনার সামনে!'

'কেন বলছ এ কথা?'

'রাজা উমসুকার দুই ছেলে, হাফেলা আর নদওয়েঙ্গো। এঁদের মধ্যে হাফেলাকেই পরবর্তী রাজা হিসাবে ধরা হচ্ছে। রাজার প্রধান স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান তিনি। আর নদওয়েঙ্গো আরেক স্ত্রীর সন্তান। ...হাফেলা খুব নিষ্ঠুর। বীরদের বীর। গর্বে মাটিতে পা পড়ে না তাঁর। আর নদওয়েঙ্গো ভদ্র, বিনয়ী, ঠিক ওঁর মায়ের মত, যাঁকে খুব ভালবাসেন রাজা। কিছুদিন আগে জানা গেছে, ক্ষমতা হাতে পেতে দেরি হচ্ছে দেখে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছেন হাফেলা। বাবাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবেন, খুন করবেন নদওয়েঙ্গোকে; যাতে করে বিনা প্রশ্নে এই ভূখণ্ড আর এখানকার অধিবাসীদের মালিক হতে পারেন তিনি।

'এই ষড়যন্ত্রের কথা রাজা জেনেছেন। তারপরও পুত্রের বিরুদ্ধে কিছু করতে রাজি নন। এসব আমি শুনেছি আমার বোনের মুখে। রাজার আরেক স্ত্রী তিনি। ...আসলে, ভয় পাচ্ছেন রাজা। বুড়ো হয়েছেন তো! অথচ, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, আজ থেকে তিন দিন পর মৌসুমের প্রথম ফল ও ফসল ঘরে তোলা উপলক্ষে যে উৎসব হবে, সেখানে উপস্থিত সমস্ত সৈন্যের সামনে আইন মোতাবেক নিজের উত্তরাধিকার হিসাবে নদওয়েঙ্গোর নাম জানিয়ে দিতে পারেন। এই সম্ভাবনার কথা হাফেলা জানেন। জানেন নদওয়েঙ্গোও। তাই তাঁরা দু'জনেই যাঁর-যাঁর অনুসারী আর সমর্থকদের জড়ো করছেন। হাজারে-হাজারে, লাখে-লাখে।

'উৎসবে যোগ দেবে এরা সবাই। ভাবছি, কুরুক্ষেত্র না হয়ে

BanglaBook.org

ওঠে উৎসবটা। ...ভেবে দেখুন, ফাদার, সিংহাসন নিয়ে যখন ভাইয়ে-ভাইয়ে মারামারি-কাটাকাটি শুরু হবে, সাদা মানুষের কথা কে কানে তুলবে, বলুন!'

'তা আমি জানি না।' একটুও বিচলিত হননি ওয়েন। 'আমি আমার মিশন নিয়ে এগিয়ে যাব। তুমি যদি ভয় পাও, কিংবা বিশ্বাস হারিয়ে থাকো, একাই যাব আমি।'

'না, ফাদার, ভয় পাইনি আমি। কিন্তু আপনি কি পারবেন জাদুকরদের হারাতে? ব্যর্থ হলে তো ওরা আপনাকে সাথে-সাথে খুন করবে। আপনি অনেক কিছু জানেন বটে, কিন্তু মরা মানুষে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন কি, যিশু যেমন পারতেন? মড়ক লেগে গরু-ছাগল অসুস্থ হয়ে পড়লে আপনি কি ওগুলোকে সুস্থ করতে পারবেন?'

'তা পারব না...'

'ওরা যদি সেটাই করতে বলে আপনাকে?'

'অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখব। সফল না হলে মারা যাব...এই তো।'

'কিন্তু...' ইতস্তত করছে জন।

হাসলেন ওয়েন। 'এত সহজে মরছি বলে মনে হয় না। আমি একটা মিশন নিয়ে এসেছি। ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন! তুমি যদি–'

হাত ঝাপটাল জন, তার মোটা ঠোঁট একটু কাঁপছে। চোখের কোণে কী যেন চিক-চিক করে উঠল।

'ফাদার,' বলল সে। 'কাপুরুষ নই আমি। রাজার সেনাবাহিনীতে বিশ বছর সৈনিক ছিলাম। নিজের রেজিমেন্টের কাপ্তান ছিলাম দশ বছর। এই দেখুন...' নিজের শরীরের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখাল সে। 'কাপুরুষ নই আমি, হলে আপনার বার্তা নিয়ে ওখানে যেতে পারতাম না। আমার শুধু ভয়, ঈশ্বর না

BanglaBook.org

কোন কারণে নাখোশ হন আপনার ওপর। তাঁর কৃপা না পেলে কী যে হবে আপনার! তিনি যদি তাঁর ঢাল দিয়ে আপনাকে আড়াল করে না রাখেন, ওদের বর্শা ছিন্নভিন্ন করে দেবে আপনার হৃৎপিণ্ড। নিজের পরোয়া আমি করি না, ফাদার! আমার ভয় আপনাকে নিয়ে।'

'দুঃখিত, জন! আমি দুঃখিত!' লজ্জিত গলায় বললেন ওয়েন।

সে রাতের মত অসম্ভব কষ্টসাধ্য এবং ধীরগতির কাজটা শেষ করে উঠলেন ওয়েন। কাজটা হচ্ছে সেইন্ট জনের গসপেল থেকে কিছু উদ্ধৃতি আমাসুকা ভাষায় তর্জমা করা।

ক্লান্ত তিনি, কুঁড়ের খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে চেয়ারে বসলেন। চৌকাঠে কনুই রেখে চিন্তা করছেন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রাতের গাঢ় অন্ধকারে। চিন্তা করতে-করতে যন্ত্রণায় কাতরে উঠল তাঁর আত্মা। সন্দেহের একটা কাঁটা বিঁধেছে সেখানে।

যে শক্তি এ পর্যন্ত সমর্থন জুগিয়েছে তাঁকে, সেটা যেন মনে হচ্ছে হারিয়ে ফেলেছেন তিনি! জনের আশঙ্কাটাই কি তবে সত্যি হতে চলেছে? মনে হচ্ছে, আশ্চর্য সব কণ্ঠস্বর ফিসফিস করছে তাঁর কানে, তিরস্কার আর অপমান করছে তাঁকে। যেসব প্ররোচনা বহু আগেই পায়ে দলেছেন, প্রবল শক্তি নিয়ে সেগুলো মাথাচাড়া দেয়ার চেষ্টা করছে আবার। লোভ দেখাচ্ছে, জড়াতে চাইছে মায়াজালে। বলছে, 'বোকা, সময় থাকতে এখান থেকে কেটে পড়ো! একটা বদ্ধ পাগল তুমি! নিজেকে মহিমান্বিত করে তুলবার স্বপ্ন দেখছ। মানুষের স্বার্থে নয়, নিজের স্বার্থে। সর্বশক্তিমান কেন তাঁর মৌনতা ভাঙবেন? তোমার জন্য কেন শিথিল করবেন তাঁর আইন। লক্ষ-কোটি যেসব মানুষ গত হয়েছে, তুমি কি তাদের শ্রেষ্ঠ? তাদের বেলায় যেটা করা হয়নি, একা শুধু তোমার বেলায়

BanglaBook.org

তা করা হবে বলে আশা করছ কেন? পাগল না হলে তুমি তো মহা পাপীদের একজন। এত স্পর্ধা হয় কী করে!

'তোমার মত কাউকে কী দরকার ঈশ্বরের? তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, ওখানকার লোকজনের মন বদলাবেন, তিনি তা বদলে দেবেন। সেজন্য তোমাকে কেন দরকার হবে তাঁর? তুমি আর তোমার ওই শিষ্য, যাকে তুমি ধোঁকা দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছ, যন্ত্রণা আর দুর্দশার স্বাদ নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। ...চলে যাও এই দুর্গম এলাকা ছেড়ে। এখনও তরুণ তুমি, ধন-দৌলত এখনও তোমার নাগালের মধ্যে রয়েছে। যে নারী অপেক্ষা করছে তোমার জন্য, ফিরে যাও তার কাছে। ধরা দাও তার কোমল বাহুবন্ধনে।'

এরপর নানারকম ছবি ভেসে উঠল টমাস ওয়েনের মানসপটে। তাঁকে যেন কল্পনা করতে বাধ্য করা হলো: এক বর্বর জাতির হাজার-হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, যাদের তিনি 'উদ্ধার' করতে গেছেন। শুনতে পাচ্ছেন তাদের ওঝারা শ্লেষাত্মক সুরে চ্যালেঞ্জ করছে তাঁকে–তিনি যদি সত্যি সেই ঈশ্বরের সেবক হন, যাঁর প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ, তা হলে একটা প্রমাণ দিন। ছোট্ট একটা প্রমাণ দিলেই হবে। এই যেমন...হাত দিয়ে স্পর্শ না করে নুড়ি পাথর সরানো, কিংবা মরা গাছের শুকনো ডালে ফুল ফোটানো...

একসময় কান ফাটানো অট্টহাসির মাঝে ভীতিকর একটা মুখ আর বর্শা দেখতে পেলেন তিনি। মুখটা জন্তুর, কাতর, দিশেহারা দৃষ্টি। এসব দেখে তাঁর ভেতরে শক্তি আর উৎসাহ বলে কিছু আর অবশিষ্ট থাকল না।

কামরার দেয়ালঘড়ি রাত বারোটা বাজার সঙ্কেত দিল ওয়েনের পেছনে। ঈশ্বরকে অনুরোধ করলেন তিনি, হারানো বিশ্বাস আর শক্তি যেন ফিরিয়ে দেয়া হয়। সামনের দিকে নুয়ে

BanglaBook.org

পড়লেন, মাথা তাঁর নেমে এল জানালার চৌকাঠে।

চার

অন্তর্দৃষ্টি

তিনি কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন, নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

অন্তত এই মুহূর্তে ওয়েনের মনে হচ্ছে, আবার তিনি রাতের অসহ্য গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তারপর একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। কেটে গেল অন্ধকার। অন্ধকার যেন চারপাশে সরে গিয়ে ফ্রেম তৈরি করল একটা। আশ্চর্য এক দৃশ্য ফুটে উঠল সেই ফ্রেমের ভেতর।

স্থানীয় শহরের একটা দৃশ্য। মাঝখানে বিশাল জায়গা খালি পড়ে আছে। সেটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে কয়েকশ' কিংবা কয়েক হাজার কুঁড়ে। কিন্তু জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই কোথাও, প্রাণের সাড়া নেই। কারণ সময়টা রাত। ঝাঁকে-ঝাঁকে তারা ফুটে আছে আকাশে।

সুনসান নীরবতা। মাঝে মধ্যে হয়তো কুকুর ডাকছে, কিংবা কোন কুঁড়ের ভেতর হঠাৎ কেঁদে উঠছে কোন শিশু, আর নয়তো পাশ কাটানোর সময় রাজার নামে পরস্পরকে অভিবাদন জানাচ্ছে প্রহরীরা।

এতসব কুঁড়ের মধ্যে মাত্র একটা কুঁড়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি কাড়ল ওয়েনের। বাকিগুলোর কাছ থেকে একটু দূরে সেটা।

BanglaBook.org

চারপাশ বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেই কুঁড়ের ভেতরটা এবার আপনা-আপনি দৃষ্টিগোচর হলো। ওখানে কোন আলো জ্বলছে না। তা সত্ত্বেও স্রেফ অনুভূতির সাহায্যে খুঁটিনাটি সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন তিনি। মেঝেটা এমনভাবে লেপা যে, চকচক করছে। পশুর বহুমূল্য চামড়া বিছানো মেঝের মাঝখানে। আরও রয়েছে মদ রাখার পাত্র, ঢাল, বর্শা। ঘরের ছাত লাল কাঠ দিয়ে তৈরি। শুকনো গিরগিটি ঝুলছে সিলিং থেকে। অশুভ শক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য এগুলো রাখা।

দু'জন মানুষ মুখোমুখি বসে আছে কুঁড়ের মধ্যে। তাদের চারদিকে গভীর অন্ধকার। তার মধ্যেই বসে পরস্পরের সঙ্গে ফিসফাস করছে ওরা। ওদের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

একজনের বয়স পঁয়ত্রিশের মত। আকার-আকৃতিতে দৈত্যই বলা যায়। গায়ে চিতাবাঘের ছাল। গোড়ালি আর কনুইয়ে হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি বালা পরেছে, যেগুলোকে রাজকীয় অলঙ্কার বলা হয়। লোকটার চোখে-মুখে ভীতিকর বুনো ভাব আর প্রচণ্ড শক্তির আভাস। চোখ দুটো পরস্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে। এত দ্রুত নড়াচড়া করছে যে, দেখে মনে হয়—সবটুকুই সাদা। ডানহাতটা তার নার্ভাস ভঙ্গিতে একটা বর্শার হাতলে খেলা করছে।

লোকটার সঙ্গী সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের মানুষ। বয়স সম্ভবত পঞ্চাশের বেশি হবে। লম্বা, রোগা-পাতলা, হাত-পায়ের গঠন দেখে মজবুত বলে মনে হয় না। মাথার চুল আর দাড়ির খানিকটা সাদা হয়ে গেছে।

চমকে দেয়ার মত সুন্দর মুখটা। চেহারায় নার্ভাস ভাব। কপাল চওড়া আর উঁচু। তবে বিশেষভাবে দৃষ্টি কাড়ে তার চোখ দুটো। লণ্ঠনের স্থির শিখার মত জ্বলজ্বলে, অন্তর্ভেদী। এক জোড়া

BanglaBook.org

অমূল্য রত্ন যেন একটা মূর্তির মাথায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রায় বাদামিই বলা চলে রংটা।

'আপনার চিন্তাগুলোকে ভাষায় রূপ দিতে হবে আমাকে?' স্পষ্ট সুরে ফিসফিস করল লোকটা। 'বেশ। তবে তা-ই হোক। ...আপনি রাজার মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে এসেছেন আমার সঙ্গে, তা-ই না, রাজপুত্র? উঁহুঁ, চমকাবেন না। যে ষড়যন্ত্র এতগুলো মাস ধরে নিজের বুকে লালন করছেন, সেটা অন্য কারও মুখ থেকে উচ্চারিত হতে শুনলে এত ভয় পান কেন?'

'সত্যি বলছি, হোকোসা, আপনি জাদুকরদের মধ্যে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ, নয়তো সর্বনিকৃষ্ট,' খসখসে গলায় বলল প্রকাণ্ডদেহী রাজপুত্র। 'তবে এবার আপনার ভুল হয়েছে। আমি আপনার কাছে একটা মাদুলির জন্য এসেছি, যেটা বাবার হৃদয়টা বদলে দেবে...'

'বদলে? ...রাজপুত্র, আমি যদি ভুল করে থাকি, তা হলে আমার কথা শুনে আপনার চোয়াল ঝুলে পড়ল কেন? কেন বদলে গেল মুখের ভাব? এখনই-বা কী কারণে শুকনো ঠোঁটে জিভের ডগা বোলাচ্ছেন? ...কিছু মানুষ অন্ধকারেও দেখতে পায়। আমি তাদের একজন। হ্যাঁ, রাজপুত্র, আপনার মন পড়তে পারছি আমি। বাবাকে সরিয়ে দিতে চাইছেন আপনি, কারণ তিনি অনেক দিন বেঁচেছেন। তার ওপর, রাজার ভালবাসা নদওয়েঙ্গোর দিকে ঘুরে গেছে—বিনয়ী, সৎ আর ভদ্র ছেলের দিকে। কে বলতে পারে, আজ থেকে ঠিক দু'দিন পর আপনার পরিবর্তে নদওয়েঙ্গোকে পরবর্তী রাজা ঘোষণা করবেন না তিনি। সমস্যা হলো, নদওয়েঙ্গোকে আপনি খুন করতে পারবেন না। সবার প্রিয়পাত্র তিনি, তাঁকে রাখাও হয় খুব কড়া পাহারার মধ্যে। তিনি মারা গেলে সবাই এটাকে খুনই ভাববে। সবার দৃষ্টি ঘুরে যাবে আপনার দিকে, কারণ তাঁর মৃত্যুতে একমাত্র আপনিই লাভবান হবেন।

BanglaBook.org

সেজন্য রাজাকেই সরিয়ে দিতে চাইছেন। ব্যাপারটা যেন দুর্ঘটনার মত দেখায়। রাজা বুড়ো হয়েছেন। দুর্বল হয়ে পড়ছেন দিনকে দিন। বুড়ো মানুষের বেলায় এমনটা তো ঘটতেই পারে। কি, ঠিক বলেছি না?'

'আমি বলব, আপনি বোকার মত কথা বলছেন,' খেপে গিয়ে বলল রাজপুত্র।

'তা হলে, মহান মানুষের ছেলে, আমার সঙ্গে কথা বলে নিজের সময় নষ্ট করছেন কেন? বিদায়, রাজপুত্র হাফেলা, শ্রদ্ধেয় রাজার প্রথম সন্তান। সামনের দিনগুলোয় আপনি নদওয়েঙ্গোর ঢাল বহন করবেন, কারণ তিনি সৎ এবং নম্র। আপনাকে তিনি বাঁচিয়ে রাখবেন–যদি আমি তাঁকে অনুরোধ করি।'

অন্ধকারে হাত বাড়াল হাফেলা, হোকোসার কবজি চেপে ধরল।

'যাবেন না!' ফিসফিস করল সে। 'কথাটা সত্যি, রাজাকে মরতে হবে। তিন দিনের মধ্যে তিনি মারা না গেলে তাঁর উত্তরাধিকারী হবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে আমার জন্য। এ খবর আমি আমার গোয়েন্দাদের কাছ থেকে পেয়েছি। আমার ওপরে রেগে আছেন বাবা। আমাকে ঘৃণা করেন। ভালবাসেন নদওয়েঙ্গো আর ওর মাকে। উৎসবের শেষ দিনের আগে যদি তিনি মারা যান, তা হলে পরবর্তী রাজা নির্বাচনের ঘোষণা তাঁর ঠোঁট থেকে বেরোনোর সুযোগ পাবে না। রেজিমেন্টগুলোও পরবর্তী রাজা হিসেবে নদওয়েঙ্গোর নাম উচ্চারণ করতে পারবে না। ...বাবাকে মরতে হবে! আপনাকে বলে রাখছি, হোকোসা, আপনার হাতেই মরতে হবে তাঁকে।'

'আমার হাতে? না, রাজপুত্র। এধরনের কাজ আমাকে দিয়ে সম্ভব নয়। উমসুকার ছায়ায় বড় হয়েছি আমি। যে গাছ আমাকে ছায়া দেয়, সেটা আমি কেটে ফেলব?'

BanglaBook.org

'বাবা মারা গেলে আমার পর আপনি হবেন এই রাজ্যে দ্বিতীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি,' লোভ দেখাল হাফেলা।

'তা তো আমি এখনই আছি। যিনিই দেশ শাসন করুন না কেন, সবসময় তা-ই থাকব। আমি জাদুকরদের প্রধান। মানব হৃদয়ের পাঠক আমি। মানুষ যা চিন্তা করে, আমি তা বুঝতে পারি। আমি বাতাস আর বিদ্যুচ্চমকের প্রভু। অপরাজেয়। আপনি যদি খুন করতে চান, তা হলে নিজেই সেটা করুন। তবে এ কথা মনে রাখবেন, এরপর আপনি রাজ্য শাসন করলেও আমার চাকর হয়েই থাকবেন। ...উঁহুঁ, ভুলেও ওকাজ করবেন না! ভুলে গেছেন, অন্ধকারেও দেখতে পাই আমি? বর্শাটা নামিয়ে রাখুন, নইলে এমন মন্ত্র উচ্চারণ করব, আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে যাবেন আপনি। রাজপুত্র বলে মাফ পাবেন না।'

শুনে কেঁপে উঠল হাফেলা। পেশিগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়ল তার।

'আপনার জাদুর ক্ষমতা জানি আমি,' গুঙিয়ে বলল সে। 'ওই ক্ষমতা আমার পক্ষে ব্যবহার করুন, বিরুদ্ধে নয়। আপনাকে দিতে পারি, এমন কিছুই আমার কাছে নেই। সিংহাসন ছাড়া আর সবই তো আছে আপনার।'

'চিন্তা করুন,' শান্ত গাম্ভীর্যের সুরে বলল হোকোসা।

ভাবনায় ডুবে গেল রাজপুত্র। হঠাৎ ঝট করে মুখ তুলল সে।

'আপনি...না...এটা কি সম্ভব...আমার হব স্ত্রী?' ফিসফিস করল। 'কুমারী নোমা...যাকে আমি ভালবাসি...যাকে আমি বিয়ে করে রানির মর্যাদা দিতে যাচ্ছি...আমার প্রথম সন্তানের জন্ম দেবে যে...ওহ! বলুন, হোকোসা, এ সত্যি নয়!'

'সত্যি,' জবাব দিল জাদুকর। 'শুনুন, রাজপুত্র। আপনি জানেন, কুমারী নোমা কে? আমার সঙ্গে রক্ত বিনিময় করা ভাই ও বন্ধুর একমাত্র সন্তান। ওর বাবার সঙ্গে বেড়ে উঠেছি আমি।

BanglaBook.org

উত্তরের গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে বড় যুদ্ধটায় বীরত্ব দেখানোর সময় মারা গেছেন তিনি। সেই সময় আমি তাঁর পাশেই ছিলাম। তাঁর কুমারী কন্যা এখন আমার দায়িত্বে। আসলে তার চেয়েও বেশি কিছু। তার মাধ্যমেই তো...ও, আপনি তো জানেন না, কীভাবে দুনিয়ার নানা জিনিস, বাতাস আর আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি; যে আত্মারা অন্ধকারেও নজর রাখছে আমাদের ওপর।

'কীভাবে কী ঘটেছিল, বলি। নোমা তখনও বড় হয়নি। অথচ অন্য যে-কোন নারীর চেয়ে বিস্ময়কর হয়ে ওঠে ওর মন আর মগজ। সেই থেকে তার চিন্তা হয়ে দাঁড়ায় আমার চিন্তা, আমার চিন্তা হয়ে দাঁড়ায় তার। কারণ আমি ছাড়া তার আর কোন গুরু নেই। সে পুরোপুরি বড় না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করব না বলে সিদ্ধান্ত নিই আমি...

'ইত্যবসরে উত্তরের গোষ্ঠীগুলোর দূতাবাসে যেতে হয়েছিল আমাকে। ওইসময় আমার গ্রামে ওকে আসা-যাওয়া করতে দেখেন আপনি। ওর রূপ আর রসবোধ মুগ্ধ করে আপনাকে। রাজার সঙ্গে পরামর্শ করে, নিজের প্রধান স্ত্রী হিসেবে নোমার নাম ঘোষণা করেন আপনি...

'লোক পাঠিয়ে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয় নোমাকে। ওকে স্থান দেন রাজবংশের অন্য নারীরা যে অন্দরমহলে থাকেন, সেখানে। প্রথম ফসল ঘরে তোলার উৎসব পর্যন্ত ওখানেই থাকবে সে, তারপর বিয়ে দিয়ে তুলে দেয়া হবে আপনার হাতে।

'কড়া নিরাপত্তার কারণে আমার পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। যতদিন সে গাঁয়ে ছিল, দূর থেকেও উষ্ণ রেখেছিল আমার আত্মা। বাড়ি ফিরে দেখলাম, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে রাজকীয় ছাপ মেরে দেয়া হয়েছে ওর ওপর। সবাই এখন জানে, সে আপনার স্ত্রী হতে চলেছে। আপনি ছাড়া তার এই নিয়তি

BanglaBook.org

খণ্ডানোর সাধ্য নেই কারও...

'হাফেলা, আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, নোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। আমি নিজেই আপনাকে মেরে ওকে ছিনিয়ে আনতে পারতাম। কিন্তু তাতে আমার আশা পূরণ হত না। কারণ আইনে আছে: যার গায়ে আপনার ছাপ পড়েছে, তাকেও মরতে হবে আপনার সঙ্গে...

'যদিও আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে নোমার আত্মা, কিন্তু সেটা আসলে যথেষ্ট নয়। সবকিছু জয় করেছি আমি। জয় করতে পারিনি শুধু একটা আগুনকে, যে আগুন আমার হৃদয়টা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলছে, রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা দগ্ধ করছে আমাকে। নোমার জন্য আমি দিশেহারা...

'আর এজন্যই, বাধ্য হয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র করতে হলো। আমি আমার জাদুর ক্ষমতা খাটালাম রাজার মনে, যতদিন না তিনি আপনাকে আর আপনার মন্দ কাজগুলোকে ঘৃণা করতে শিখলেন। আমিই তাঁর কানে তুলে দিলাম যে, আপনাকে বাদ দিয়ে আপনার ভাইকে বেছে নেয়া উচিত রাজা হিসেবে। তাঁকে বোঝালাম, তা না হলে হাফেলার প্রাসাদে তিনি হবেন চাকর। ...এ আমার প্রতিশোধ। নোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মাশুল...যা দিতে আপনি বাধ্য...

'মেয়েটাকে ফেরত দিন, রাজপুত্র। এখনও তো আপনার স্ত্রী হয়নি ও। ওর কথা ভুলে গিয়ে অন্য কোন মেয়েকে রানি হিসেবে বেছে নিন। বিনিময়ে আপনার বিরুদ্ধে যত মন্ত্র আমি প্রয়োগ করেছি, সব ফিরিয়ে নেব। তা ছাড়া এমন একটা উপায় বাতলে দেব, যাতে করে আপনার মনের আশা পূরণ হবেই হবে। আপনার সামনে দিয়ে ছোটার সময় "রাজা" বলে আপনাকে অভিনন্দন জানাবে রেজিমেন্টগুলো। চারদিক থেকে আপনার নামে জয়ধ্বনি শোনা যাবে। আপনি হবেন আমাসুকার অধিপতি, প্রাচীন

BanglaBook.org

অগ্নিপ্রাসাদের প্রভু!'

'এ সম্ভব নয়!' গুঙিয়ে উঠল রাজপুত্র। 'এর চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভাল!'

'এর চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভাল!' ব্যঙ্গ করল হোকোসা। 'কিন্তু আপনি তো মরবেন না! বদলে চাকরের জীবন কাটাবেন আপনি নদওয়েঙ্গোর রাজত্বে। আপনার নাম শুনে লোকে বিদ্রূপ করবে...মেয়েমানুষরা আপনাকে নিয়ে ছড়া কাটবে, তামাশা করবে কথায়-কথায়।'

এবার লাফ দিয়ে সিধে হলো রাজপুত্র।

'নিয়ে যান ওকে!' হিসহিস করে বলল সে। 'নিয়ে যান! আপনি...আপনি একটা অশুভ ভূত! মৃত্যু, অমঙ্গল আর অসুস্থতার পুরোহিত। ...তবে ওর সঙ্গে আমার অভিশাপও নিয়ে যেতে হবে আপনাকে। ...আমি আপনাকে বলছি: যে মেয়েকে আপনি এতকিছু শিখিয়েছেন, যার কটাক্ষে হাজারো পুরুষের হৃৎপিণ্ড কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যায়; আপনার ওষুধই আপনাকে পান করাবে সে। হাসতে-হাসতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে আপনাকে। তামাশা করবে আপনাকে নিয়ে!'

'কী?' হেসে উঠল জাদুকর-শিরোমণি। 'একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আছে দেখছি আমার? না, হাফেলা, না। অভিশাপে কোন কাজ হবে না। আপনি যদি জাদুর কৌশল শিখতে চান, মোটা টাকা পুরস্কার দিন আমাকে, শিখিয়ে দেব। তবে না শেখারই পরামর্শ দেব আমি আপনাকে। কারণ ও বিদ্যা সবার জন্য নয়। বাতাসকে যদি কেউ শাসন করতে চায়, তাকে অবশ্যই আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল জানতে হবে। যাক গে...বাদ দিন। এখন একটা রফায় পৌঁছনো যাক...

'উৎসবের শেষ দিন, রীতি অনুসারে, রাজাকে অভিবাদন জানাবার জন্য সব ক'টা রেজিমেণ্ট যখন রাজপ্রাসাদের সামনে

BanglaBook.org

জড়ো হবে, তখন আপনি রাজার সামনে দাঁড়িয়ে নোমার নিন্দা করবেন। ঘোষণা করবেন, আপনার স্ত্রী হবার উপযুক্ত নয় সে। ফলে ওকে আমার হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত হবে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে থাকব, আপনি নিজে ওকে নিয়ে আসবেন সেখানে। যখন আপনার কাছ থেকে বুঝে নেব ওকে, ঠিক সেই সময় বিশেষ এক পাউডারের খানিকটা গুঁজে দেব আপনার হাতে। সেটা নিয়ে সোজা আবার রাজার পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন...

'নিয়ম ধরে তাঁকে যখন প্রথম ফলের নির্যাস বড় পেয়ালায় করে খেতে দেয়া হবে, তখন আপনি চামচ দিয়ে ওটা নাড়ার সময় আমার দেয়া পাউডার ঢেলে দেবেন তাতে। রাজা সেটা পান করবেন; যেটুকু পান করবেন না, সেটা আপনি মাটিতে ফেলে দেবেন...

'এরপর তিনি প্রজাদের সামনে রাজকীয় আদেশ ঘোষণা করার জন্য আসন ত্যাগ করবেন, বলবেন, আপনার নাম বাতিল করে দিয়ে রাজার উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে আপনার ভাই নদওয়েঙ্গোকে। রাজা মারা যাবার পর তিনিই সিংহাসনে বসবেন...

'কিন্তু এই ঘোষণার একটা শব্দও তাঁর মুখ থেকে বেরোবে না। বেরোলে আমার কাছ থেকে নোমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন আপনি। আমি আবারও বলছি, একটা শব্দও তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হবে না। কারণ আসন ত্যাগ করার মুহূর্তে, একটা আঘাত তাঁকে কাবু করে ফেলবে...

'এরকম অদৃশ্য আঘাত প্রায়ই পেয়ে বসে মোটা আর বয়স্ক লোকদের। মাটিতে ঢলে পড়বেন তিনি। গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরোবে নাক দিয়ে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হুঁশ থাকবে না তাঁর। সেটা ছ'ঘণ্টাও হতে পারে, আবার বারো ঘণ্টাও হতে পারে। রাজ্যজুড়ে খবর ছড়িয়ে পড়বে, রাজা মারা গেছেন।'

BanglaBook.org

'ওহ!' বলল হাফেলা। 'তার মানে তাঁকে আমার বিষ খাওয়াতে হবে!'

'অসুবিধে কী? খুব কম মানুষই জানে, আপনার বাবার মনে কী আছে। আপনি রাজা হবার পর তাদের ব্যবস্থা করা আপনার জন্য কোন ব্যাপার নাকি? তা ছাড়া পরিকল্পনাটা আমি করেছি অনেক ভাবনা-চিন্তা করে। খুব দ্রুত কাজে দেবে ওটা। অথচ লক্ষণ দেখে মনে হবে স্বাভাবিক অসুস্থতা। তবে আপনার আর আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দরকার আছে। সেজন্য আমি আরেকটা পরিকল্পনা করেছি...যদিও সেটা কাজে না-ও লাগাতে হতে পারে...

'সাদা চামড়ার এক ব্যক্তি, যিনি আমাদের রাজ্যের শেষ সীমানার বাইরে আস্তানা গেড়েছেন, স্থানীয় এক লোককে পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাছে–মনে আছে নিশ্চয়ই? এই সাদা মানুষটি দীক্ষা দিতে চান আমাদের। বলছেন, স্বর্গের যিনি অধিপতি, তাঁর তরফ থেকে পাঠানো একজন বার্তাবাহক তিনি। লোক পাঠিয়ে অনুমতি চেয়েছেন, তাঁকে যেন আমরা রাজপ্রাসাদে আসার অনুমতি দিই। রাজার পক্ষ থেকে আমি তাঁকে সে অনুমতি দিয়েছি।

'তবে আমি তাঁর চাকরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছি, তার মনিব যদি আসেন, তাঁকে চমকপ্রদ কিছু করে দেখাতে হবে, যাতে প্রমাণ হয়, তিনি সত্যিকার স্বর্গরাজের প্রতিনিধি। আর যদি ব্যর্থ হন, তাঁকেও আগের সেই সাদা চামড়ায় মোড়া মিথ্যেবাদীর মত মৃত্যুবরণ করতে হবে, যে অতীতের কোন এক সময়ে ধোঁকা দিতে এসেছিল আমাদেরকে...

'এবার বলছি, কী ব্যবস্থা করেছি আমি। সাদা মানুষটি রাজপ্রাসাদে আসছেন। রাজা ফলের রস পান করার কিছুক্ষণ আগে পৌঁছুবেন তিনি। তখন, কেউ যদি মনে করে, অস্বাভাবিক

BanglaBook.org

কোন কারণে রাজার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, তাদের মনে এই চিন্তাও খেলবে যে, নতুন ওই সাদা মানুষটা অশুভ কিছু ঘটিয়েছেন...

'তখন আমি ওই ব্যক্তিকে চমকপ্রদ কিছু একটা দেখাবার আহ্বান জানাব। সেই সঙ্গে অনুরোধ করব, তিনি যেন আমাদের রাজাকে তাঁর জাদুর ক্ষমতা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। তিনি তা করতে ব্যর্থ হলে, নষ্ট জাদুকর হিসেবে, ভুয়া ঈশ্বরের ভুয়া পয়গম্বর হিসেবে তাঁকে হত্যা করব আমরা। সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ পড়বেন আপনি। পরিকল্পনাটা ভাল নয়, রাজপুত্র?'

'খুবই ভাল, হোকোসা, শুধু একটা জিনিস বাদে।'

'কী সেটা?'

'ওই সাদা ব্যক্তির সত্যিকার ঈশ্বরের সত্যিকার পয়গম্বর হবার সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচ করে দেয়া ঠিক হবে না। তিনি যদি খাঁটি হন তো, মৃত রাজাকে নির্ঘাত বাঁচিয়ে তুলবেন।'

'তুলতে দিন, যদি তা পারেন। প্রথমে তাঁকে জানতে হবে, বিষটা কী, আর ওই বিষের প্রতিষেধকই বা কী। প্রতিষেধক মাত্র একটাই, আর গোটা রাজ্যে একমাত্র আমিই জানি, সেটা কী, বা কোথায় পাওয়া যাবে। এই অসম্ভবকে তিনি যদি সম্ভব করতে পারেন, তা হলে এমনকী আমিও, জাদুকরদের প্রধান এই হোকোসা, তাঁর ঈশ্বর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেব।' কথা শেষ করে তিরস্কারের সুরে হাসতে লাগল জাদুকর।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রাজপুত্র।

'বিদায়, রাজকুমার! চলি। এরকম ঘোর অন্ধকারে আপনি আবার পিছু নেয়ার চেষ্টা করবেন না আমার। চালাকির চেষ্টা তো নয়ই। এমনকী ভাববেনও না। সেরকম কিছু ঘটলে ধ্বংস হয়ে যাবেন আপনি।'

দরজার কবাট সরিয়ে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে গেল জাদুকর।

BanglaBook.org

দৃশ্যটা বদলে গেল।

এখন একটা উপত্যকা দেখা যাচ্ছে, দু'পাশে গ্রানেট পাথরের ঢালু পাহাড়প্রাচীর। ফাঁকা, পরিত্যক্ত একটা জায়গা। বালুময়। নিঃসঙ্গ একটা ঝরনা থাকলেও তাতে পানি নেই। চারদিকে ছোট-বড় অসংখ্য পাথুরে বোল্ডার ছড়ানো। ওগুলোর কিছু আবার একটার ওপর একটা চড়ে কিম্ভুতকিমাকার স্তূপে পরিণত হয়েছে।

একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে চওড়া হতে শুরু করেছে উপত্যকাটা। আর ঠিক ওই জায়গার মুখে মাথাচাড়া দিয়েছে ছোট একটা পাহাড়। সেটাও বোল্ডার দিয়ে তৈরি। একটা মরণফাঁদ ওটা। ওই পাহাড়ের চারদিকে এবং প্রতিটি পাথরের ফাটল আর স্যাঁতসেঁতে নালায় স্তূপ হয়ে আছে মৃত মানুষের সাদা হাড়।

পাহাড়ের চূড়াটা সমতল। তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক গাছ। ওটার বিশাল কাণ্ড নোংরাটে সাদা। গিঁটবহুল অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। দীর্ঘ সবুজ আঙুলের মত বেরিয়ে এসেছে খয়েরি বাকল ভেদ করে। শুনতে যতই অবিশ্বাস্য লাগুক, খানিক দূর থেকে দেখলে, বিশেষ করে চাঁদের আলোয়, মনে হবে কয়েকশ' কিংবা কয়েক হাজার বাহু আর হাত ধারণ করছে ওই গাছ।

এরকম মনে করার কারণও রয়েছে। গাছটার ডাল থেকে কম করেও ঝুলছে বিশজন মানুষের লাশ। রাজা, সেনাপতি অথবা জাদুকরদের নির্দেশে হত্যা করা হয়েছে তাদের। মৃত্যুবৃক্ষ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই মৃত্যুপাহাড়। কয়েক প্রজন্মের নিষ্ঠুরতার সাক্ষী।

ওয়েন লক্ষ করলেন, পাহাড়টার গা পেঁচিয়ে থাকা সরু রাস্তা ধরে এক লোক উঠে আসছে ওপরে। লোকটা জাদুকর হোকোসা ছাড়া আর কেউ নয়। গাছটার রাজত্বের ঠিক বাইরে এসে থামল

BanglaBook.org

সে। সঙ্গে থাকা ওষুধের থলি থেকে রোদে পোড়া একটা চামড়া বের করল। সেটা বাঁধল নিজের নাক আর মুখে, কারণ ওই গাছের গন্ধ সাংঘাতিক বিষাক্ত। কোনরকমে যদি একবার ফুসফুসের নাগাল পায়, কিছু বলারও ফুরসত দেবে না।

গাছের নিচে পৌঁছে আবার একবার থামল জাদুকর। তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ এক ব্যক্তির লাশের দিকে। বাতাস লাগায় দুলছে সেটা একটু-একটু।

'আহ, বন্ধু!' বিড়বিড় করল সে। 'বহু বছর লড়াই করেছি আমরা। শেষ পর্যন্ত আমিই জিতেছি। যা হোক, সেটাই ন্যায্য। কারণ তুমি জিতলে আমার পরিণতি হত ঠিক তোমার মত।'

অত্যন্ত সাবধানে, গাছ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল হোকোসা। বেশ কিছুটা ওঠার পর কিছু সবুজ আঙুল তাঁর নাগালের মধ্যে চলে এল। মোটা একটা ডালে হেলান দিয়ে এক-এক করে ওগুলোর বেশ ক'টা ছিঁড়ল সে।

কাজটা করার সময় নিজের মুখখানা সরিয়ে রাখল নিরাপদ দূরত্বে, ওগুলোর রস যাতে ওর নাগাল না পায়। দুধসাদা ওই রস লাউয়ের শুকনো একটা খোলের সরু মুখে গড়িয়ে পড়তে দিল। সেটা ওর গলায় বাঁধা সুতোর সঙ্গে ঝুলছে। যথেষ্ট বিষ সংগ্রহ করার পর খোলের মুখে সতর্কতার সঙ্গে এঁটে দিল কাঠের ছিপি। তারপর ধীরে-ধীরে গাছ থেকে নামতে শুরু করল।

কিছুটা নামার পর, গাছ যেখানে প্রায় দু'ভাগ হয়ে গেছে, কাণ্ড থেকে বেরিয়ে মূল শাখাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, ওখানে একটু দাঁড়াল জাদুকর। তাকিয়ে আছে একটা পরগাছার দিকে। সরু একটা লতাগাছ, এঁকেবেঁকে উঠে গেছে ওপরে। মূল গাছের মত এই লতার পাতাও সবুজ আর ছুঁচাল। খুদে আঙুলের মত দেখতে। ছিঁড়লে দুধসাদা রস বেরোয় এটারও।

'অদ্ভুতই বলতে হবে,' বিড়বিড় করল জাদুকর। 'বিষ আর

BanglaBook.org

প্রতিষেধক পাশাপাশি রেখেছে প্রকৃতি, একটা আরেকটাকে পেঁচিয়ে আছে। সবকিছুতেই এমনটা দেখা যায়। এমনকী মানুষের হৃদয়েও। আমি কি এটার রস খানিকটা সংগ্রহ করব? না, ঠিক হবে না সেটা। সেটা হবে আমার দুর্বলতা। যদি অনুতপ্ত হয়ে রাজাকে বাঁচিয়ে দিই? যদি মনে পড়ে যায়, তিনি আমাকে কতটা ভালবেসেছেন? তবে তো আমি নোমাকে হারাব! না, তা হয় না। ওকে হয় আমার পেতে হবে, নয়তো নিজেকেই শেষ করে দেব আমি।'

অপ্রকৃতিস্থের মত হেসে উঠল জাদুকর।

দৃশ্যটা মুছে গেল।

হুঁশ ফিরে পেয়ে জানালার চৌকাঠ থেকে মাথা তুললেন টমাস ওয়েন। রাত এখনও কালো। ছোট্ট দেয়ালঘড়িটা ঢং-ঢং করে মধ্যরাতের সময়সঙ্কেত দিচ্ছে। তার মানে, কয়েক সেকেণ্ড তাঁর চেতনা ছিল না।

মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড, অথচ এর মধ্যেই কত কিছু দেখেছেন তিনি! তাঁর বিশ্বাসের প্রমাণ যেন নতুন করে পেলেন এ থেকে। স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর কাছে এসেছে নতুন দিক-নির্দেশনা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পাঁচ

উৎসব

তিন দিন পর। ভোরবেলা।

নদীর পাড় থেকে সবচেয়ে কাছের পাহাড়সারির কাছে একটা খচ্চরের গাড়ি দেখা গেল। খুব একটা উঁচু না হলেও অত্যন্ত খাড়া এই পাহাড়গুলো। আমসুকা রাজ্যের নিরাপত্তা-প্রাচীর হিসেবে কাজ করছে।

গরুর গাড়িটা যেখানে দাঁড়াল, সেখান থেকে পাঁচশ' গজ দূরে একটা খাড়া গিরিপথ আর খাদ দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে চিনতে পারলেন ওয়েন, এটা তাঁর স্বপ্নে দেখা সেই উপত্যকার সরু মুখ। সশস্ত্র সৈনিকদের একটা কোম্পানি রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা গিরিপথটা পাহারা দিচ্ছে। ওদের কুঁড়েগুলো তৈরি করা হয়েছে উঁচু-উঁচু পাহাড়ের মাথায়, যাতে বিশাল উপত্যকার বহুদূর পর্যন্ত চোখ রাখা যায় ওপর থেকে।

কাছাকাছি পৌঁছনোর পুরো একদিন আগে সাদা কাপড়-ঢাকা খচ্চরের গাড়িটাকে দেখতে পেয়েছে ওরা। পিঁপড়ের মত মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছিল। রাজপ্রাসাদে লোক পাঠিয়ে খবরটা পৌঁছে দেয়া হয়েছে রাজার কানে।

রাজার নির্দেশ: যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরোহী সাদা চামড়ার ওই ব্যক্তি আর তার শিষ্যকে সম্মানের সঙ্গে প্রাসাদে নিয়ে আসতে

BanglaBook.org

হবে। উৎসবের শেষ অনুষ্ঠানটা দেখার সুযোগ পান যেন তিনি। গাড়িটা আপাতত উপত্যকার মুখেই থাকবে। ওটা পাহারা দেয়ার দায়িত্বে থাকবে একজন প্রহরী। উনিশ-বিশ কিছু হলে জবাবদিহি করতে হবে তাকে।

সকালে সৈনিক আর আর্দালিদের কাপ্তান কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল তারা। সবাই ওরা তরুণ ও স্বাস্থ্যবান। প্রত্যেকেরই সঙ্গে রয়েছে তীক্ষ্ণধার ফলার লম্বা বর্শা আর চওড়া ঢাল। মাথায় পালক গোঁজা শিরস্ত্রাণ ছাড়াও বন্য উপজাতিদের প্রিয় অলঙ্কার ঝুলছে সারা শরীরে।

গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন ওয়েন। কয়েক মুহূর্ত মুখোমুখি চুপচাপ দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন ওদের। দীর্ঘদেহী যোদ্ধা সবাই। প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী, তায় মারণাস্ত্রে সজ্জিত। প্রয়োজনে হিংস্রতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য সদাপ্রস্তুত।

'আপনার নাম কী, সাদা মানুষ?' জিজ্ঞেস করল কাপ্তান।

'আমার নাম বার্তাবাহক।'

'আপনার ওপর রাজার শান্তি বর্ষিত হোক,' বলল কাপ্তান। হাতের বর্শাটা একটু উঁচু করল।

'আপনার প্রতি ঈশ্বরের শান্তি বর্ষিত হোক,' জবাব দিলেন ওয়েন। আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে হাত দুটো উঁচু করলেন।

'ঈশ্বর কে?' জানতে চাইল কাপ্তান।

'ঈশ্বর তিনিই, আমি যাঁর হুকুম মেনে চলি। আমার মুখের কথাই তাঁর কথা।'

'তা হলে এগিয়ে যান, ঈশ্বরের বার্তাবাহক। ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দিন আমাদের রাজার কানে। ওদিকেই তাঁর প্রাসাদ। সঙ্গে করে যে খচ্চরটা নিয়ে এসেছেন, সেটায় চড়ে রওনা দিন, কেননা

BanglaBook.org

পথ খুব দুর্গম। তবে গাড়িটা এখানেই থাকবে। পাহারায়। চিন্তা করবেন না।'

'আর ও?' জনের ব্যাপারে জানতে চাইলেন ওয়েন।

'হেঁটেই যাবে আপনার চাকর। যেতে পারবে ঠিক মতই। ও তো আমাদেরই একজন।'

কয়েক ঘণ্টা পর। খচ্চরের পিঠে চড়ে গিরিপথের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছেন ওয়েন। তাঁর সামনে-পেছনে একজন করে প্রহরী। আর কয়েকজন বাহক তাঁর ব্যাগগুলো নিয়ে যাচ্ছে।

ওয়েনের পাশে হাঁটছে জন। ওর চোখ দুটো বিষণ্ন, মুখটা ম্লান।

'এখনও ভয় পাচ্ছ তুমি!' জিজ্ঞেস করলেন ওয়েন।

'ওহ, ফাদার! ভয় পাচ্ছি, কারণ এটা ভয় পাবারই জায়গা। এটা সেই উপত্যকা, যেখানে মানুষকে মেরে ফেলার জন্য নিয়ে আসা হয়। একসময় নিজেই আপনি সব দেখতে পাবেন।'

'দেখেছি আমি,' জবাব দিলেন ওয়েন। 'সামনে আমরা যেখানে থামব, সেখানে ছোট একটা পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের মাথায় আছে একটা প্রকাণ্ড গাছ। মৃত্যুগাছ ওটার নাম। গাছটা স্বর্গের দিকে এক-হাজার হাত তুলে রেখেছে। আর ওটার ডাল থেকে ঝুলছে মানুষের লাশ!'

'এসব আপনি জানলেন কীভাবে, ফাদার?' বিস্মিত জন প্রশ্ন করল। 'আমি তো এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কখনও আলাপ করিনি!'

'না,' জবাব দিলেন তিনি। 'ঈশ্বর কথা বলেছেন আমার সঙ্গে। আমাদের ঈশ্বর।'

আরও এক ঘণ্টা পেরোল।

ভীতিকর সেই গাছের ছায়ার কাছাকাছি, ঝরনার স্রোতের

BanglaBook.org

পাশে বিশ্রাম নিচ্ছেন ওয়েন। এই গিরিখাতে অসম্ভব তাপ ছড়ায় সূর্য।

ডালে ঝুলে থাকা লাশগুলো গুণল জন। তারপর ভয়ে-ভয়ে ওয়েনের দিকে তাকাল। বিশটা লাশ।

প্রহরীদের বললেন ওয়েন, 'ওই গাছটার কাছে একবার যেতে চাই।'

'সেটা আপনার মর্জি, বার্তাবাহক,' গম্ভীর একটু হেসে জবাব দিল তাদের দলপতি। 'আমাদের ওপর আপনাকে বাধা দেয়ার বা মানা করার হুকুম নেই। তারপরও না বলে পারছি না। নিজের ইচ্ছায় খুব কম মানুষই যায় ওদিকে।'

গাছটার কাছে গেলেন ওয়েন, সঙ্গে জন। তবে ওটার ছায়ার নিচে বসতে রাজি হলো না সে। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। ওদিকে তার মনিব নিজের নাকে-মুখে একটা রুমাল জড়িয়ে মাথার পেছনে গিঁট দিলেন।

বিস্ময়ে বিহ্বল জন মনে-মনে ভাবছে, 'তিনি জানলেন কী করে, এই গাছের নিঃশ্বাস বিষাক্ত?'

গাছের কাণ্ডের কাছে পৌঁছুলেন ওয়েন, আঙুল আকৃতির কিছু পাতা ছিঁড়লেন ওটাকে পেঁচিয়ে থাকা লতানো উদ্ভিদ থেকে। চাপ দিয়ে ওগুলোর দুধসাদা রস বের করে ছোট একটা শিশিতে ভরলেন। তারপর দ্রুত সরে এলেন ওখান থেকে। এই জায়গা আর গন্ধের সংস্পর্শে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়, তা তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝেছেন।

গাছটার সীমানার বাইরে এসে থামলেন তিনি, মুখ থেকে রুমাল খুললেন।

'এই মৃত্যুবৃক্ষ একদিন জীবনবৃক্ষে পরিণত হবে,' জনকে বললেন তিনি। 'ওই দেখো! তোমার মাথার ওপর তার সঙ্কেত রয়েছে।'

BanglaBook.org

চোখ তুলল জন, ওয়েনের প্রসারিত হাত অনুসরণ করে তাকাল, তাকাতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল সে। গাছের অনেক ওপরে, বাকি সব শাখা থেকে দূরে, সরল একটা মরা ডাল, আর সেই ডাল থেকে দু'দিকে প্রসারিত দুটো বাহু বেরিয়েছে। সেগুলোও ফাটল ধরা, মরা। যদি কোন কাঠমিস্ত্রি কাঠ দিয়ে একটা ক্রুশ তৈরি করে ওখানে সাজিয়ে রাখত, ওটার গড়ন এর চেয়ে বেশি নিখুঁত হত না!

ওয়েন আর জন ঘুরে প্রহরীদের দিকে গেলেন। কারও মুখে কথা নেই। ওখানে আর দেরি না করে আবার নিজেদের পথে রওনা হয়ে গেল ছোট্ট দলটা। তারপর একসময় পাথুরে খিলানের নিচ দিয়ে মৃত্যু-উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ওদের সামনে, পাঁচশ' গজ দূরেও নয়, রাজপ্রাসাদের প্রাচীর দেখা যাচ্ছে।

উঁচু একটা মালভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে রাজার প্রাসাদ। চারপাশের খাড়া পাহাড়গুলোর কোলে প্রস্তুত রয়েছে যোদ্ধাদের কাভার নেয়ার উপযোগী কোমর সমান উঁচু পাথরের স্তূপ। আরও রয়েছে শত্রুকে বিপদে ফেলার জন্য লুকানো গভীর গর্ত, পাথরের আঁকাবাঁকা পাঁচিল। মালভূমিটি আয়তনে পনেরো বর্গমাইলের বেশি হবে বই কম নয়। শহর ঘিরে থাকা বৃত্তাকার পাঁচিলের দৈর্ঘ্য চার মাইল।

পাঁচিল ঘেঁষে ভেতরের দিকে সযত্নে তৈরি করা হয়েছে বৃত্তাকার রাস্তা। সেই রাস্তার পাশে সারি-সারি দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজ আকৃতির কয়েক হাজার কুঁড়ে। রাস্তাগুলোর মাঝখানে গাছের গুঁড়ি আর বাঁশ দিয়ে ঘেরা খোঁয়াড়ের মত একটা জায়গা। আকারে এত বিশাল যে, বিপদের সময় অগ্নিসন্তানদের সমস্ত গবাদি পশুকে ঠাঁই দেয়া সম্ভব এখানে। উৎসবের সময় নিজেদের নষ্টামি দেখাবার কাজেও এটাকে ব্যবহার করা যাবে। রাজবংশের আবাসিক এলাকা এটা। ঢুকতে হলে একটা ফটক পেরোতে হবে।

BanglaBook.org

বিরাট ফটকের বাইরে একটা চাতাল রয়েছে। প্রহরীরা লোক মারফত রাজার কাছে সংবাদ পাঠাল অতিথি আগমনের।

সময়টা কাজে লাগালেন ওয়েন—সাদা, ঢিলেঢালা, আস্তিনঅলা উত্তরবাস পরলেন তিনি, মাথায় পরলেন হুড। তারপর খচ্চরের গলায় বাঁধা রশিটা জনের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

'এটা আপনি কী করলেন, বার্তাবাহক?' প্রহরীদের দলপতি প্রশ্ন করল তাঁকে।

'যুদ্ধসাজে সজ্জিত হলাম,' জবাব ওয়েনের।

'তা হলে আপনার বর্শা কোথায়?'

'এই যে।' হাতির দাঁত দিয়ে বানানো খুবই সুন্দর একটা ক্রুশের দিকে ইঙ্গিত করলেন ওয়েন।

কী ভাবল, কে জানে; কিছুটা পিছিয়ে গেল লোকটা।

রাজকীয় আবাসিক এলাকায় ঢুকে তিনশ' গজমত হাঁটতে হলো ওয়েন আর জনকে, যতক্ষণ না মজবুত করে ঘেরা এই জায়গাটার দরজায় পৌঁছুলেন। আগেই খুলে দেয়া হয়েছে সেটা ওদের জন্য।

ভেতরে ঢোকার পর খুব সুন্দর একটা দৃশ্য দেখতে পেলেন ওয়েন।

তাঁর সামনে বৃত্তাকার বিশাল ক্ষেত্রটির মেঝে সমতল নয়। বিশেষ ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে। একটু উঁচু হয়ে উঠে গেছে মেঝে, ফলে গেটের কাছে দাঁড়ানো কেউ একসঙ্গে দেখতে পাবে প্রাসাদের পুরোটা, আর তার দৃষ্টি যদি যথেষ্ট তীক্ষ্ণ হয়, কোথায় কে অবস্থান করছে, তাও নজর এড়াবে না।

এই মুহূর্তে ওখানে জড়ো করা হয়েছে সবগুলো রেজিমেন্টকে, সব মিলিয়ে বারোটা। প্রতিটি রেজিমেন্টের কমপক্ষে আড়াই হাজার যোদ্ধা সেখানে উপস্থিত। সবাই যার-যার ইউনিফর্ম পরে এসেছে, সঙ্গে একই রঙের ঢাল। চত্বরটার দু'পাশে সারি দিয়ে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছে রেজিমেন্টগুলো। প্রতিটি ব্যাটালিয়ন বিচ্ছিন্ন। মাঝের পথটা সোজা চলে গেছে রাজা ও তাঁর দেহরক্ষীদের কাছে। জাদুকররাও রয়েছেন ওখানে।

সৈন্যরা সবাই নিশ্চুপ দাড়িয়ে, যেন কাতারে-কাতারে সাজানো হাজার-হাজার নিষ্প্রাণ ব্রোঞ্জের মূর্তি।

ঢালের গোড়ায়, একটা সাদা দাগের ওপর ওয়েনরা পৌঁছুতেই অসংখ্য মাথা ঘুরে গেল, ঝাঁক-ঝাঁক চোখ স্থির হলো তাঁদের ওপর। মুহূর্তের জন্য হতাশা বোধ করলেন তিনি। একসঙ্গে এত বেশি যোদ্ধার উপস্থিতি ভীতিকর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ভয় ঝেড়ে ফেলে চওড়া পথটা ধরে ধীর পায়ে রওনা হলেন ওয়েন। খানিক পর দেখতে পেলেন শক্ত-সমর্থ এক প্রবীণ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গায়ে চিতাবাঘের ছাল জড়ানো, বসে আছেন পালিশ করা একটা কাঠের টুলে।

'ইনিই রাজা,' ওয়েনের পেছন থেকে ফিসফিস করল জন।

'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক,' রাজার উদ্দেশে বললেন ওয়েন।

'আপনার ইচ্ছেটা যেন পূরণ হয়,' জবাবে বললেন রাজা। ভরাট গলা। কথা বলার সময় বড় করে শ্বাস ফেলেন। 'কোত্থেকে এলেন আপনি, সাদা মানুষ? কী নাম আপনার? আমার আর আমার প্রজাদের জন্য কী বার্তা নিয়ে এসেছেন আপনি?'

'রাজা, আমি এসেছি সাগরের ওপার থেকে। আমার নাম বার্তাবাহক আর আমার মিশন হলো আপনাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেয়া। আমার আর আপনার ঈশ্বর তিনি।'

শুনতে পাবার মত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল যারা, বিস্ময়ে বিহ্বল আর উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ল। ভাবল, মরণ ঘনিয়েছে ঈশ্বরের সেবকদের। এখনই রাজা ওদের হত্যা করার নির্দেশ দেবেন।

BanglaBook.org

কিন্তু না। উমসুকা শুধু বললেন, 'আমার আর আপনার ঈশ্বর? খুব শক্ত আর সাহসের কথা, বার্তাবাহক। তো, এই ঈশ্বর কোথায় থাকেন, যাঁকে আমি নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানাব?'

'তিনি সব জায়গাতেই আছেন—স্বর্গে, মর্ত্যে, এমনকী মাটির নিচেও।'

'বেশ, বেশ। তিনি যদি সবখানেই থাকেন, তা হলে নিশ্চয় এখানেও রয়েছেন। প্রমাণ দেখান, বার্তাবাহক।'

'এই দেখুন।' যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তিটা সামনে ঠেলে দিলেন ওয়েন। মাথায় কাঁটার মুকুট ওটার।

আশপাশে যারা ছিল, অপলক চোখে দেখতে লাগল মূর্তিটা। হাসার জন্য ঠোঁট ফাঁক করল, কিন্তু সেই হাসি তাদের মুখ দিয়ে বেরোতে পারল না। রহস্যময় এক অনুভূতির স্রোত যেন গলা টিপে ধরল ওদের। সশস্ত্র এবং দলে ভারী, বিপরীতে সাদা আলখেল্লা পরা নিঃসঙ্গ এক অচেনা মানুষ। তারপরও কীসের যেন ভয়।

'আপনি কি পাগল?' বললেন উমসুকা। 'কই, চোখ দেখে তো মনে হচ্ছে না। চোখ দুটো শান্ত আপনার। ...সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। কী বলতে চান, বলে ফেলুন। তারপর আপনার শক্তি দেখব। ...অ্যাই, তোমরা কি তৈরি? কেউ একজন ঝাড়টাকে খুলে দাও।'

হুকুম পেয়ে ডানদিক থেকে এক সারি সৈন্য এগিয়ে এসে ঝাঁক বাঁধল রাজা ও তাঁর সঙ্গীদের সামনে। তারা সরে আসায় একদল তরুণকে দেখা যাচ্ছে এখন। ষোলো থেকে সতেরোর মধ্যে বয়স, হাতিয়ার বলতে শুধু একটা করে লাঠি। ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড গেটের বাইরে।

এবার ওই গেট খুলে গেল। প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল বুনো এক মোষ। এত মানুষ দেখে আসুরিক

BanglaBook.org

শক্তির অধিকারী জন্তুটা থমকে দাঁড়াল। বাঁকা শিং দিয়ে খোঁচাচ্ছে মাটি। আচমকা মাথা নিচু করে ছুটে এল আবার। এবার সরাসরি হামলা করতে আসছে। ওটার পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর বদলে তীক্ষ্ণ শিস দিল তরুণের দল, তারপর ওরাও মোষটার দিকে ছুটল। আঘাত করার জন্য বাগিয়ে ধরেছে হাতের লাঠি।

এক মুহূর্ত পর তরুণদের একজন বাকি সবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। তার পিছু নিল এক-এক করে আরও দু'জন। এবার জানোয়ারটা ঢুকে পড়ল তরুণদের ভেতর। এক বেচারাকে শিঙে গেঁথে নিয়ে ছুটছে। একটু পরে তার লাশ খসে পড়ল মাটিতে। রেজিমেন্টের লাইন লক্ষ্য করে হামলা করতে ছুটে যাচ্ছে ওটা। এগোচ্ছে, আবার পিছু হটছে।

অবাক বিস্ময়ে রোমহর্ষক খেলাটা দেখছেন ওয়েন, লক্ষ করলেন খেপা মোষ হামলা করতে ছুটে আসছে দেখেও একচুল নড়ছে না কেউ। অটল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে যাকে পাচ্ছে, তার পেটেই শিং ঢুকিয়ে দিচ্ছে রাগী মোষ। লাশ পড়ছে একের পর এক।

ক্লান্ত ও আতঙ্কিত মোষ একসময় উল্টো ঘুরে ছুটল তরুণদের দিকে। ওরা মোষটার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওটা ভিড়ের ভেতর ঢুকে পড়তেই মৌমাছির মত ছেঁকে ধরল তারা মোষটাকে। কেউ ঝুলে পড়ল পা জড়িয়ে ধরে, কেউ গলা, কেউ-বা শিং। এমনকী লেজটাকেও বাদ দিল না। বেপরোয়া চেষ্টায় অবশেষে হিংস্র জানোয়ারটাকে ধরাশায়ী করা সম্ভব হলো। তারপর অবিশ্রান্ত লাঠির আঘাত, যতক্ষণ না পটল তুলল জন্তুটা।

কাজটা শেষ হতে রাজার সামনে এসে জড়ো হলো সবাই। মাথা নত করে অভিবাদন জানাল।

'ক'জন মারা গেল?' জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

'সব মিলিয়ে আটজন,' উত্তর এল। 'পনেরোজনের গায়ে শিং

BanglaBook.org

বিঁধেছে।'

'বেশ ভাল ষাঁড়,' হাসিমুখে বললেন তিনি। 'গত বছর খুন হয়েছিল পাঁচজন। ...যাক, ছোকরার দল সাহসের সঙ্গে লড়েছে। এখন লাশগুলোকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা হোক, আর আহতদের চিকিৎসা–তবে ক্ষত যদি এমন গুরুতর হয় যে, সারার সম্ভাবনা নেই, তা হলে মেরে ফেলো। বাকি সবার বিয়ারের রেশন দ্বিগুণ করে দাও। ...হয়েছে। এবার তোমরা পিছু হটো–মৌমাছি আর ভ্রমরদের জায়গা ছেড়ে দাও, খানিক লড়াই করুক ওরা।'

কর্কশ গলায় কয়েকটা হুকুম দেয়া হলো। ছুটোছুটি করে বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করল কিছু লোক, ডায়ামিটারে সেটা দেড়শ' গজের কম নয়। তারপর আচমকা পরস্পরের দিকে এগোতে শুরু করল মৌমাছি আর ভ্রমর নামে দুটো রেজিমেন্ট। দুটো বাহিনী একে অপরের দিকে ধেয়ে আসছে, প্রত্যেকের মুখে রণহুঙ্কার।

'মৌমাছির পক্ষে দশটা পশুর মাথা বাজি ধরলাম আমি,' গলা চড়িয়ে বললেন রাজা। 'ভ্রমরের পক্ষে কে বাজি ধরবে?'

'আমি,' জবাব দিল রাজপুত্র হাফেলা, দাঁড়াল সামনে এসে।

'তুমি?' ভ্রূ কুঁচকে বললেন রাজা। 'উম...ঠিক আছে। ওটা তোমার রেজিমেন্ট...আহ! শুরু করে দিয়েছে ওরা!'

নরক গুলজার। দুটো রেজিমেন্ট, সৈন্যসংখ্যা সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার, ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরস্পরের ওপর। ঘন ঘন বজ্রপাতের মত আওয়াজ তুলছে একসঙ্গে অতগুলো ঢালের সংঘর্ষ। এই মুহূর্তে কারও হাতে বর্শা নেই, রয়েছে নবকেরি নামে আফ্রিকান অস্ত্র। গাছের কাণ্ড কেটে বানানো লম্বা আর শক্ত লাঠি, মাথায় ছোট গোলক বসানো। সেটার ঘায়ে ফেটে গেল অনেকের খুলি, নাক ভাঙল, চোখ হারাল কেউ-কেউ। দেখতে-না-দেখতে আহত আর লাশের পাহাড় তৈরি হলো–সংখ্যায় কয়েকশ'।

BanglaBook.org

প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চলছে। বুকের সঙ্গে ঠোকাঠুকি চলছে বুকের। একের পর এক হুকুম দিয়ে চলেছে কাপ্তানরা। ধুলোর মেঘে গোটা ময়দান আচ্ছন্ন।

একসময় শেষ পর্যায়ে পৌঁছুল লড়াইটা। পরাজয় মেনে নিতে শুরু করেছে মৌমাছিরা, দ্রুত পিছু হটছে, চলে যেতে চাইছে বেড়ার কাছে। ওটা স্পর্শ করতে পারলে হামলার হাত থেকে রক্ষা পাবে ওরা, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

চারপাশ থেকে ভেসে আসছে বিজয়ী সৈনিকদের উল্লাস।

সবই দেখছেন রাজা। শান্ত চেহারা রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠল।

'খোঁজ নাও,' বললেন তিনি। 'মৌমাছিদের কাপ্তান বেঁচে আছে কি না।'

তাঁর হুকুম পালন করতে ছুটল কয়েক জন। খানিক পরেই ফিরে এল ওরা, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সুদর্শন চেহারার এক মধ্যবয়স্ক লোককে। লোকটার বামহাত নবকেরির আঘাতে ভেঙে গেছে। ডানহাত দিয়ে প্রথমে রাজাকে অভিবাদন জানাল সে, তারপর জানাল নদওয়েঙ্গোকে।

নদওয়েঙ্গোর চোখে কোমল দৃষ্টি, মধ্যবয়স্ক লোকটা তার অধীনেই কাজ করে।

'কী বলার আছে তোমার?' জানতে চাইলেন রাজা। ঠাণ্ডা হিম হয়ে আছে গলার স্বর। 'তোমার কারণে আমাকে দশটা রাজকীয় পশু দণ্ড দিতে হলো!'

'আমার কিছুই বলার নেই, রাজা,' শান্ত স্বরে জবাব দিল কাপ্তান। 'একটা কথাই বলতে চাই শুধু, তা হলো—আমার লোকেরা কাপুরুষ।'

'তা তো অবশ্যই। ...ভাল কথা, যারা গুরুতর আহত, তাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। তারপর কী করতে হবে, জানোই তো তোমরা। ...আর তোমার জন্য, কাপ্তান,

BanglaBook.org

কুকুরের মৃত্যু অপেক্ষা করছে। তুমি আমার সৈনিকদের কাপুরুষ বানিয়েছ। আগামীকাল মৃত্যুবৃক্ষের ডালে ঝোলানো হবে তোমাকে। আর তোমার রেজিমেণ্টকে আমি বন্ধু-দেশে নির্বাসনে পাঠালাম। ওখানে তিন বছর হাতি শিকার করবে ওরা, যেহেতু এখনও মানুষের সাথে যুদ্ধ করার উপযুক্ত হতে পারেনি।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য,' বলল কাপ্তান। 'লজ্জায় ভোগার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। শুধু একটা কথা, রাজা, অতীতে যেহেতু আপনার অনেক সেবা করেছি আমি, শাস্তিটা দয়া করে এখানেই দিন, বর্শা গেঁথে।'

'বেশ, তবে তা-ই হোক।'

'আমি ওর প্রাণভিক্ষা চাই, বাবা,' নদওয়েঙ্গো বলল। 'ও আমার বন্ধু।'

'কোন রাজপুত্র কখনও একজন কাপুরুষকে বন্ধু হিসেবে বেছে নিতে পারে না,' বললেন রাজা। 'ওকে খুন করা হোক, আমি হুকুম দিচ্ছি।'

এসময় সামনে এসে দাঁড়ালেন ওয়েন। 'রাজা, ঈশ্বরের নামে সবিনয়ে অনুরোধ করছি, এই লোককে ক্ষমা করে দিন। অন্যদেরও। কেউ তো কোন অন্যায় করেনি, তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী সৈনিকদের তাড়া খেয়ে পিছু হটে এসেছে।'

'বার্তাবাহক,' জবাবে বললেন রাজা, 'আপনার বেলায় আমি সহনশীলতার পরিচয় দিচ্ছি, কারণ আপনি এসব বিষয়ে অজ্ঞ। শুনুন, আমাদের রীতি অনুসারে, পিছু হটার অপরাধ সবচেয়ে বড় অপরাধ। কাজেই পরাজিত পক্ষকে কোনভাবেই ক্ষমা করতে পারি না আমরা।'

'কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনারও একদিন পরাজয় ঘটবে, মৃত্যুর কাছে। আজ, নয় কাল। এদের ক্ষমা না করলে সূর্য অস্ত যাবার আগেই বিরাট অমঙ্গল নেমে আসবে আপনার ওপর।'

BanglaBook.org

'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, বার্তাবাহক? বেশ, দেখতে চাই আমি, কী অমঙ্গল নেমে আসে। ...অ্যাই, ওকে খতম করো!'

বর্শার ফলায় এফোঁড়-ওফোঁড় করা হলো আহত কাপ্তানকে। মৃত্যুর আগে ধন্যবাদ জানাল সে ওয়েন আর রাজপুত্র নদওয়েঙ্গোকে। প্রার্থনা করল—ওদের ভাগ্য যেন সুপ্রসন্ন হয়।

ছয়

বিষ

হুকুম পালিত হবার পর সব রাগ মুছে গেল রাজার চোখ থেকে, ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠল চেহারায়। একটা নির্দেশ উচ্চারিত হলো, সঙ্গে-সঙ্গে নিখুঁত শৃঙ্খলা বজায় রেখে রেজিমেন্টগুলো নিজ-নিজ ঝাঁকের আকৃতি বদল করল। মুখ করে দাঁড়াল রাজার দিকে, যাতে ফলের রস পান করার পর-পরই রাজকীয় অভিবাদন জানাতে পারে তাঁকে।

সামনে এগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল এক ঘোষক: 'কান পেতে শোনো, হে, অগ্নিসন্তানেরা! শোনো, উথসুকার সন্তান! রাজার কাছে তোমাদের কারও কি কিছু চাওয়ার আছে?'

এক-এক করে সামনে বাড়তে লাগল সৈনিকরা, অভিবাদন জানানোর পর নিজেদের চাহিদার কথা জানাচ্ছে ওরা। রাজা শুনছেন; হয় মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, নয়তো চোখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছেন

BanglaBook.org

অন্যদিকে। এভাবে তিনি অনুমোদন করছেন, কিংবা প্রত্যাখ্যান।

এই পর্ব শেষ হবার পর সামনে এসে দাঁড়াল হাফেলা। উঁচু করল হাতের বর্শা, তারপর চিৎকার করে বলল, 'আমার একটা প্রার্থনা, রাজা!'

'কী সেটা?' জানতে চাইলেন বাবা। চোখে কৌতূহল নিয়ে ছেলেকে দেখছেন।

'সামান্য একটা ব্যাপার,' জবাব দিল রাজপুত্র। 'কিছুদিন আগে আমি আমার প্রথম স্ত্রী এবং রানি হিসেবে এক মেয়েকে বাছাই করেছিলাম। তার নাম নোমা। সে তখন জাদুকর হোকোসার অধীনে ছিল। আমি পছন্দ করার পর তার থাকার ব্যবস্থা হয় রাজবাড়িতে, যেখানে রাজবংশের অন্য নারীরা বসবাস করেন মর্যাদার সঙ্গে। সবই আপনি জানেন। আগামীকাল এই উৎসব শেষ হলে রীতি অনুসারে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা। ...রাজা, ওই নারী সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত বদলে গেছে। আমি আর এখন স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাইছি না ওকে। আমার প্রার্থনা, আপনি এখন হুকুম দেবেন, ওকে যেন আবার হোকোসা, অর্থাৎ ওর অভিভাবকের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়।'

'তোমার মুখ থেকে দু'রকম কথা বেরোচ্ছে,' বললেন উমসুকা। 'প্রেম আর যুদ্ধে এরকম মনোভাব আমি পছন্দ করি না। ওর এই দাবি সম্পর্কে আপনি কী বলেন, হোকোসা?'

হোকোসা নিজ দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল, রাজার প্রশ্ন শুনে সামনে চলে এল। বাকি সব জাদুকরের মতই সাধারণ পোশাক তার পরনে। তবে সাধারণ হলেও চোখে পড়ার মত। সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি চকচকে একটা হাত-কাটা জোব্বা তার পরনে। হাঁটু ছোঁয়া স্কার্টও ওই একই জিনিস দিয়ে বানানো, শুধু রং আর নকশাটা আলাদা। কপাল, বাহু আর হাঁটুতে জড়ানো সাপের ছাল। কোমরের কাছে ঝুলছে ওষুধের থলি। হাতে কোন বর্শা

BanglaBook.org

নেই, তার বদলে রয়েছে আইভরির ছড়ি। সেটার মাথা কালকেউটের ফণা তোলার ভঙ্গিতে বাঁকানো।

'রাজা,' বলল সে। 'রাজপুত্র কী বললেন, শুনলাম। আমি মনে করি না, এই কথা আমাকে বা নোমাকে অপমান করার জন্য বলা হয়েছে। অনুরোধ করছি, তাঁর প্রার্থনা আপনি মঞ্জুর করুন। আমার মতামত জানতে না চেয়েই রাজপুত্র ওই মেয়েকে নিজের রানি বানাতে চেয়েছিলেন। সেই অধিকার তাঁর আছে। আবার আমার মতামত না শুনেই মেয়েটাকে ত্যাগ করতে চাইছেন। এটাও তাঁর অধিকার। রাজপুত্র যদি সাধারণ মানুষ হতেন, রীতি অনুসারে কিছু গবাদি পশু জরিমানা দিতে হত তাঁকে। নোমার অভিভাবক হিসেবে আমার ওপর চাপত সেগুলোর দেখাশোনার ভার। তবে এটা এমন একটা ব্যাপার, যা আমি আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম।'

'ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে ভাল করেছেন, হোকোসা,' বললেন উমসুকা। 'রাজপুত্র, সাধারণ মানুষ যে জরিমানা দিয়ে রেহাই পায়, তুমিও সেরকম কিছু দিয়ে রেহাই পাবার আশা করতে পারো না। গুনে-গুনে দু'শ' গবাদি পশুর মাথা দিতে হবে ওই মেয়েকে। তবে ওই মেয়ে যদি রাজি না হয়, তাকে তুমি পরিত্যাগ করতে পারবে না। ...অ্যাই, নোমাকে আমার সামনে হাজির করা হোক।'

এবার হাফেলার চোখ-মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ওয়েন দেখতে পেলেন, হোকোসার চেহারাতেও হঠাৎ একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে।

বোঝাই যাচ্ছে, নোমা সম্পর্কে নিশ্চিত নয় রাজপুত্র।

খানিক পর ভিড়ের মধ্যে একটা আলোড়ন উঠল, রাজবাড়ির গেট পার হয়ে হাজির হলো নোমা। সঙ্গে কয়েকজন পরিচারিকা।

সোজা হেঁটে রাজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। দীর্ঘাঙ্গিনী,

BanglaBook.org

দেখতে ভারি সুন্দর। মেয়েটার তামাটে স্তন আর আইভরির অলঙ্কার থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ। অঢেল কালো চুল ঘাড়ের কাছে খোঁপা করা। একহারা গড়ন, চঞ্চলা হরিণীর মত নড়াচড়া। চোখ দুটোয় আশ্চর্য মায়া, আর গর্ব। রাজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল সে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেও ছটফটে একটা ভাব, চারদিকে তাকাচ্ছে।

ওয়েন বুঝতে পারলেন, শুধু রূপ আর যৌবন অস্ত্র নয় মেয়েটার, ভেতরের আগুন আর জীবনীশক্তিও তীব্র মায়াজাল সৃষ্টি করতে পারে। অহঙ্কার ভরা একটা অবয়ব, যা ক্ষেত্রবিশেষে হয়ে উঠতে পারে নিষ্ঠুরও।

'আমায় ডেকেছেন, রাজা?' শান্ত, ধীর গলায় বলল নোমা।

'শোনো, মেয়ে, কিছুদিন আগে আমার পুত্র রাজকুমার হাফেলা ঘোষণা করেছিল, তুমিই হবে তার স্ত্রী এবং পরবর্তী রানি। তাই বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত রাজবাড়িতে তোমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিয়েটা হবার কথা আগামীকাল।'

সরু ভ্রূ জোড়া উঁচু করল নোমা। 'তো, এখন কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে, শোনো। যে রাজপুত্র তোমাকে সম্মান জানিয়ে খুশি হয়েছিল, এখন সে তোমাকে অসম্মান করে খুশি হচ্ছে। এখানে, পারিষদ এবং সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে, আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে তোমাকে পরিত্যাগ করার। তার আবেদন আমি যেন মঞ্জুর করি, আর তোমাকে তোমার অভিভাবকের কাছে ফেরত পাঠাই—জাদুকরপ্রধান হোকোসার কাছে।'

হতচকিত দেখাল নোমাকে, চেহারা কঠিন হয়ে উঠেছে।

'তাই নাকি?' বলল সে। 'মনে হচ্ছে, প্রভু রাজপুত্রের চোখে এখন আর আমি প্রিয় নই, কিংবা হয়তো আরও সুন্দর কোন নারী তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছে।'

'এসব বিষয়ে কিছুই আমার জানা নেই,' বললেন রাজা।

BanglaBook.org

'তবে তুমি যদি সুবিচার চাও, সেটা পাবে। শুধু মুখ ফুটে বললেই হবে।'

রাজার এই কথায় হাফেলা আর হোকোসার চেহারাতে ভাবান্তর দেখা গেল। দু'জনের দিকেই পালা করে তাকাচ্ছে নোমা। বেশ কিছুটা সময় চুপ করে থাকল সে নিচের দিকে তাকিয়ে। স্তন ওঠা-নামা করছে, সাদা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে ঠোঁট। একদিকে ক্ষমতার মোহ। আরেক দিকে প্রেমের আকর্ষণ।

অদ্ভুত এক তীব্র দৃষ্টিতে নোমার দিকে তাকিয়ে আছে জাদুকর-শিরোমণি, তবে তার চোখ দুটো একদম শান্ত। চেপে রাখা উত্তেজনায় একটু-একটু শরীর কাঁপছে তার, ঠিক যেভাবে ছোবল মারার সময় কাঁপতে দেখা যায় সাপকে। সে আসলে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে, তবে শব্দের সাহায্যে নয়, গোপন কোন ভাষায়, যেটা শুধু তারা দু'জন বোঝে।

নোমা একটু চমকাল। অচেনা মানুষের ভিড়ে চেনা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে যেমন কেউ চমকায়। চোখ দুটো তুলল সে মাটি থেকে, দেখে মনে হলো, এতক্ষণ ধ্যানমগ্ন ছিল। মুখ তুলে তাকাল হোকোসার দিকে।

সঙ্গে-সঙ্গে পাল্টে গেল ওর চেহারা। অহঙ্কার মুছে গিয়ে জায়গা নিল উদ্বেগ। ফাঁক হয়ে যাওয়া ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। হোকোসার উদ্দেশে মাথা নোয়াল সে। তারপর, এতটুকু ইতস্তত না করে হেঁটে জাদুকরের দিকে এগোল। হাত ধরল কাছে গিয়ে। এখন আবার নিজের গর্বিত চরিত্র ফিরে পেয়েছে মেয়েটা। সুন্দরী হওয়ার অহঙ্কারে মাটিতে পড়ছে না যেন পা।

রাজার দিকে ফিরে বলল নোমা বিনয়ের সঙ্গে, 'আমি আমার বাছাই চূড়ান্ত করেছি, রাজা। যিনি আমাকে অপছন্দ করেন, জোর করে তাঁর কাছে থাকতে চাই না আমি। রাজপ্রাসাদ বা ক্ষমতার

BanglaBook.org

ভাগও চাই না। তবে এ কথা সত্যি যে, ওঁদের দু'জনকেই ভালবাসি আমি। কিন্তু অভিভাবক হোকোসার কাছেই ফিরে যাব, ফিরে যাব তাঁর স্ত্রী জিনতির কাছে। ওঁকে আমি নিজের মায়ের মতই জানি। আশা করি, ওঁদের সঙ্গে সুখে থাকব আমি।'

'ভালই হলো,' বললেন রাজা। 'তোমার নির্বাচন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। ...হাফেলা, হোকোসার হাত ধরো, মেয়েটাকে তাঁর হাতে তুলে দাও। একই সঙ্গে তোমার প্রতিশ্রুতি পৌঁছে দাও লোকজনের কানে। শীতের প্রথম মাসে ওই মেয়েকে তুমি দু'শ' গবাদি পশুর মাথা দেবে জরিমানা হিসেবে। ওর হয়ে সেগুলোর দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করবেন রাজ্যের প্রধান জাদুকর।'

থমথমে গলায় রাজার নির্দেশ পালন করল হাফেলা। দুই ষড়যন্ত্রকারীর হাত যখন বিচ্ছিন্ন হলো, ওয়েন লক্ষ করলেন, রাজপুত্রের মুঠোয় খুদে একটা প্যাকেট পৌঁছে গেছে।

'পেয়ালাটা দাও আমাকে, তাড়াতাড়ি!' বললেন রাজা। 'স্বর্গের একদম নিচে নেমে যাচ্ছে সূর্য। ওটা ডোবার আগে কিছু কথা বলার আছে আমার।'

পালিশ করা ঝকঝকে একটা লাউয়ের খোলে স্থানীয় বিয়ার ভরে নদওয়েঙ্গোর হাতে তুলে দেয়া হলো। তারপর এক-এক করে প্রভাবশালী পারিষদবৃন্দ এগিয়ে আসতে লাগলেন। যথোপযুক্ত শব্দ সহযোগে প্রতীকী উপহার ফেললেন তাতে। উৎপাদনের ক্ষমতা আর পরিমাণ বহুগুণ বাড়ার প্রার্থনা জানাচ্ছেন। প্রথমে ফেলা হলো শস্যদানা, তারপর ঘাস। তৃতীয়বার ষাঁড়ের চাঁছা শিং, চতুর্থবার এক ফোঁটা পানি। পঞ্চমবার নারীর চুল। এভাবে আরও অনেক কিছু। পাত্রের ওই পানীয়কে আদর্শ সুধায় পরিণত করতে প্রতিটি উপাদান একান্তভাবে দরকার।

এবার হোকোসার পালা। প্রাচীন রীতি অনুসারে পাত্রটাকে

BanglaBook.org

আশীর্বাদ করল সে: যাঁর শরীর স্বর্গ, যাঁর দৃষ্টি বিদ্যুচ্চমক আর কণ্ঠস্বর বজ্র, যাঁকে তারা পুজো করে, সেই আত্মার যেন মর্জি হয় আগামী বছরে পাত্রে থাকা ফল-ফসলসহ বাকি সব উপাদান বহুগুণ বেশি উৎপাদন করতে। যে শুভ ইচ্ছা ও ন্যায়নীতি নিজেদের অন্তরে লালন করে তারা, সেসব যেন আরাম ও স্বস্তি দেয় রাজার শরীরকে।

প্রার্থনা শেষ হতে রাজার বড় ছেলে হিসেবে হাফেলার পালা শুরু হলো। মাটিতে নামিয়ে রাখা পাত্রের সামনে হাঁটু গাড়ল সে। তার হাতে যে বর্শাটা ধরিয়ে দেয়া হলো, সেটার ফলা এইমাত্র আগুন থেকে তুলে আনায় টকটকে লাল হয়ে আছে। বর্শাটা শক্ত করে ধরে দিগন্তের চার কোণ পালা করে বিদ্ধ করল সে। তারপর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে-পড়তে পাত্রের ভেতরে ফলাটা ঢুকিয়ে ভেতরের উপাদানগুলো ঘুঁটতে লাগল, যতক্ষণ না লোহার ফলা কালো হয়ে গেল। এবার হাতের বর্শা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। দু'হাতে ধরে তুলল পাত্রটা, বয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়িয়ে ধরল বাবার উদ্দেশে।

যদিও ওয়েন নিজ চোখে দেখতে পাননি, তবে হাফেলার দিকে একবার তাকাতেই বুঝতে পারলেন তিনি, ওই পাত্রে বিষ মেশানো হয়েছে। হাফেলা তার চেহারা স্বাভাবিক রাখতে পারলেও হাত দুটোর কম্পন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ঠেকাতে পারছে না ভ্রূ আর বুকে বেরিয়ে আসা ঘাম।

আসন ছেড়ে সিধে হলেন রাজা। পাত্রটা নিয়ে উঁচু করে ধরলেন। বললেন: 'এই পাত্রের রস জাতির মঙ্গল কামনায় পান করছি আমি।'

রাজার মুখ থেকে শেষ শব্দটা বেরোতে যা দেরি, তিরিশ হাজার সৈনিকের প্রত্যেকে হাতের নবকেরি বাজাতে শুরু করল ষাঁড়ের ভুঁড়ি দিয়ে তৈরি ঢালের গায়ে বাড়ি মেরে। আওয়াজটা

BanglaBook.org

প্রথমে কানে বাজল সাগরের ফিসফাস হয়ে, কিন্তু ধীরে-ধীরে বাড়তে-বাড়তে বজ্রের সমতুল্য হয়ে উঠল। বুকে ভয় ধরিয়ে দেয় সে গর্জন।

ভয়াবহ সেই গর্জন যখন তুঙ্গে, আচমকা বাতাসে নিক্ষেপ করা হলো চারটে বর্শা। আর এই সঙ্কেত পেয়ে প্রতিটি সৈনিক একযোগে ঢালে বাড়ি মারা বন্ধ করে দিল। নীরবতা নেমে এসেছে রাজপ্রাসাদে, কিন্তু চারপাশের পাহাড়ে তখনও প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসছে বজ্রের হুঙ্কার। শেষ প্রতিধ্বনিটাও যখন থেমে গেল, হাতের পাত্রটা ঠোঁটের কাছে তুললেন রাজা।

সাবধান করে দেয়ার জন্য চিৎকার করতে যাচ্ছিলেন ওয়েন, শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে। তাঁর হাত উঁচু হয়ে গিয়েছিল, খুলে গিয়েছিল মুখও, চোখে পড়ল তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে হোকোসা–চোখাচোখি হতেই সব মনে পড়ে গেল তাঁর। এখন কিছু করতে যাওয়াটা স্রেফ পাগলামি হবে, সময় এখনও আসেনি।

রাজার ঠোঁট পাত্রের কিনারা স্পর্শ করামাত্রই অসংখ্য কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল একটা শব্দ: 'রাজা!'

সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিটি পা এমনভাবে ঠোকা হলো জমিনে, নিরেট মাটি কেঁপে উঠল থরথর করে। লাউ খোলের কিনারায় ঠোঁট ঠেকিয়ে তিনবার চুমুক দিলেন রাজা, তিনবারই অভিবাদন জানানো হলো তাঁকে, প্রতিবার আগের চেয়ে জোরাল শব্দে। তারপর অবশিষ্ট পানীয় মাটিতে ঢেলে দিয়ে পেয়ালাটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন উমসুকা। তারপর উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে শুরু করলেন।

কিন্তু বক্তৃতার শুরুতেই বিভ্রান্ত দেখাল তাঁকে। ইতস্তত করছেন। একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন দুইবার। তারপর থেমে গেলেন।

BanglaBook.org

এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে সবাই। কিছু ফিসফাস, গুঞ্জন। হঠাৎ করে ফুলে উঠল রাজার গলার শিরাগুলো। ঠোঁট বিস্ফারিত হয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত মেশানো ফেনা। তারপর সটান মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি।

সাত

রোগমুক্তি

ক্ষণকালের জন্য অটুট রইল নীরবতা, তারপরই চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল হাহাকারধ্বনি: 'রাজা মারা গেছেন! পিতা মারা গেছেন আমাদের!'

খানিক পরে হাহাকারের সঙ্গে মিশল উন্মত্ত চিৎকার: 'হত্যা করা হয়েছে রাজাকে! বাণ মারা হয়েছে! ওই সাদা চামড়ার অচেনা লোকটা রাজাকে বাণ মেরেছে! প্রথমে ভয় দেখিয়ে বলেছে, রাজার ওপর বিপদ নেমে আসবে, তারপর এই বাণ।'

ইতোমধ্যে উমসুকাকে ঘিরে একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে, তাঁকে পরীক্ষা করছে হোকোসা। সিধে হয়ে বলল, 'রাজা এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু তাঁর জীবন এখন নিভু-নিভু শিখার মত। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবেন। কোনই সন্দেহ নেই যে, দুটোর মধ্যে একটা ঘটেছে। গরমে চেতনা হারিয়েছেন তিনি। আর নয়তো পাজি কোন জাদুকর তাঁকে বাণ মেরেছে।' হাত তুলে ওয়েনকে দেখাল জাদুকর। 'এক ঘণ্টাও হয়নি, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সূর্য অস্ত

BanglaBook.org

যাবার আগেই মারাত্মক অমঙ্গল নেমে আসবে রাজার ওপর। সূর্য এখনও ডোবেনি, আর জাদুকরের কথাই সত্যি হয়েছে।'

'শয়তান জাদুকর!' চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। 'ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকো!'

মুঠোয় ধরা ক্রুশটা তলোয়ারের মত বাগিয়ে ধরলেন ওয়েন। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল লোকগুলো।

'খবরদার!' সতর্ক করলেন ওয়েন। 'একটা বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত থাকুন আপনারা, আমি যদি মারা যাই, তা হলে রাজাও মারা যাবেন। কাজেই আমাকে হত্যা করলে পস্তাবেন!'

'আর হত্যা না করলে? বেঁচে উঠবেন রাজা?' অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ আর কর্কশ স্বর থেকে ব্যঙ্গ ঝরল হোকোসার। 'দেখান দেখি! দেখি, কতটুকু আপনার ক্ষমতা!'

'আমি চেষ্টা করব,' শান্ত গলায় জবাব দিলেন ওয়েন। 'যদি না পারি, প্রায়শ্চিত্ত করব নিজের জীবন দিয়ে। তবে একটা কথা। আমি যখন রাজার চিকিৎসা করব, তখন কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।'

চিন্তা আর সংশয় নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল হোকোসা, কোন মন্তব্য করল না।

'লাউয়ের খোলে করে পরিষ্কার কিছুটা পানি নিয়ে আসুন,' বললেন ওয়েন।

পানি এনে দেয়া হলো তাঁকে।

চারদিকে তাকালেন ওয়েন, তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের চেহারা দেখছেন। দৃষ্টি গিয়ে পড়ল নদওয়েঙ্গোর ওপর, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন তাকে। 'এদিকে আসুন, রাজপুত্র। আপনি সৎ। আপনার সাহায্যই লাগবে আমার, অন্য কারও নয়।'

সামনে এগোল নদওয়েঙ্গো। পানিভর্তি খোলটা তার হাতে

BanglaBook.org

ধরিয়ে দিলেন ওয়েন। তারপর লতানো পরগাছার রস ভরা শিশিটা বের করে আনলেন।

ছিপি খোলা হলো। নদওয়েঙ্গোকে দিয়ে শিশিতে খানিকটা পানি ভরালেন ওয়েন। কাজ শেষে এক করলেন নিজের হাত দুটো, তারপর স্বর্গের দিকে চোখ তুলে আমাসুকা ভাষায় প্রার্থনা শুরু করলেন গলা চড়িয়ে।

প্রার্থনা শেষ করে শিশিটা বারকয়েক ঝাঁকালেন ওয়েন, তারপর নদওয়েঙ্গোকে নির্দেশ দিলেন, মাটিতে বসে বাবার মাথাটা নিজের হাঁটুর ওপর তুলে ধরে রাখতে।

মৃত্যুর একদম কাছে পৌঁছে গেছেন রাজা। ঠোঁট বেগুনি হয়ে গেছে তাঁর, নিঃশ্বাস প্রায় পড়ছেই না। হৃৎপিণ্ড স্থির।

'ওঁর মুখ খুলুন,' রাজপুত্রকে নির্দেশ দিলেন ওয়েন। আজ্ঞা পালন করতে শিশির মাথাটা রাজার খোলা মুখের ভেতর পুরে দিলেন তিনি, গলায় ঢেলে দিলেন সবটুকু রস।

সঙ্গে-সঙ্গে খিঁচুনি শুরু হলো রাজার।

'রাজা মারা যাচ্ছেন!' চেঁচিয়ে বলল কেউ একজন। 'ভুয়া পয়গম্বরের কাছ থেকে দূরে থাকো সবাই!'

'আধঘণ্টা অপেক্ষা করুন,' আশ্বস্ত করলেন ওয়েন। 'যদি দেখা যায়, তাঁর কোন উন্নতি হচ্ছে না, আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারেন আপনারা।'

ধীরগতিতে পেরিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তগুলো। লাশের মত সটান পড়ে আছেন রাজা। বাতাস ভরে উঠেছে তিরিশ হাজার সৈনিকের ফিসফাসে।

সূর্য এখন দ্রুত ডুবে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে হোকোসা, সেকেণ্ড গুনছে মনে-মনে।

এক পর্যায়ে মুখ খুলল সে, 'আপনার আধঘণ্টা শেষ, সাদা মানুষ! রাজা মারা গেছেন! এবার আপনার মরণের পালা!' কথা

BanglaBook.org

শেষ করে ওয়েনকে ধরার জন্য একটা হাত লম্বা করল হোকোসা।

নিজের হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে জবাব দিলেন ওয়েন, 'দাঁড়ান! এখনও এক মিনিট বাকি আছে। ...আপনি তো ওষুধ সম্পর্কে অভিজ্ঞ; আপনার তো জানা থাকার কথা, প্রতিষেধক বিষের মত অত দ্রুত কাজ করে না।'

সেকেণ্ডের কাঁটা দশ থেকে বিশের ঘরে পৌঁছল, বিশ থেকে তিরিশ। তিরিশ থেকে চল্লিশের ঘরে যেতে ওয়েন ভাবলেন: তবে কি তাঁর স্বপ্নটা স্রেফ স্বপ্নই ছিল? সত্যি নয়?

আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরই খেলাটা শেষ হয়ে যাবে।

'সময় শেষ!' ঘোষণা করল হোকোসা।

তার কথা শেষ হয়নি, কপালের ত্বক কেঁপে উঠতে দেখা গেল রাজার, গলার শিরাগুলো ফুলে উঠল। একটা হাত নাড়লেন উমসুকা, গোঙালেন একটু, তারপর কথা বলে উঠলেন।

'কী হয়েছিল আমার?'

কারও মুখে কথা নেই, আতঙ্কিত আর স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই বার্তাবাহকের দিকে।

ওয়েন বললেন, 'যা বলেছিলাম আপনাকে...আমার কথা না শুনলে অমঙ্গল নেমে আসবে। এতক্ষণে মারা যেতেন আপনি, যদি না ঈশ্বরের দয়া হত। সেজন্য ধন্যবাদ দিন তাঁকে।' ক্রুশবিদ্ধ মূর্তিটা রাজার সামনে ধরলেন তিনি।

কৃতজ্ঞ শাসক মাথা তুললেন, যিনি বহুকাল কারও সামনে মাথা নত করেননি। পবিত্র ওই প্রতীককে অভিবাদন জানালেন তিনি। অস্ফুট স্বরে বললেন, 'ক্...কী...কীভাবে?'

'সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো, আপনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন?'

'কেন?'

'ওই রস খেয়ে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু...'

'পবিত্র রস, এই তো? কিন্তু ভাবুন তো একবার, রসটা ঘুঁটে দিয়েছিল কে?'

টলতে-টলতে সিধে হলেন রাজা। কথার বলার সময় প্রচণ্ড রাগ প্রকাশ পেল তাঁর গলায়।

'বুঝতে পারছি! ষড়যন্ত্র! কিন্তু আমারই রক্ত বেইমানি করল আমার সাথে! ...অ্যাই, ধরো ওকে!'

কিন্তু কোথায় হাফেলা? কোন্ ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে!

'পালিয়েছেন তিনি,' নিশ্চিত করল একজন। 'আমি তাঁকে চলে যেতে দেখেছি।'

'পিছু নাও ওর!' বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠলেন রাজা। 'ধরে নিয়ে এসো! জ্যান্ত কিংবা মৃত! যে ওকে ধরতে পারবে, তাকে গুনে-গুনে একশ' গবাদি পশু দেয়া হবে।'

'থামুন, রাজা!' বাধা দিলেন ওয়েন। 'আবার একই ভুল করছেন আপনি! বার-বার কিন্তু কৃপা পাবেন না ঈশ্বরের! ...ওঁকে ছেড়ে দিন...ক্ষমা করে দিন ওঁকে।'

'যাতে সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে?'

'না। যাতে তিনি ভুল থেকে শিখতে পারেন।'

গম্ভীর হলেন রাজা। 'আপনার প্রতি আমার অনেক ঋণ। শুধুমাত্র সে কারণেই সায় দিচ্ছি। যদিও এত নরম হতে বাধছে আমার। শোনো সবাই!' প্রজাদের দিকে ঘুরে বললেন উমসুকা। 'হাফেলা, আমার প্রথম সন্তানকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলাম। ওর বদলে নদওয়েঙ্গোকে পরবর্তী রাজা হিসেবে ঘোষণা করছি। আমি মারা যাবার পর সে-ই অগ্নিসন্তানদের শাসন করবে।'

'এটাই উত্তম বিচার,' রায়ে সন্তুষ্ট পারিষদবৃন্দ।

'সাদা মানুষটাকে নিয়ে যাও তোমরা। রাজকীয় অতিথিশালায় থাকার ব্যবস্থা করা হোক তাঁর। তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাতে

BanglaBook.org

ভুল না হয় যেন। খাতির-যত্নে যেন ত্রুটি না হয়। আমার খামার থেকে ষাঁড় আর গোলাঘর থেকে শস্যদানা দিয়ে দাও এঁকে। অভিজাত পরিবার থেকে বেছে নেয়ার সুযোগ দাও এক বা একাধিক সুন্দরী কুমারী মেয়ে। ...হোকোসা, এই সাদা মানুষকে আমি আপনার হাতে তুলে দিলাম। যদি তাঁর মাথার একটা চুলেরও সামান্য একটু ক্ষতি হয়, আপনাকে দায়ী করব আমি। তখন নিজের সম্পদ আর জীবন দিয়ে জবাবদিহি করতে হবে আপনার আর আপনার পরিবারের সবাইকে।'

ঘোষককে নির্দেশ দিলেন রাজা, 'ঘোষণা করে দাও, উৎসব এখানেই শেষ। প্রতিটা রেজিমেণ্ট ফিরে যাক যার-যার ঠিকানায়। যতটা প্রাপ্য, তার দ্বিগুণ গবাদি পশু উপহার দিলাম তাদের আমি।'

ওয়েনের দিকে ফিরলেন। 'আপাতত, বার্তাবাহক, বিদায়। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কাল আবার কথা বলব আপনার সাথে।'

চলে গেলেন রাজা। দর্শক আর সৈনিকরা চত্বর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে, ওদের কণ্ঠে রণসঙ্গীত।

অন্ধকার নেমে এল রাজপ্রাসাদের চারদিকে। কিছু লোককে দেখা গেল লাশ সরাতে ব্যস্ত।

'বার্তাবাহক,' বলল হোকোসা, ওয়েনের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নত করল। 'দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন আপনি।'

ওয়েনকে নিয়ে চারপাশ ঘেরা একটা বাড়িতে ঢুকল জাদুকর। ভেতরে পাঁচ কি ছ'টা বড়সড় কুঁড়ে, সবগুলোই দেখতে খুব সুন্দর। প্রাসাদের উত্তরদিকের শেষ মাথায় বাড়িটা। রাজবাড়ি থেকে খুব একটা দূরে নয়।

মাঝখানের কুঁড়েটার সামনে আগুন জ্বলছে। আগুনের আভায় ক'জন মহিলাকে দেখা গেল। কুঁড়েগুলো পরিষ্কার করার পর

BanglaBook.org

বেরিয়ে এসে ব্যস্ততার সঙ্গে খাবার আর পানি পরিবেশন করতে লাগল।

'বিশ্রাম নিন, বার্তাবাহক,' বলল হোকোসা। 'রাজার ব্যক্তিগত রেজিমেন্টের একজন প্রহরী রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা আপনার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'দরকার নেই,' বললেন ওয়েন। 'সময়ের আগে বিপদের আশঙ্কা করছি না আমি।'

'ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি?' তীক্ষ্ণ সুরে প্রশ্ন করল হোকোসা।

'আমি সব জানি,' রহস্যময় গলায় বললেন ওয়েন। 'সব। "উঁহুঁ, ভুলেও ওকাজ করবেন না! নামিয়ে রাখুন বর্শাটা!" আপনার কথাই ফিরিয়ে দিলাম আপনাকে! আমাকে খুন করলে পরে পস্তাবেন!'

'সাদা মানুষ!' ফিসফিস করল হোকোসা, হাতের বর্শা ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'এসব কী করে সম্ভব? রাজপুত্রের সঙ্গে কুঁড়েতে একা ছিলাম আমি। একা ছিলাম মৃত্যুবৃক্ষের তলায়। আর আপনি ছিলেন নদীর ওপারে। ...নিশ্চয়ই কেউ গোয়েন্দাগিরি করেছে আমার ওপরে...'

'আত্মাই আমার একমাত্র গোয়েন্দা, হোকোসা। আমার আত্মা আপনার ওপর নজর রাখছিল, আপনার মুখ থেকেই জেনেছে ওই বিষ আর তার প্রতিষেধকের তথ্য।'

হঠাৎ কী হলো, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল যেন হোকোসার। বেড়ার গায়ে হেলান দিল সে।

'জাদু একটা শিল্প, আর এই শিল্পে আমি অনন্য,' বলল সে। 'কিন্তু, বার্তাবাহক, আপনার জাদু আমার চেয়েও বেশি কিছু। ...কাল সকালে রাজাকে নিশ্চয়ই সব কথা বলে দেবেন, আর তিনি আমাকে ওই ভয়ঙ্কর গাছে ঝোলাবেন...দারুণ ষড়যন্ত্র

BanglaBook.org

করেছেন!'

'ষড়যন্ত্র করেছেন আপনি, আমি নই, হোকোসা। সমস্ত কুবুদ্ধি আপনার মাথা থেকেই বেরিয়েছে। আপনি চেয়েছিলেন, রাজা বিষ খাওয়ার আগে রাজপ্রাসাদে পৌঁছই আমি, যাতে করে তাঁকে বাণ মারার অভিযোগ আনা যায় আমার বিরুদ্ধে। ভেবেছিলেন, আমি ব্যর্থ হওয়ামাত্র জবাই করা হবে আমাকে।'

শুনে পুরোপুরি ভেঙে পড়ল হোকোসা। সাদা চামড়ার এই লোক সব কথাই জানেন। কিছুই অস্বীকার করার উপায় নেই এঁর কাছে।

'আপনার সব কথাই সত্যি!' হার মানল সে।

'স্বীকার যখন করলেন,' বললেন ওয়েন। 'আপনাকে ক্ষমা করলাম আমি। আপনি যদি মন্দ কাজের চর্চা একেবারে ছেড়ে দেন, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার অতীত অপরাধের একটা কথাও আমার মুখ থেকে বেরোবে না।'

'রাজা ছাড়া আর কারও হাত থেকে আশীর্বাদ বা অন্য কিছু গ্রহণ করা স্বভাব নয় আমার,' নরম সুরে বলল জাদুকর। 'বলুন, সাদা মানুষ, এর বিনিময়ে কী চান আমার কাছে?'

'কিছুই না। কারও কাছ থেকে কিছু পাবার আশা নিয়ে এখানে আসিনি আমি। তবে আপনার ভালর জন্যই কিছু পরামর্শ দিতে চাই আপনাকে।'

'কী?' জানতে চাইল জাদুকর, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওয়েনের দিকে।

'মেয়েটাকে চলে যেতে দিন, সেটা আপনার জন্য ভাল হবে।'

'তা আমি পারব না,' জবাব দিল জাদুকর। 'ওকে ভালবাসি আমি। কাজেই হারাতে পারব না। ...বার্তাবাহক, অন্যদের মত নই আমি। আমি মেয়েদের পেছনে ছুটি না। আমার একটাই স্ত্রী, বৃদ্ধা এবং সন্তানহীনা। জীবনে এই প্রথম একটা মেয়েকে নিজ

BanglaBook.org

থেকে ভালবেসেছি। ওকে আমি নেব, সে হবে আমার সন্তানের মা।'

'তা হলে, হোকোসা, নিদারুণ যন্ত্রণা নেমে আসবে আপনার জীবনে,' গম্ভীর স্বরে বললেন ওয়েন। 'রাজকীয় বিয়ে আর রানি হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে যাকে আপনি বঞ্চিত করেছেন, সে একসময় ঘৃণা করবে আপনাকে।'

আট

অগ্নিপরীক্ষা

পরদিন সকালে ওয়েন যখন নাস্তা করতে বসেছেন, এক রাজকর্মচারী এসে খবর দিল, তাঁকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজা। সুবিধামত কোন একসময় গেলেই চলবে। ওয়েন উত্তর দিলেন, দুপুরের আগেই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি।

নির্দিষ্ট সময়ে একজন প্রহরী এল পথ দেখিয়ে ওয়েনকে নিয়ে যেতে। তার সঙ্গে রওনা হলেন তিনি। সঙ্গে রইল জন, তার হাতে একটা বাইবেল।

উমসুকা বসে আছেন নলখাগড়া দিয়ে ছাওয়া ছাতের নিচে, সেটার অবলম্বন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে বেশ ক'টা খুঁটি, চারদিক খোলা। রাজার পেছনে চাকরবাকর আর পারিষদরা দাঁড়িয়ে। পাশে নঁদওয়েঙ্গো আর হোকোসা। দিনটা যদিও গরম, তবু চিতাবাঘের ছাল পরে আছেন রাজা। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে,

BanglaBook.org

বিষের প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

ওয়েনকে হেঁটে আসতে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাজা, তাতে বেশ একটু কষ্টই হলো তাঁর। অতিথির হাত ধরে ঝাঁকালেন তিনি, নিজের প্রাণরক্ষার জন্য আরেকবার ধন্যবাদ দিলেন। বার্তাবাহককে অভিহিত করলেন 'ডাক্তারদের ডাক্তার' বলে।

'বার্তাবাহক,' বললেন তিনি। 'আমাকে মারার ষড়যন্ত্রে আর কে-কে জড়িত ছিল? একা হাফেলা এ কাজ করেছে, এ আমি বিশ্বাস করি না।' ক্রোধভরা দৃষ্টিতে রাজ্যের সন্দেহ নিয়ে চারদিকে চোখ বোলাচ্ছেন তিনি।

'থাক না, রাজা,' বললেন ওয়েন। 'আমি আপনাকে বাঁচিয়ে তুলেছি, সেটাই কি যথেষ্ট নয়? আসুন না, অতীতকে ভুলে যাই আমরা। আমি এখানে এসেছি বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে কাজ করতে।'

কী যেন ভাবলেন রাজা। 'তা-ই হোক তবে,' বললেন। 'পচা আবর্জনা ঘাঁটাঘাঁটি না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেখানে দুর্গন্ধ আর বিষাক্ত সাপখোপ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। ...এবার বলুন, আমার কাছে কী কাজ আপনার। এতদূরের পথ পাড়ি দিয়ে কী কারণে আমার কাছে আসা? আপনারা, সাদা মানুষেরা তো সুযোগ পেলে আমাদের, মানে কালো মানুষদের চাকর বানিয়ে রাখেন। চাবুক মেরে কালো পিঠ লাল করে দেন।'

'সেজন্য আমি লজ্জিত। কিছু-কিছু লোকের কারণে বদনাম হচ্ছে গোটা জাতির।'

'এটা অবশ্য আপনি ঠিকই বলেছেন। একটা জাতির সব মানুষ খারাপ হতে পারে না।'

কিছুক্ষণের নীরবতা।

'রাজা,' বললেন ওয়েন। 'কাল আপনি মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে

BanglaBook.org

গিয়েছিলেন। বলুন তো, দুয়ারের ওই চৌকাঠ পেরোলে আজ আপনি কোথায় থাকতেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন উমসুকা। 'আমার পিতার সঙ্গে থাকতাম।'

'কোথায় আছেন তিনি?'

'তা আমার জানা নেই, সাদা মানুষ। হয়তো সবখানেই। রাতগুলো সব ভরাট হয়ে থাকে তাঁদের অস্তিত্বে, তখন আমরা তাঁদের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। যখন তাঁরা খুব রেগে থাকেন, বজ্রভরা মেঘকে তাড়িয়ে বেড়ান। আর যখন খুশি, রোদের মধ্যে হাসি ভরে দেন। সাপের রূপ ধরে আসেন মাঝে মধ্যে, কিংবা বেড়িয়ে যান স্বপ্নের মাধ্যমে। তাঁদের উদ্দেশে বলি দিই আমরা। ...পাহাড়ি এলাকায় একটা ভুতুড়ে জঙ্গল আছে–আত্মারা সেখানে ভিড় করে থাকে। তাঁদের পায়ের আওয়াজ ভারী বৃষ্টিপাতের মত।'

'এবার আমার কথা শুনুন...' ধর্মকথা শোনাতে আরম্ভ করলেন ওয়েন–কীভাবে শান্তি, ক্ষমা আর অনন্ত জীবন পাওয়া যায়, তার ব্যাখ্যা।

'একটা ব্যাপার কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না!' এক পর্যায়ে বলে উঠলেন রাজা। 'ঈশ্বরকে কেন অমন করুণভাবে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যেতে হবে?'

'এর মানে হলো: আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সমতুল্য হতে পারে মানুষ,' জবাব দিলেন ওয়েন। 'আপনি তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখুন, তিনি আপনাকে রক্ষা করবেন।'

'কিন্তু কীভাবে তাঁর ওপর বিশ্বাস আনব আমরা?' ব্যাকুল হলেন রাজা। 'আমাদের তো আগে থেকেই একজন ঈশ্বর রয়েছেন!'

'কোন্ ঈশ্বর?'

'আপনাকে আমি দেখাব, সাদা মানুষ। ...এই, পালকি আনো

BanglaBook.org

আমার!'

পালকি এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে তাতে চড়ে বসলেন রাজা।

প্রাসাদের উত্তর গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল দলটা। একসময় সমতল একটা প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছল তারা, চওড়ায় সেটা কয়েকশ' গজ হবে। খোলা জায়গাটায় অল্পস্বল্প ঝোপ জন্মেছে। ঘন-ঘন ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে মাটি সরে গিয়ে পাথর বেরিয়ে পড়েছে নিচ থেকে।

দূরে ছোট একটা ঝরনা। হালকা সবুজ শেওলা-ঢাকা জমি ওখানটায়। আরও পেছনে আলো-আঁধারিতে ঘেরা রহস্যময় এক উপত্যকা, বিশাল আকৃতির অসংখ্য গাছে ভর্তি। আমাসুকাদের রাজকীয় শ্মশান।

'এটাই ঈশ্বরের বাড়ি,' বললেন রাজা।

'অদ্ভুত বাড়িই বলতে হবে,' মন্তব্য করলেন ওয়েন। 'এই বাড়ির ঠিক কোথায় বাস করেন আপনাদের ঈশ্বর?'

'আসুন আমার সঙ্গে, দেখাচ্ছি। ...তাড়াতাড়ি করুন, আকাশ এরই মধ্যে কালো হয়ে গেছে—ঝড় এল বলে!'

পালকি নিয়ে ছুটল চার বেহারা। মালভূমির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে একটা পাথর। ওখানে পৌঁছে থামল ওরা। পাথরটার দিকে হাত তুলে রাজা বললেন, 'চাক্ষুষ করুন ঈশ্বরকে!'

এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করলেন ওয়েন। বুঝতে পারলেন, আমাসুকাদের এই ঈশ্বর আকাশ থেকে নেমে আসা অস্বাভাবিক আকৃতির একটা উল্কাপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। বসে থাকা একজন মানুষের সঙ্গে অদ্ভুত মিল রয়েছে এটার, একটা হাত আকাশের দিকে তোলা।

'এবার বলুন,' রাজাকে বললেন ওয়েন। 'এই ঈশ্বরের ইতিহাস কী? আপনারা পুজো করেন কেন এটাকে?'

BanglaBook.org

'বলছি।' আকাশে চোখ বোলালেন রাজা। 'ঝড় আসছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই দরকার।'

এগোলেন তাঁরা। ঝরনার ওপারে পৌঁছে পালকি থেকে নামলেন উমসুকা।

'বার্তাবাহক,' বললেন তিনি। 'ঈশ্বর একদিন আকাশ থেকে নেমে এলেন, গল্পটা স্রেফ এ-ই। আমাদের এই এলাকায় অন্য যে-কোন এলাকার তুলনায় অনেক বেশি বজ্রপাত হয়। প্রাচীন কালে সারি-সারি এই পাহাড়ের মাঝখানে ছিল রাজপ্রাসাদ। প্রতি বছর স্বর্গ থেকে আগুন নেমে আসত প্রাসাদের ওপর, মারা যেত বহু লোক।

'একবার একটা মহাঝড় আঘাত হানল। রাজপ্রাসাদসহ বাকি সব কুঁড়ে মিশে গেল মাটির সঙ্গে। আগুন লেগে পুড়ে গেল সব, নারী আর শিশুরা হয়ে গেল ছাই।

'জাদুকর আর ওঝাদের ডেকে সভা বসালেন তৎকালীন রাজা। তাঁদের দিয়ে পূর্বপুরুষদের আত্মা ডেকে এনে বুদ্ধি-পরামর্শ চাওয়া হলো। দূরের এক নির্জন জায়গায় গিয়ে উপবাসে বসলেন ওঝারা। সেই জায়গাটাই হলো এই উপত্যকা।

'উপবাস আর প্রার্থনা চলছে, তৃতীয় রাতে প্রধান ওঝার স্বপ্নে হাজির হলেন অগ্নিদেবতা। দেখতে ঠিক যেন টকটকে লাল একটা নাল, ধোঁয়া বেরোচ্ছে গা থেকে। প্রধান ওঝাকে বললেন তিনি, "তোমরা তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছ।"

'স্বপ্নের মধ্যেই জানতে চাইলেন ওঝা, ভুলটা কোথায় হয়েছে। দেবতা বললেন, "তোমরা ঈশ্বরের পূজা করো না।" ওঝা বললেন, "যে ঈশ্বরকে দেখা যায় না, তাঁকে মানুষ কীভাবে সম্মান জানাবে?" দেবতা তখন বললেন, "ঘুম থেকে ওঠার পর ঝরনার কিনারে গিয়ে অবস্থান নেবে, আমি আগুনের রূপ ধরে স্বর্গ থেকে নেমে আসব। ...আরেকটা কথা। এখন থেকে তোমাদের

BanglaBook.org

পরিচয়: অগ্নিসন্তান।"

'ওঝার ঘুম ভাঙল। বাকি সবার ঘুম ভাঙিয়ে স্বপ্নে কী দেখেছেন, ব্যাখ্যা করলেন তিনি। তারপর তাঁরা সবাই ঝরনার কিনারে জড়ো হলেন। ঠিক যেখানে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা।'

'তারপর কী হলো?'

'সবাই অপেক্ষা করছেন, এসময় শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। সেই ঝড়ের মাঝে তাঁরা দেখতে পেলেন, জ্বলন্ত এক মনুষ্যমূর্তি স্বর্গ থেকে নেমে আসছে। যখন মাটি ছুঁল, থরথর করে কেঁপে উঠল জমিন। ওটাকেই ঈশ্বর বলে মেনে নিল সবাই। সেই থেকে ওখানেই আছে ওই পাথুরে মূর্তি–যেটা আপনি দেখলেন।

'সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত একটা কুঁড়েও পোড়েনি বজ্রপাতে, একটা মানুষও মারা যায়নি। বজ্র শুধু মূর্তিটার ওপরে পড়ে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে নিজ চোখেই দেখতে পাবেন আপনি। ...হোকোসা, এক কাজ করুন। আপনাকে তো বিদ্যুচ্চমক স্পর্শ করতে পারবে না–ওই মরা কাঠটা তুলে ওদিকে নিয়ে গিয়ে পাথরে যে গর্তটা রয়েছে, সেটার ওপর খাড়া করে রাখুন।'

'রাজার হুকুম শিরোধার্য,' বলল হোকোসা। বাঁকা চোখে তাকাল ওয়েনের দিকে। 'তবে সাদা মানুষ তো আমার চেয়েও বড় জাদুকর। আশা করি, আমাকে সঙ্গ দিতে ভয় পাবেন না তিনি?'

ওয়েন লক্ষ করলেন, উপস্থিত সবাই চোখে কৌতূহল নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। স্পষ্ট বুঝলেন, সবাই চাইছে, চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করুন তিনি। পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই।

'নিশ্চয়ই না,' বললেন তিনি। 'আপনার সঙ্গে যাব আমি।'

সামান্য আপত্তি তুললেন রাজা। কিন্তু কান দিলেন না ওয়েন।

মরা গাছের কাণ্ডটা তুললেন তাঁরা, ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন

BanglaBook.org

প্রান্তরের মাঝখানে। আস্তে-আস্তে পাথরের গর্তে গোড়ার দিকটা ঢুকিয়ে খাড়াভাবে দাঁড় করালেন ওটাকে। ইতোমধ্যে ঝড় এসে হাজির। ওয়েন ভাবছেন, সবসময় এখানেই আঘাত হানছে কেন বজ্র? কারণটা বোধহয় জানেন। এটায় রয়েছে লোহা।

'ঝড়টা খুবই ক্ষণস্থায়ী,' বলল হোকোসা। 'বছরের এই সময়ে প্রায় প্রতিদিনই বিকেলের দিকে হাজির হয়। ...বড় ঝড়গুলোর একটা যদি দেখার সুযোগ হত আপনার! দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হত। কিন্তু তা বুঝি আর হলো না। আর মাত্র ক'মিনিটের মধ্যেই আপনার ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন আপনি।' লোকটার গলার স্বরে উপহাস।

কোন মন্তব্য করলেন না ওয়েন। মরা কাঠ থেকে প্রায় তিরিশ গজ দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। হোকোসা আরেকটু দূরে।

হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখা গেল, চোখের পলকে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল শুকনো কাণ্ডটা। আকস্মিক বজ্রপাত সবাইকে কাঁপিয়ে দিলেও কোন ক্ষতি হয়নি কারও। পরমুহূর্তেই আবার মেঘ থেকে বেরিয়ে এল আলোর দ্বিতীয় ঝলক। ওয়েন দেখতে পেলেন, হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে আছে হোকোসা।

একচুল নড়েননি তিনি। সাহস হারাননি। যদিও ব্যাপারটা মোটেও উপভোগ করছেন না।

ঝড় থেমে গেল। বজ্রপাতও। ধীর পায়ে হেঁটে দলটার কাছে ফিরে গেলেন ওয়েন।

'বার্তাবাহক,' বললেন উমসুকা। 'আপনি শুধু বিরাট ওঝাই নন, মানুষ হিসেবে খুব সাহসীও। এরকম সাহসী মানুষকে আমি সম্মান করি। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন আপনি।'

'ধন্যবাদ, রাজা,' বিনয়ের সঙ্গে বললেন ওয়েন। 'এখন শুনুন, আপনাদের এই ঈশ্বরটা একটা পাথর ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। এটার মধ্যে লোহা রয়েছে। বজ্রকে আকর্ষণ করে লোহা। আবার,

BanglaBook.org

সবচেয়ে উঁচু জিনিসের ওপরেই বাজ পড়ে। মরা কাণ্ডটা যেহেতু খাড়া করে রাখা হয়েছিল, তাই ওটার ওপর বাজ পড়েছে। ...আমি জাদুকর নই, রাজা। তবে এমন কিছু জানি, যা আপনারা জানেন না। সবসময় একজনের ওপর বিশ্বাস রাখি আমি। আপনারাও যাতে রাখতে পারেন, সে ব্যাপারে যথাসাধ্য সহযোগিতা করব আপনাদের।'

'এটা নিয়ে পরে কথা বলব আমরা। এখন চলুন। একদিনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। ...আর আমার মনে হচ্ছে, বিনয় করছেন আপনি। বড়-বড় জাদুকররা এমনটা বলে থাকেন–তাঁদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা নেই।'

সেদিন রাতে নিজের কুঁড়েতে বসে সেইন্ট জনের উদ্ধৃতি তর্জমা করছেন ওয়েন, এসময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল হোকোসা।

'সাদা মানুষ,' বলল জাদুকর। 'আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, যদিও আমি জানি না, এই শক্তি আপনি কোত্থেকে পান। একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি আপনার জাদু দেখান আমাকে, আমারটা আমি দেখাব। ...আমরা দু'জনে মিলেমিশে কর্তৃত্ব করতে পারি।'

'খুবই আনন্দের সঙ্গে জাদু দেখাব আপনাকে,' উত্তর দিলেন ওয়েন। 'তবে তার আগে দু'একটা কথা বলি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি মানুষটা ভাল নন। সুযোগ পেলে বা সুযোগ তৈরি করে নিয়ে আমাকে ধ্বংস করাই বোধহয় আপনার লক্ষ্য। তারপরও কেন জানি আপনাকে অপছন্দ করতে পারছি না। আপনার ভেতরে আমি অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি–একজন রূপান্তরিত মানুষকে।

'সে যা-ই হোক, এবার দেখুন আমার জাদু–কিছু উপদেশ–ঈশ্বরকে ভালবাসুন; মানুষের সেবা করুন; পরিহার

BanglaBook.org

করুন জাদুবিদ্যা, ধন-সম্পদ আর ক্ষমতা। পবিত্রতা বজায় রাখুন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে করুন নিজেকে। তা হলেই মহিমান্বিত হয়ে উঠবে আপনার আত্মা।'

রেগেমেগে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেল জাদুকর।

নয়

সঙ্কট

প্রায় মাসখানেক ধরে পারিষদবৃন্দ এবং গোষ্ঠী-সর্দারদের উপস্থিতিতে রাজাকে গসপেল থেকে পড়ে শোনালেন ওয়েন। মন দিয়ে সেসব শুনলেন তাঁরা। নতুন ধর্ম বা মতবাদের প্রতিটি ধারা নিয়ে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করলেন। এরা সভ্যতার আলো দেখতে না পেলে কী হবে, প্রখর বুদ্ধি রাখে মাথায়। অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ও তাদের মস্তিষ্কে ধরা পড়ে যায়।

ধৈর্যের সঙ্গে বীজ বুনে গেলেন ওয়েন। ফসল ফলবেই।

এক রাতে বরাবরের মত কুঁড়েতে বসে তর্জমার কাজ করছেন, এইসময় রাজপুত্র নদওয়েঙ্গো ঢুকল ভেতরে, ঢুকে অভিবাদন জানাল তাঁকে।

চুপচাপ বসে থেকে সাদা মানুষের কাজ দেখল কিছুক্ষণ, তারপর বলল নদওয়েঙ্গো, 'বার্তাবাহক, আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাইতে এসেছি। কাগজের ওপর আপনি যেসব সঙ্কেত এঁকেছেন, ওগুলো আমাকে শেখাবেন?'

BanglaBook.org

'অবশ্যই। কেন নয়?' বললেন ওয়েন। 'কাল দুপুর থেকে শুরু করতে পারি আমরা।'

রাজপুত্র তাঁকে ধন্যবাদ দিল, তবে বিদায় নিল না। তার হাবভাব দেখে ওয়েন ধারণা করলেন, আরও কিছু বলতে চায় সে। খানিক পর জানা গেল তা।

'বার্তাবাহক,' বলল সে। 'আপনি আমাদের বলেছেন, আপনার প্রভুর সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার অনুমতি পেতে হলে কীভাবে কী করতে হবে আমাদের। তো, সেই রীতি আর উপচার আয়োজনের ক্ষমতা কি আপনার আছে?'

'আছে বৈকি।'

'আর আপনার শিষ্য জন, সেও কি দীক্ষা পেয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'এখন আমার প্রশ্ন হলো, সাধারণ মানুষ হয়ে সে যদি দীক্ষা পেতে পারে, রাজপুত্র হয়ে আমি কেন তা পেতে পারি না?'

'এই ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য কে ছোট, কে বড়–এসব মোটেও বিবেচনায় আনা হয় না। আপনি যদি শুধু বিশ্বাস করেন, তা হলেই দরজা খোলা আপনার জন্য। আর সেই দরজা দিয়ে ঢুকে যোগ দিতে পারেন আপনি স্বর্গের বাহিনীতে।'

'আমি বিশ্বাস করি, বার্তাবাহক,' নরম স্বরে বলল রাজপুত্র।

কথাটা শুনে ভারি খুশি হলেন ওয়েন। সেদিন রাতেই জনকে সাক্ষী রেখে, ধর্মীয় রীতিতে রাজপুত্রের নতুন নামকরণ করলেন তিনি। প্রথম খ্রীষ্টান সম্রাটের নামানুসারে নদওয়েঙ্গোর নাম রাখা হলো: কনস্ট্যানটাইন।

পরদিন রাজার সামনে হাজির হলো নদওয়েঙ্গো। ওয়েনের উপস্থিতিতে ঘোষণা করল: 'আমি খ্রীষ্টান হয়েছি।'

উমসুকা শুনলেন, তারপর চুপ করে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। একসময় চিন্তিত গলায় বললেন, 'বার্তাবাহক, ভয় পাচ্ছি আমি।

BanglaBook.org

ওঝা আর প্রবীণ পুরোহিতরা যখন জানবেন, আমার উত্তরসুরি দীক্ষিত হয়েছে খ্রীষ্ট ধর্মে, খেপে যাবেন তাঁরা। গৃহযুদ্ধ না বেধে যায়!'

'এক্ষেত্রে,' বলল রাজপুত্র। 'বার্তাবাহক যা বলেন, তা-ই করব আমি। তবে আপনি যদি ভাল মনে করেন, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন আমাকে। সেক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনুন ভাইকে।'

'প্রশ্নই আসে না!' ওয়েনের দিকে ফিরলেন উমসুকা। 'বার্তাবাহক, বলুন তো, আপনার ঈশ্বর কি এতই শক্তিশালী যে, গৃহযুদ্ধ বেধে গেলে তার পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারবেন আমাদের?'

'বিশ্বাস রাখুন। পারবেন,' বললেন ওয়েন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজা। 'বলছেন, আমি আমার ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করব? এতকাল ধরে পালন করা আচার-অনুষ্ঠান–সব?'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই, রাজা,' নরম কণ্ঠে বললেন ওয়েন। 'আপনাকে কেউ জোর করছে না।'

'সেক্ষেত্রে আমি আপাতত অপেক্ষাই করব। আপনাদের দু'জনকেই বলছি, রাজপুত্রের ধর্মান্তরের ব্যাপারটা আপাতত গোপন রাখা হোক। না হলে রক্তপাত এড়ানো যাবে না। তখন হয়তো বাধ্য করা হবে আমাকে আপনাদের বিরুদ্ধে ভূমিকা নিতে।'

'বেশ, গোপন থাকবে,' বললেন ওয়েন।

কিন্তু কীভাবে-কীভাবে জানি সব জানাজানি হয়ে গেল। জানা গেল, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শপথ নিয়েছেন রাজপুত্র। নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, পুরুষদের জন্য যা কিছু আনন্দের খোরাক হিসেবে বিবেচিত। জানিয়েছেন, একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করবেন তিনি।

BanglaBook.org

সেনাবাহিনীর সামনে উপস্থিত হবেন ইউনিফর্ম নয়, সাদা আলখেল্লায় শরীর ঢেকে। সঙ্গে বর্শার বদলে থাকবে কাঠের তৈরি ক্রুশ।

অদ্ভুত এই গল্প ঝড়ের বেগে মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, যদিও লোকজন এটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না।

একদিন নদওয়েঙ্গো একটা রেজিমেন্ট পরিদর্শনে গেলে এক সৈনিক প্রকাশ্যে অপমান করে বসল রাজপুত্রকে। বলল, 'এক কাপুরুষ আরেক কাপুরুষকে পূজা করে।'

কথাটা শোনামাত্র দম আটকে ফেলল লোকজন, অপেক্ষায় রইল, বোকাটাকে কখন নির্যাতনের মাধ্যমে মেরে ফেলার জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। সম্ভবত হাত-পা বেঁধে পিঁপড়ের স্তূপে শুইয়ে রাখাটাই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি।

কিন্তু রাজপুত্র শুধু বলল, 'হে, সৈনিক, তোমাকে ক্ষমা করলাম আমি। তবে আর যাঁকে তুমি অপমান করলে, তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন কি না, জানি না।'

যোদ্ধারা অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করতে লাগল।

সেদিনই ক্যাম্পে বসে তরুণ রাজপুত্রকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক গান তৈরি করল তারা। কিন্তু পরদিন সকালে একটা ঘটনার কথা শুনে শিউরে উঠল সবাই।

রাজপুত্র যাকে ক্ষমা করেছিল, সেই সৈনিক সঙ্গী নৈশ প্রহরীদের সঙ্গে বসে গর্বের সঙ্গে বলছিল—রাজপুত্র আর তার বিশ্বাসকে অপমান করে প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে সে। ঠিক ওইসময় একটা সিংহ এসে ধরে নিয়ে গেল তাকে।

পরস্পরের দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল সৈনিকরা, কেউই প্রসঙ্গটা নিয়ে আর কিছু বলতে চাইছে না।

এটা একটা কাকতালীয় ঘটনা, সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও

BanglaBook.org

যে আত্মার কথা বার্তাবাহক তাদেরকে শোনান, তাঁর ব্যাপারে হালকাভাবে কিছু না বলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

তারপরও একটা-দুটো অঘটন ঘটতে লাগল। ওঝা আর জাদুকররা, এমনকী হোকোসাও ভয় পেতে শুরু করেছে। এই বুঝি গেল তাদের সম্মান। এ নিয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। নারীদের বুঝ দিচ্ছে তারা—পুরুষেরা যদি একটা মাত্র বিয়ে করার অনুমতি পায়, তা হলে তোমাদের কী উপায় হবে? সর্দারদের জিজ্ঞেস করছে—আপনাদের ধন-সম্পদ আসবে কোত্থেকে, মেয়েদের বিনিময়ে গরু-ছাগলের দামও যদি না পান? পারিষদবৃন্দ আর জেনারেলদের কাছে গিয়ে বলা হচ্ছে—এই ভূখণ্ডকে শত্রু-হামলা থেকে কীভাবে রক্ষা করা সম্ভব, যদি হাতের বর্শা ফেলে দেয়ার হুকুম করা হয়? আর সাধারণ সৈনিক, যাদের একমাত্র পেশা যুদ্ধ করা, তাদের কেমন লাগবে, যখন মেয়েদের মত জমি চষতে বলা হবে?

গোটা জাতিকে হতাশায় পেয়ে বসল। প্রকাশ্যে আলাপ শুরু হলো—রাজা আর নদওয়েঙ্গোকে মেরে ফেললে কেমন হয়? কিংবা রাজ্য থেকে বিতাড়ন? সে জায়গায় হাফেলা বসুন না!

আমাসুকারা, আফ্রিকার অন্যান্য গোষ্ঠীর মতই, কিছু বিশেষ জাতের সাপকে অবিশ্বাস্য সম্মান দেখায় এবং পূজা করে। তারা বিশ্বাস করে, ওগুলোর ওপর ভর করে আছে পূর্বপুরুষদের আত্মা। সুতরাং এদেরকে হত্যা করা যাবে না। বরং কোন ঘরে আস্তানা গাড়লে ওখানেই থাকতে দিতে হবে। এরকম বাধ্যতামূলক আতিথেয়তার ব্যবস্থা থাকায় এলাকাজুড়ে সাপের কামড়ে মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব।

যখন কেউ মারা যায়, ওই কুঁড়েঘরের মালিকের প্রতি কারও তেমন সহানুভূতি দেখা যায় না। কারণটা কী? ওঝাদের ব্যাখ্যা হলো—এরকম তখনই ঘটে, যখন সংশ্লিষ্ট পূর্বপুরুষের আত্মা তাঁর

BanglaBook.org

উত্তরপুরুষের ওপর কোন কারণে রাগ বা অসন্তুষ্ট হয়।

এদিকে ওয়েনের অনুমতি নিয়ে এতিম এক মেয়েকে বিয়ে করল জন। বার্তাবাহক জনের বউকে নতুন একটা নাম দিয়ে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বিয়ের পর তৃতীয়দিন সকালে মনিবের সামনে হাজির হলো জন চোখে-মুখে প্রচণ্ড আতঙ্ক আর গভীর শোক নিয়ে।

'সাহায্য করুন, বার্তাবাহক, আমাকে সাহায্য করুন!' কেঁদে ফেলল সে। 'পূর্বপুরুষের আত্মা আমাদের কুঁড়েঘরে ঢুকে আমার ঘুমন্ত বউকে কামড়ে দিয়েছে।'

'তুমি কি পাগল হলে?' চেঁচিয়ে বললেন ওয়েন। 'পূর্বপুরুষের আত্মা আবার কী? সেটা তোমার বউকে কামড়ায়ই বা কীভাবে?'

'সাপ...একটা সাপ,' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল জন। 'সবুজ...সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জাতের সাপ ওটা।'

এবার ওদের কুসংস্কারের কথা মনে পড়ে গেল ওয়েনের। একটুও দেরি না করে ওষুধের বাক্স থেকে ব্লুস্টোন আর ওয়াইনের শিশিটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ছুটলেন জনের কুঁড়ের দিকে।

মেয়েটার ভাগ্য ভালই বলতে হবে ঠিক সময়মত পৌঁছুতে পারলেন ওয়েন। চিকিৎসা সফল হলো তাঁর। একটুর জন্য বেঁচে গেল জনের বউ।

'সাপটা কোথায়?' বিপদ কেটে যাবার পর জানতে চাইলেন ওয়েন।

'এদিকে, ওই চামড়ার নিচে,' বলল জন। আঙুল তুলে পশুর শুকনো একটা ছাল দেখাল, এক কোণে পড়ে রয়েছে।

'মারবে না?'

'বলেন কী! মারব কেন?'

BanglaBook.org

'মারবে না কেন?'

'নিয়ম নেই, ফাদার। নিজের ইচ্ছায় চলে না গেলে ওটার সঙ্গে এই ঘরেই থাকতে হবে আমাদের,' জানাল জন।

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত,' বললেন ওয়েন। 'খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও এরকম একটা কুসংস্কারে বিশ্বাস করো তুমি?'

মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকল জন। তারপর আচমকা ছোঁ দিয়ে লাঠি তুলে নিল একটা, টান দিয়ে সরাল পশুর ছালটা, সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল সাত কি আট ফুট লম্বা সবুজ সাপ। প্রচণ্ড আক্রোশে হামলা চালাল জন, একের পর এক লাঠির ঘায়ে ভর্তা করে ফেলল ওটাকে।

উঠনের এক কোণে মরা সাপটাকে ফেলে রেখে এল জন। চোখ-মুখ ম্লান তার। বলল, 'এই কাজের জন্য অবশ্যই খেসারত দিতে হবে আমাকে। প্রাচীন আইনে আছে: সাপ মারলে একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু।'

'ভয় পেয়ো না,' বললেন ওয়েন। 'কেউ কিছু করতে পারবে না তোমার।'

সেদিন বিকেলে ওয়েনের বাড়ির বাইরে তুমুল চিৎকার-চেঁচামেচি। ঘটনা কী, জানার জন্য বেরিয়ে এসে দেখলেন তিনি, ওঝাদের একটা দল টেনে-হিঁচড়ে আদালতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে জনকে। রাজবাড়ির পাশেই আদালত।

ওদের পিছু নিলেন তিনি, এর-ওর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন, মামলাটা এরই মধ্যে রাজা আর তাঁর পারিষদদের কাছে পেশ করা হয়েছে।

প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে আদালতে। জনকে কী শাস্তি দেয়া হয়, তা দেখার জন্য।

অভিযোগ তুলেছে হোকোসা। গুরুগম্ভীর সব বাক্য ব্যবহার করে, প্রমাণ হিসেবে মরা সাপটা দেখিয়ে, আমাসুকার প্রাচীন

BanglaBook.org

আইন অনুসারে অপরাধের বিশালত্ব ব্যাখ্যা করল সে। বলল, যে-লোক নিজ পূর্বপুরুষের আত্মাকে খুন করতে পারে, চরম শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য।

'তোমার কী বলার আছে?' জনকে জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

'এটুকুই যে, আমি একজন খ্রীষ্টান। তাই আমার কাছে ওই সাপ একটা ক্ষতিকর সরীসৃপ ছাড়া আর কিছু নয়,' উত্তর দিল জন। 'সাপটা আমার স্ত্রীকে কামড়েছে, বার্তাবাহক সময়মত ওষুধ না দিলে নির্ঘাত মারা যেত সে। ওটাকে আমি পিটিয়ে মেরে ফেলেছি, যাতে অন্য কারও কোন ক্ষতি করতে না পারে।'

'এটা সঠিক ও নির্দোষ উত্তর,' বললেন রাজা। 'হোকোসা, আমি মনে করি, এই লোককে মুক্তি দেয়া যেতে পারে।'

কিন্তু কিছুতেই রাজি হলো না হোকোসা।

নিরুপায় উমসুকা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন ওয়েনের দিকে।

'হোকোসা,' বললেন ওয়েন। 'এতসব অশান্তির কারণ—আমি, আমার নির্দেশেই এই লোক সাপটাকে মেরেছে। এবার বলুন, কী চান আপনি?'

'আমরা চাইছি, দয়া করে বিদায় হোন আপনি। আপনার রূপকথা আর ধর্ম নিয়ে কেটে পড়ুন। রাজার কাছে আমাদের দাবি, তিনি যেন তাঁর রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন আপনাকে। আমাদের প্রাচীন আইনের সুরক্ষার জন্যই এটা দরকার।'

উমসুকা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, 'না, হোকোসা, বার্তাবাহককে আমি বহিষ্কার করব না। কারণ তিনি ভাল মানুষ। আপনি ভুলে গেলেন, তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন? আর তা ছাড়া, তাঁর শিক্ষায় নীতি আর আদর্শ আছে, যেগুলোর প্রতি আমার খুব আগ্রহ। আমাদের দাবি হলো, ভালভাবে দীক্ষা দিন আমাদের, যাতে সবাই বুঝতে পারি, কী ধরনের ঈশ্বরকে পূজা করতে যাচ্ছি আমরা।'

BanglaBook.org

'সেক্ষেত্রে দুই ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখতে চাই আমরা!' নতুন চাল চালল হোকোসা। 'দারুণ জাদু জানেন বার্তাবাহক, এতে কোনও সন্দেহ নেই। শেষবারের মত সেটার ঝলক দেখতে চাই আমরা। তার জন্য দ্বিতীয়বারের মত অগ্নিপরীক্ষায় বসতে হবে তাঁকে।'

'সেটা কীরকম?' জানতে চাইলেন ওয়েন।

'বড় একটা ঝড় আসবে। আপনি বিদ্যুচ্চমকের ঈশ্বরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বজ্রপাতের কবল থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে হবে আপনাকে। ...আগামী দু'দিনের মধ্যেই সেরকম একটা ঝড় আসতে পারে।

'আমি আর আমার সঙ্গীরা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নেব। আপনার ওই ক্রুশটা নিতে ভুলবেন না, ওটা ওখানে রেখে দাঁড়িয়ে থাকবেন পাশে, সঙ্গে থাকবেন রাজপুত্র নদওয়েঙ্গো আর আপনার শিষ্য জন। ...মহামান্য রাজা কী বলেন?'

চিন্তা করলেন উমসুকা, খানিক পর উত্তর দিলেন, 'এটা হতে পারে। আপনি রাজি তো, বার্তাবাহক?'

নীরবে মাথা দোলালেন ওয়েন।

'আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তো কথাই নেই, কিন্তু হেরে গেলে নিজে তো মরবেনই, আপনার বিশ্বাসের পক্ষে যারা ওকালতি করছে, তাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই ভাবুন আরেকবার ভাল করে। চ্যালেঞ্জটা ফিরিয়ে দিতে পারেন আপনি। সেক্ষেত্রে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে আপনাদের।'

'চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছি আমি।'

BanglaBook.org

দশ

ফের অগ্নিপরীক্ষা

কুঁড়েতে ফেরার পথে দেখলেন ওয়েন, জন যে সাপটাকে মেরেছে, সেটাকে লম্বা খুঁটির মাথায় ঝুলিয়ে বিরাট বড় একটা দালানের সামনে রাখা হয়েছে। ওয়েন জানেন, এই দালান আর ওটার চারপাশে বাজার বসে। সেজন্যই সাপটাকে দেখতে কয়েকশ' লোকের ভিড় জমে উঠেছে খুঁটির নিচে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে জল্পনাকল্পনায় মেতে আছে সবাই।

সেদিন সন্ধ্যায় আর কাজে বসতে ইচ্ছে করল না ওয়েনের, অগ্নিপরীক্ষার ফলাফল নিয়ে চিন্তায় মাথাটা ভার হয়ে আছে।

ভাবছেন, এসময় ঘরে ঢুকল জন, রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলেন ওয়েন।

'ফাদার, সাপটাকে মেরেছি বলে লোকজন আমাকে দেখতে পেয়ে ধাওয়া শুরু করল। আমি যদি দৌড়ে ওদেরকে পেছনে ফেলতে না পারতাম, এতক্ষণে ওরা আমাকে মেরে ফেলত।'

তেমন ভাবান্তর হলো না ওয়েনের চেহারায়। 'পালাতে যখন পেরেছ, কাজেই শান্ত হও, আর স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।'

'ফাদার,' খানিক পর বলল জন। 'আমি জানি, আপনি মহান, অনেক চমকপ্রদ কাজও করতে পারেন। কিন্তু আপনার

BanglaBook.org

কি এমন ক্ষমতা আছে, যেটা বিজলিচমকের ওপর খাটাতে পারবেন?'

'কেন জানতে চাইছ?'

'কারণ বিজলির আঘাতে আপনি যদি মারা না-ও যান, আমরা তো নির্ঘাত খুন হয়ে যাব।'

'জন,' বললেন তিনি। 'বিজলি বুঝতে পারবে, এমন কোন ভাষায় কথা বলার সামর্থ্য আমার নেই। আমি ওটাকে বলতে পারি না, "ওদিকে যাও", কিংবা "এদিকে এসো"। এমন কী হোকোসা বা অন্য কোন জাদুকরও কোন কারসাজিতেই একচুল এদিক-ওদিক সরাতে পারবে না বিজলিচমককে। ওটাকে যিনি তৈরি করেছেন, তিনি পারেন। আমি তাঁর কৃপার আশাতেই আছি।'

বলতে গিয়ে ওয়েন আবিষ্কার করলেন, নিজের বিশ্বাস ফিরে পাচ্ছেন তিনি। সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল অতীতের কথা, কীভাবে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছিল। সন্দেহ আর উদ্বেগ নিঃশেষে মুছে গেল তাঁর মন থেকে।

পরীক্ষার দিন উপস্থিত হলো। ষাট ঘণ্টা ধরে, কি তারও বেশি, থমথমে হয়ে আছে আবহাওয়া। এই পুরোটা সময় ওয়েনের কুঁড়েঘরে বসানো থার্মোমিটারে তাপমাত্রার ওঠা-নামার ধরন ছিল এরকম: নিচে ১০১ ডিগ্রি, ওপরে ১১৩ ডিগ্রি। এখন, ভোরবেলা, সেটা স্থির হয়ে আছে ১০৮ ডিগ্রিতে।

'ঝড়টা কি আজ আঘাত হানবে?' নাদওয়েঙ্গোকে জিজ্ঞেস করলেন ওয়েন। এইমাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে রাজপুত্র।

'ওরা সবাই তা-ই বলছে, বার্তাবাহক। বাতাস দেখে আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। যদি আসে, খুবই ভয়ঙ্কর ঝড় হবে ওটা। কারণ গোটা আকাশ আগুনের মত লাল হয়ে আছে।

BanglaBook.org

হোকোসা তাঁর দলবল নিয়ে এরই মধ্যে প্রান্তরে পৌঁছে গেছেন। তবে দুপুরের পর আরও দু'ঘণ্টা না পেরনো পর্যন্ত ওদের সঙ্গে যোগ দেয়ার দরকার নেই আমাদের।'

'ক্রুশ রেডি তো?' জানতে চাইলেন ওয়েন।

'হ্যাঁ, তৈরি করে ফেলেছি। খুব ভারী হয়ে গেছে, ছ'জন লোকেরও বয়ে নিতে ঘাম ছুটে যাবে। ...বার্তাবাহক, জানতে ইচ্ছে করছে, কী কায়দা-কৌশল জানা আছে আপনার? আমার ভয় হচ্ছে, বাজ পড়বে ক্রুশের ওপর। যেমন পড়েছিল মরা খাম্বার ওপরে...'

'শুনুন নদওয়েঙ্গো,' বললেন ওয়েন। 'একটা কায়দা আমার জানা আছে বটে, কিন্তু সেটা আমি ব্যবহার করব না। ওই যে চেইনটা...গরুর গাড়িতে ব্যবহার করা হয়...দেখতে পাচ্ছেন ওটা? ওটার এক প্রান্ত মাটিতে পুঁতে আরেক প্রান্ত বর্শার ফলায় আটকানো অবস্থায় ক্রুশের মাথায় ঝুলিয়ে দেয়া যায় যদি চেইনটাকে, তা হলে যত বড় ঝড়ই হোক না কেন, সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকব আমরা। কিন্তু যা বললাম, ওটা আমি ব্যবহার করব না। আমরা কি ওঝা যে, ছল-চাতুরির আশ্রয় নেব? না। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। বাঁচলে বাঁচব, মরলে মরব। শুধু প্রার্থনা করুন, যাতে না মরি।'

তখন বিকেল।

আগুনে-প্রান্তরের চারধারে জড়ো হয়েছে আমাসুকার হাজার-হাজার মানুষ। নিজেদের ঈশ্বর আর সাদা মানুষের ঈশ্বরের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের খবর বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। কারও যেন আসতে আর বাকি নেই, সবাই দেখতে চায় কার কী ক্ষমতা। বয়সের ভারে যে লোকেরা হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে বা কারও-না-কারও পিঠে সওয়ার হতে হয়, তারাও এসে হাজির; এমনকী হাজির

BanglaBook.org

হয়েছে কোলের শিশুরাও।

ইতোমধ্যে বজ্রভর্তি ঘন কালো মেঘ স্তরের ওপর স্তর তুলে প্রায় অর্ধেক আকাশকে একরকম নিরেট করে ফেলেছে। বিশ্ব চরাচর গাম্ভীর্যে থমথম করছে। প্রকাশ্যে কোন আওয়াজ না করলেও অনুভব করা যায় যে, ফুঁসছে প্রকৃতি।

আকাশ থেকে পড়া উল্কা, যেটাকে আমাসুকারা নিজেদের ঈশ্বর বলে মানে, ওটার সামনে ওষুধ ভর্তি একটা লাউয়ের খোল রাখা হয়েছে। সেই ওষুধ পালা করে চামচ দিয়ে নাড়ছে হোকোসা আর তাঁর বিশজন অনুসারী, কেউ কোন শব্দ করছে না।

সবার পরনে সাপের ছাল দিয়ে বানানো পোশাক, সঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার। প্রতিটি লোকের হাতে একটা করে জাদুর কাঠি–জাদুর কাঠি মানে, মরা মানুষের উরু থেকে নেয়া লম্বা হাড়।

আকাশের দিকে হাত তোলা, মানব আকৃতির পাথরটার সামনে ছোট একটা আগুন জ্বালা হয়েছে। খানিক পর-পর আগুনে সুগন্ধী পাতা ছুঁড়ে দিচ্ছে হোকোসা। একই সঙ্গে আলাদা একটা পাত্র থেকে ওষুধ ঢালছে পবিত্র ওই পাথরে।

ঈশ্বরের ওই প্রতীকের ঠিক উল্টোদিকে, বেশ খানিক দূরে, পাথুরে জমিনের ওপর সাদা কাঠের বিরাট এক ক্রশ খাড়া করা হয়েছে। জায়গাটা ওঝারাই বাছাই করেছে। ঝরনার তীরে উপস্থিত হয়েছেন রাজা আর তাঁর পারিষদবর্গ, উপদেষ্টা ও গার্ড রেজিমেন্ট। ওয়েন, নদওয়েঙ্গো আর জনকেও দেখা যাচ্ছে তাঁর পিছনে।

'সাংঘাতিক ঝড় হবে,' চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বললেন রাজা, চোখ বোলালেন পশ্চিম আকাশে। ওখানে নীল বিদ্যুতের খেলা চলছে।

BanglaBook.org

পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রাজা, গলা চড়িয়ে কাছে ডেকে নিলেন ওয়েন আর রাজপুত্র নদওয়েঙ্গোকে। বললেন, 'বার্তাবাহক, আমার ছেলে আমাকে বলেছে যে, আপনার একটা পরিকল্পনা আছে। আমি আপনার সাফল্য কামনা করছি। আপনার আর আমার একমাত্র ছেলে—আমার শেষ সম্বলটার প্রাণ রক্ষা পাক।'

জাদুকরের দল যে যার ওষুধের পাত্র মাটিতে নামিয়ে রেখে, তিন সারিতে ভাগ হয়ে রাজার দিকে এগোল দৃঢ় পদক্ষেপে। তারা অভিবাদন জানাল তাঁকে। তারপর নিজেদের ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক গান ধরল। সেই গানে সাদা মানুষের ঈশ্বরের নিন্দা করা হয়েছে, নিন্দা করা হয়েছে বার্তাবাহকের।

চুপচাপ শুধু শুনে গেলেন ওয়েন।

'উনি একটা কাপুরুষ,' হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল জাদুকরদের মুখপাত্র। 'সাদা জোব্বায় নিজেকে মুড়ে মান্যবর রাজার পেছনে লুকিয়ে থাকেন। সামনে আসুন, কাঠের ওই প্রহসনটার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। সাহস অটুট আছে তো! বেরিয়ে আসুন! তারপর আপনাকে দেখাব, কীভাবে আমরা বিদ্যুচ্চমককে নিয়ন্ত্রণ করি।

'আহ! ওগুলো আপনার চারপাশে উড়ে বেড়াবে বর্শার মত। লাফিয়ে মাটিতে পড়বেন আপনি, আতঙ্কে চিৎকার করবেন, আর আকাশ থেকে নেমে আসা বজ্র আপনাকে দংশন করবে। আপনার কোন অস্তিত্বই থাকবে না—আমার আর আপনার ঈশ্বরের।'

'মুখের লাগাম টানো,' ধমকের সুরে বললেন রাজা। 'ফিরে যাও নিজের জায়গায়। মনে রেখো, সাদা মানুষ যদি জিতে যান, তখন তোমাকে ডেকে আনা হবে এখানে। এখন যা বললে, তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।'

BanglaBook.org

'আমরা তৈরি থাকব, রাজা,' চেঁচিয়ে উঠল ওরা। জনারণ্য থেকে উঠে আসা উল্লাসধ্বনির মধ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে নিজেদের জায়গায় ফিরে গেল, কিন্তু এখনও সুর করে ব্যঙ্গাত্মক গান গাইছে।

পশ্চিমের গোটা আকাশ এখন কুচকুচে কালো, যদিও পুবাকাশ এখনও মেঘমুক্ত। থম মেরে আছে প্রকৃতি। আবহাওয়া এত বেশি উত্তপ্ত যে, লোহামিশ্রিত পাথরের ওপর বাতাসের নাচানাচি পরিষ্কার চাক্ষুষ করা যাচ্ছে।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে গেল বাতাস গুঙিয়ে ওঠার শব্দে। নড়ে উঠল ঘাস, পাতা কাঁপল গাছের, আর ঠাণ্ডা হিম একটা নিঃশ্বাস পড়ল যেন ওয়েনের কপালে।

'চলুন, যাওয়া যাক,' বললেন তিনি। আইভরি ক্রুশটা নিজের মাথার ওপর উঁচু করে ধরে, ঝরনা পেরিয়ে কাঠের ক্রুশটার দিকে হাঁটছেন।

তাঁর পিছু নিয়ে চলেছে রাজপুত্র নদওয়েঙ্গো। পরনে চিতাবাঘের ছাল দিয়ে বানানো রাজকীয় বেশ। তার পেছনে জন, লিনেনের ঢিলেঢালা আলখেল্লা পরেছে।

ছোট্ট মিছিলটা দৃষ্টিপথে আসামাত্র সৈনিকদের কয়েকজন আজেবাজে কথা বলে হাসাহাসি শুরু করে দিল, তবে সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেমেও গেল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে। যতই বেয়াদব হোক, এই অসভ্যরা বুঝতে পারছে, এটা হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়। বরঞ্চ উপস্থিত হাজারো মানুষের মনে একটা সমীহ ভাব জেগে উঠল ওয়েন ও তাঁর সঙ্গীদের দেখে।

ক্রুশটার কাছে পৌঁছুলেন ওয়েনরা, যে যাঁর নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়ালেন। ওয়েন অবস্থান নিলেন ওটার সরাসরি সামনে। নদওয়েঙ্গো দাঁড়াল ডানদিকে, আর জন বামপাশে।

প্রচণ্ড বেগে বাতাস বয়ে গেল জায়গাটার ওপর দিয়ে, তার

BanglaBook.org

সঙ্গে চলে এল এক পশলা বৃষ্টি। যে ঝড় দূর থেকে গর্জাচ্ছিল, সেটা যেন বিস্ফোরিত হলো। মেঘ শুধু ফুলছে, বড় হচ্ছে আকারে, আর ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে বিদ্যুতের ঝিলিক। থেকে-থেকে ভেসে আসছে বাতাসের হিসহিস আওয়াজ। এক ঝাঁক কামানের গোলার মত বিকট গর্জনে বিশ্বজগৎ যেন কেঁপে উঠল। চোখ-ধাঁধিয়ে দেয়া বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখা গেল, হোকোসা আর ওঝারা চারদিকে ছুটোছুটি করছে। যার-যার হাতে ধরা মানুষের লম্বা হাড় একবার এদিকে তাক করছে, একবার ওদিকে। মাঝে মধ্যে যে যার খোল থেকে ওষুধ ঢালছে মাটিতে আর পরস্পরের গায়ে।

ওয়েন আর তাঁর দুই শিষ্য হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে আছে শান্তভাবে। তাদের মাথার ওপর লম্বা হয়ে আছে ক্রুশ।

একসময় সরাসরি ওদের মাথার ওপর চলে এল ঝড়। একের পর এক বিদ্যুতের চমক দেখাচ্ছে। ভীতিকর পরিস্থিতি। ক্ষতবিক্ষত করছে লোহা মেশানো পাথুরে বস্তুটাকে।

বজ্রগুলো এবার লম্বা ক্রুশটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, তবে খুব কাছাকাছি এল না একটাও।

ওয়েন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখান থেকে পঞ্চাশ কদম দূরে একটা বাজ পড়ল। তারপর হঠাৎ একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল। চোখের পলকে দেখা গেল, বৃষ্টি হয়ে উঠেছে পানির পাঁচিল, সেই পাঁচিল মাটি থেকে নিয়ে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। যেন একটা অবিচ্ছিন্ন জলপ্রপাত। বদলে গেল বাতাসের মতিগতি। আগে পশ্চিম থেকে বইছিল বাতাস, এখন বইছে পুব থেকে, ঘূর্ণিঝড়ের আদলে।

ঝড়টাকে নিয়ে খেলছে ওই ঘূর্ণি। নিজের খেয়াল-খুশিমত চারদিকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। গাঢ় অন্ধকারে ভরাট হয়ে আছে চারদিক, দৃষ্টি চলে না। তারই মাঝে-মাঝে নীল আলোর

BanglaBook.org

ঝিলিক। নরক ভেঙে পড়েছে যেন দুনিয়ার বুকে। বাজের দাপটে কাঁপছে সারি-সারি পাহাড়।

হোঁচট খেয়ে ক্রুশের গায়ে ঢলে পড়লেন ওয়েন, তারপর অচেতন হয়ে গেলেন।

যখন জ্ঞান ফিরল, বুঝতে পারলেন, ঝড়টা সরে গেছে। তাঁর কানে ঢুকল ভীত-সন্ত্রস্ত আর বিস্ময়সূচক ফিসফাস আওয়াজ, হাজারো মানুষের কণ্ঠ।

এগারোজন জাদুকর মারা গেছে। পঙ্গু হয়ে গেছে চারজন। পাঁচজনের দেখা দিয়েছে মস্তিষ্কবিকৃতি। শুধু একজনের কিছু হয়নি। সে হোকোসা। অত্যন্ত হতাশ দেখাচ্ছে তাকে। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখছে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা।

ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ে আছে উল্কাটা, যেটাকে অগ্নিসন্তানরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করে আসছে।

আতঙ্কভরা একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল দর্শকদের মধ্য থেকে। তারপর চুপ হয়ে গেল সবাই। ওয়েন আর তাঁর সঙ্গীরাও কোন কথা বলছে না।

তিনজনের দলটা ফিরে চলল রাজার কাছে। এসময় হাজার-হাজার মানুষ একযোগে হাঁটু গাড়ল ওয়েনের উদ্দেশে। মাথা নামিয়ে 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত করছে তাঁকে। অনুমতি চাইছে পূজা করার। তাদের দেখাদেখি উমসুকা, তাঁর দেহরক্ষীরা আর পারিষদবৃন্দও একই কাজ করল। এক হোকোসা বাদে। খণ্ডবিখণ্ড ঈশ্বরের পাশে একাকী দাঁড়িয়ে সে।

'সিধে হোন!' চিৎকার করে বললেন ওয়েন।

প্রথমে সিধে হলেন রাজা। বললেন, 'আপনি মানুষ নন, বার্তাবাহক, পুণ্যাত্মা।'

'মানুষ নন! পুণ্যাত্মা!' হাজারো কণ্ঠ থেকে পুনরাবৃত্তি হলো

BanglaBook.org

কথাটা।

'আমি আত্মা নই! মানুষ!' আবার চিৎকার করে বললেন ওয়েন। 'এখানে যা ঘটেছে, সব আমার ঈশ্বরের ইশারায়।'

একটু পর। রাজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হোকোসা।

'দেখলেন তো, জাদুকর,' বললেন রাজা। 'কী বলার আছে আপনার?'

'আমার কিছু বলার নেই,' জবাব দিল হোকোসা। 'শুধু এটাই বলব যে, ক্রুশের জয় হয়েছে, জয় হয়েছে সাদা মানুষের। তাঁর জাদু আমাদের জাদুর চেয়ে উত্তম।'

'হ্যাঁ,' বললেন রাজা। 'জয় হয়েছে ক্রুশের। এখন থেকে এই রাজ্যে ক্রুশটাকে শ্রদ্ধা করা হবে। এ ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরকে আমরা চিনি না।'

এগারো

মৃত ব্যক্তির প্রজ্ঞা

রাজা এবং পারিষদ ছাড়াও আরও প্রায় বিশজনকে দীক্ষা দিলেন ওয়েন। জনকে আরও কয়েকজন বার্তাবাহকের সঙ্গে পাঠালেন উপকূল এলাকায়। তিন মাসের জন্য। ওদের সঙ্গে থাকল কয়েকটা চিঠি। সেসব চিঠিতে তাঁর সাফল্য সম্পর্কে বিশপসহ অন্যদেরকে জানানো হলো, এবং আবেদন করা হলো, তাঁর এই কঠিন মিশনে সহায়তা করার জন্য যেন মিশনারি পাঠানো

BanglaBook.org

হয়।

দিনে-দিনে বাড়তে লাগল দীক্ষা নেয়া মানুষের সংখ্যা। কয়েকশ' থেকে কয়েক হাজার। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধর্মকথা শোনান ওয়েন, তর্ক করেন, উৎসাহ দেন; শেখান, কীভাবে স্বীকারোক্তি দিতে হয়। সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত তর্জমা করেন পবিত্র বাণী। নদওয়েঙ্গো আর অল্প ক'জন শিষ্যকে শেখান, কীভাবে ওগুলো লিখতে আর পড়তে হয়।

বহু মানুষ এখনও নতুন ধর্মকে সন্দেহের চোখে দেখছে, ঘৃণা করছে মনে-মনে। এটাই স্বাভাবিক। সবাই তো আর একরকম নয়। তাদের মন থেকে প্রাচীন বিশ্বাস আর রীতিনীতি সহজে উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়।

একটা ব্যাপারে ছাড় দিতে বাধ্য হচ্ছেন ওয়েন। আমাসুকারা বহুবিবাহে অভ্যস্ত, ওদের সব বিধি-বিধান বহুবিবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসব বিধান হঠাৎ করে নিষিদ্ধ করলে সামাজিক বন্ধন ভেঙে যাবে তাদের। এদিকে মিশনারি চার্চের নিয়ম অনুযায়ী, কোন মানুষ খ্রীষ্ট ধর্ম পালন আর বহুবিবাহের বিধান অনুসরণ—দুটো একসঙ্গে করতে পারবে না।

অনেক ইতস্তত করে, পবিত্র বাণী উল্টেপাল্টে দেখে, ধর্মান্তরিত লোকেদের সঙ্গে একটা আপস করেছেন ওয়েন। কেউ যদি একাধিক বিয়ে করে ফেলার পর খ্রীষ্টান হতে চায়, এক শর্তে তাকে অনুমতি দিতে রাজি আছেন তিনি। খ্রীষ্টান হবার পর সে আর নতুন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না। আর ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় যে-লোক অবিবাহিত, সে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে।

তারপরও আমাসুকাদের মধ্যে বিরাট অসন্তোষ দেখা দিল। আত্মরক্ষার সময় ছাড়া বাকি সবরকম যুদ্ধের বিরুদ্ধে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কথা শোনাচ্ছেন ওয়েন। রাজাকে বলেছেন

BanglaBook.org

জাদুবিদ্যার চর্চা নিষিদ্ধ করতে। কেউই কাউকে ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবে না। এই অভিযোগ তুলে কাউকে খুন করা গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। আইনের দৃষ্টিতে সেটা হবে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ড।

প্রথমদিকে মানুষ তাজ্জব করা কোন জাদু দেখার আশায় ওয়েনের পিছে-পিছে ঘুরত। বজ্রকে ওভাবে ফাঁকি দেয়ার পর তাদের ধারণা জন্মেছে, ওরকম আরও অনেক অলৌকিক কাজ করতে পারেন তিনি ইচ্ছে হলেই।

কিন্তু ওয়েন আর কোন জাদু দেখাচ্ছেন না। তিনি শুধু ধর্মকথা শোনাচ্ছেন, যেগুলো তাদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে যায়, তাদের কল্পনার বাইরে।

কাজেই একসময় কৌতূহলে ভাটা পড়ল, অগ্নি-ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওয়েনের বিজয়ের গল্প বাসি হয়ে গেল। যদিও ধর্মান্তরিত করার কাজ আগের মতই চলছে, তবু বহু মানুষের কাছে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে উঠলেন ওয়েন ও তাঁর মতবাদ। এরই ফলশ্রুতিতে রাজার রেজিমেণ্ট থেকে ধারাবাহিকভাবে খসে পড়তে লাগল সৈনিকরা।

ওয়েনের পরামর্শে, প্রথমদিকে ওই পলায়ন সম্পর্কে নমনীয় থাকলেন রাজা, ধৈর্য ধরে সহ্য করলেন। কিন্তু তারপর খবর এল, গোটা একটা রেজিমেণ্ট পালাবার পরিকল্পনা করেছে। ওদের বন্দি করার নির্দেশ দিলেন তিনি। রেজিমেণ্টের উদ্দেশে ভাষণে বললেন, 'তোমরা ভেবেছ, আমি খ্রীষ্টান হয়েছি বলে অকারণ রক্তপাতের অনুমতি দেব না; ধরে নিয়েছ, রাজা একটা গর্দভ। এর শাস্তি তোমরা পাবে। প্রতি বিশজনের মধ্যে একজনকে মরতে হবে। আর এখন থেকে সেনাবাহিনী ত্যাগ করার চেষ্টা করবে যে, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

রাজার আদেশ পালিত হলো। এর বিরুদ্ধে বলার মত কিছু

BanglaBook.org

খুঁজে পেলেন না ওয়েন। আটশ' কি নয়শ' যোদ্ধাকে কতল করার পর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল সৈনিকদের পালানো।

যারা পালাতে পেরেছে, তাদের প্রায় সবাই পাহাড়ের ওপর আশ্রয় নিয়েছে। ত্যাজ্য রাজপুত্র হাফেলার বর্তমান আস্তানাও ওখানে। গুজব ছড়াল, রাজার মুকুট কেড়ে নেয়ার জন্য আবার ফিরে আসবে তারা।

এখন নতুন একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। অসুস্থতায় একদম কাহিল হয়ে পড়েছেন রাজা। ক'দিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল, শিগ্‌গির মারা যাচ্ছেন তিনি।

ঠিক এক মাসের মাথায় মারা গেলেন রাজা, চোখ বুজলেন ওয়েনের কোলে মাথা রেখে। তাঁকে কবর দেয়া হলো ঘন ছায়াঘেরা পারিবারিক গোরস্তানে। এর আগে ওখানে কোন খ্রীষ্টান যাজকের পা পড়েনি।

রাজা হিসেবে ঘোষণা করা হলো নদওয়েঙ্গোকে। শোকের মধ্যেও প্রথা অনুযায়ী একটা উৎসবের আয়োজন করতে হলো।

উমসুকার মুঠো ছিল কিছুটা শিথিল; দেখা গেল, নদওয়েঙ্গোর মুঠো লোহার মত শক্ত। কোনরকম নিষ্ঠুরতার চর্চা নয়, নয় কারও প্রতি অবিচার, কিন্তু শৃঙ্খলা মেনে চলার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর সে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই রেজিমেন্টগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি চৌকস হয়ে উঠল। যখন খুশি, বিয়ে করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তাদের।

ওয়েনের সাহায্য নিয়ে গ্রাম আর পাহাড়ি এলাকায় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলল তরুণ রাজা। সৈনিকরা সেটাকে দুর্ভেদ্য বলে রায় দিল। এগুলোর সঙ্গে আরও কিছু সুদূরপ্রসারী কাজ জাতির প্রাণশক্তি বাড়াতে সাহায্য করল। খবর পৌঁছুতে সময় লাগে না, সব শুনে রীতিমতো ভয়ই পেল হাফেলা। গুজব রটল, আক্রমণের চিন্তা বাদ দিয়েছে সে।

BanglaBook.org

কিছু লোকের কাছে এসব পরিবর্তন খুব একটা ভাল লাগল না, হোকোসা তাদের মধ্যে অন্যতম। তার কদর আর আগের মত নেই। একসময় যে ছিল জাতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, রাজার পরই ছিল যার প্রভাব ও প্রতিপত্তি, তার সব ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। সাধারণ একজন মানুষে পরিণত হয়েছে হোকোসা। এখন চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করছে সে, স্রোত আবার কখন অনুকূলে আসবে। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। অন্তত যুক্তি দিয়ে সেটাই বুঝতে পারছে সে।

মাঝরাত। গোরস্তান। স্ত্রী নোমাকে নিয়ে কবরখানায় দাঁড়িয়ে রয়েছে হোকোসা।

সাদা মানুষ এই রাজ্যে আসার আগে প্রচলিত আইন ছিল, রাজরক্ত আছে, এমন কারও শেষকৃত্য আর মৃত আত্মার উদ্দেশে বলি দেয়া ছাড়া কেউ যদি এখানে পা রাখে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

জোছনার বান ডাকা সত্ত্বেও জায়গাটাকে ভীতিকর লাগছে। এখানে, পাহাড়শ্রেণীর কোলে একটা অ্যাম্ফিথিয়েটার রয়েছে। সেটাকে ঘিরে যে পাঁচিল দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কোথাও পাঁচশ' ফুট, কোথাও হাজার ফুট উঁচু। মিমোসার রাজত্ব অ্যাম্ফিথিয়েটারটায়।

ওদের মাথার ওপর মিনারের মত খাড়া হয়ে আছে গ্রানেট পাথরের স্তম্ভ। প্রতিটি স্তম্ভের গোড়ায় একজন করে রাজাকে সমাহিত করা হয়েছে।

স্তম্ভগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে ছোট—পঞ্চাশ ফুট, উমসুকার শেষ বিশ্রামের জায়গা হিসেবে সেটার গায়ে চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে। নিজ হাতে মৃত রাজার নাম আর মৃত্যুর তারিখ গ্রানেট

BanglaBook.org

পাথরে খোদাই করেছেন ওয়েন। নিজের ওই লেখার ওপর পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে স্থান দিয়েছেন একটা ক্রুশকে।

ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে ওই স্তম্ভটার দিকে এগোচ্ছে হোকোসা, তার পিছু নিয়ে আসছে নোমা। একসময় ওখানে পৌঁছুল ওরা। মাটির একটা ছোট আর লম্বাটে স্তূপের দু'দিকে দাঁড়াল দু'জনে। ওটাকে যতটা না কবর মনে হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে পিঁপড়ের ঢিবি। স্থানীয় রীতি অনুসারে শুইয়ে নয়, বসা অবস্থায় সমাহিত করা হয়েছে উমসুকাকে।

প্রতিটি স্তম্ভের গোড়ার দিকে ওরকম একটা আকৃতি উঁচু হয়ে রয়েছে। তবে সেগুলো আকারে কয়েকগুণ বড়। ওগুলোয় যে রাজারা শুয়ে আছেন, প্রত্যেকের সঙ্গে আছে তাঁদের স্ত্রী আর সমস্ত চাকরবাকর। প্রাচীন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে বলি দেয়া হয়েছে তাদেরকে, যাতে পরপারে গিয়ে তাদের প্রভু সেবা-যত্ন পায়।

'কী করবেন এখন?' ফিসফিস করে জানতে চাইল নোমা। সাহসী মেয়ে সে, তবু অজানা ভয়ে ওর বুকটা ধকধক করছে।

'আমি মৃত ব্যক্তির প্রজ্ঞা চাই!' হিসহিস করে জবাব দিল হোকোসা। 'তোমাকে তো আগেই জানিয়েছি, তোমার সাহায্য ছাড়া এটা করতে পারব না।'

'এখানে কে শুয়ে আছেন?'

'উমসুকা। তিনি যখন বেঁচে ছিলেন, আমি তাঁর সেবা করেছি। কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর পাশ থেকে সরিয়ে দিলেন। এখন তিনিই আমার সেবা করবেন। আমি ডেকে আনব তাঁকে।'

'এই চিহ্নটাই না আপনাকে হার মানতে বাধ্য করেছে?' হাত তুলে পাথরে খোদাই করা ক্রুশটা দেখাল নোমা।

স্ত্রীর কথা শুনে প্রচণ্ড রাগে কেঁপে উঠল হোকোসা। তার স্থির চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। ক্রুশটা লক্ষ্য করে এক

BanglaBook.org

দলা থুতু ছুঁড়ল সে।

'ওটার কোন ক্ষমতা নেই,' বলল হোকোসা। 'ওটার ওপর অভিশাপ নেমে আসুক! ওটার ওপর যার বিশ্বাস রয়েছে, তার ওপরেও! এসো, আমরা আমাদের কাজ শুরু করি।'

'আমাকে ঠিক কী করতে হবে?'

'ওখানে বসে থাকবে তুমি...ওখানে–ঠিক যেভাবে একটা লাশকে বসিয়ে রাখা হয়। কিছুক্ষণের জন্য মারা যাবে...হ্যাঁ, তোমার আত্মা ছেড়ে যাবে তোমাকে। আর আমি–মাটির নিচে যিনি শুয়ে আছেন, তাঁর আত্মা দিয়ে স্পর্শ করাব তোমার শরীরকে। তোমার ঠোঁট দিয়ে শুনব তাঁর বক্তব্য। যেসব জ্ঞান তাঁর ভেতরে রয়েছে, বাধ্য হবে বেরিয়ে আসতে।'

'কী ভয়ানক!' বলল নোমা। 'এটা কি অন্য কোনভাবে করা যায় না?'

'না, যায় না,' বলল হোকোসা। 'মরা মানুষের আত্মার ছিরি-ছাঁদ কিছুই নেই; ওগুলো অদৃশ্য, কথা বলে শুধু স্বপ্নে, কিংবা মৃত্যুপথযাত্রী কারও মুখ দিয়ে। ভয় পেয়ো না তুমি। চিনতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে তাঁর ভূত।'

'তারপরও ভয় লাগছে,' শেষ চেষ্টা করল নোমা। 'মারা যাবার পর আমার শরীরটা মরা মানুষের আস্তানা হয়ে উঠতে পারে। একবার ভেতরে ঢুকতে পারলে পরে হয়তো আর বেরোতে চাইবে না, চিরকাল থেকে যেতে চাইবে। তখন আমি কী করব? আমার নিজের আত্মা আশ্রয় হারিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াবে তখন? ...আচ্ছা, মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনি কি প্রায়ই কথা বলেন?'

'তিনবার বলেছি। কেন, নোমা?'

নোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'তাদের কপালে কী ঘটেছে, যাদের মাধ্যমে আপনি মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

BanglaBook.org

'দু'জন বেঁচে আছে, তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তৃতীয় লোকটা মারা গেছে, কারণ জাগিয়ে তোলার ওষুধে শক্তির কিছুটা ঘাটতি ছিল। তবে তোমার ভয়ের কিছু নেই। আমার কাছে যে ওষুধ আছে, এর চেয়ে ভাল ওষুধ আর হয় না। ...নোমা, তুমি আমার অসহায়ত্ব সম্পর্কে জানো। আমাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, তা না হলে নিচে পড়ে থাকব আমি। আর শুধু তুমিই পারো আমাকে সাহায্য করতে। এই কাজের উপযুক্ত অন্য কাউকে যদি পাইও, নতুন আইন মোতাবেক আমি কোন কমবয়সী মেয়ে বা চাকরানি কিনতে পারব না। সুতরাং, বুঝতেই পারছ...'

'ঠিক আছে,' নিমরাজি হলো নোমা। 'কোন ভুল যেন না হয়।'

'হবে না,' বলল হোকোসা। 'বিপদের সম্ভাবনা দেখলে বাধ্য করতাম না তোমাকে। আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি, নোমা, এমনকী আমার জীবনের চেয়েও বেশি।'

'তা আমি জানি, আর বিশ্বাসও করি,' বলল নোমা। 'শুরু করুন।'

'ওখানে বসো,' বলল জাদুকর। 'মাটির ওই উঁচু স্তূপের ওপর। তারপর একটু হেলান দাও, মাথা ঠেকাও ওই পাথরে।'

স্বামীর নির্দেশ পালন করল নোমা।

চামড়ার একটা বেল্ট বের করল হোকোসা। সেটা দিয়ে এক-এক করে বাঁধল নোমার কবজি আর গোড়ালি দুটো। এভাবেই লাশের হাত-পা বাঁধা হয়।

স্ত্রীর সামনে হাঁটু গাড়ল হোকোসা, দৃষ্টিতে ভাব-গাম্ভীর্য নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করছে: 'ঘুমিয়ে পড়ো...ঘুমিয়ে পড়ো...'

খানিক পর নোমার হাত-পা শিথিল হয়ে পড়ল, মাথাটা নুয়ে

BanglaBook.org

পড়ল সামনের দিকে।

'তুমি কি ঘুমিয়েছ?' হোকোসা জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' অচেতন অবস্থায় জবাব দিল নোমা।

'এবার চলতে শুরু করো।'

'কোন্‌দিকে?'

'আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সাদা মানুষটার বাড়ির সামনে দিয়ে যাও।'

'গেছি।'

'কী করছেন তিনি?'

'নিজের বিছানায় ঘুমাচ্ছেন। ঘুমের মধ্যে উচ্চারণ করছেন এক নারীর নাম। বলছেন, তাকে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু এ-ও বললেন, ভালবাসার চেয়ে কর্তব্য বড়। ...এখানে আর থাকতে পারছি না। একটা অদৃশ্য শক্তি পাহারা দিচ্ছে তাঁকে, ওখান থেকে তাড়াতে চাইছে আমাকে।'

'ফিরে এসো,' বলল হোকোসা। 'তারপর আমাকে বলো, কী দেখছ।'

'রাজার দেহ দেখতে পাচ্ছি আমি, তবে রাজকীয় অলঙ্কারগুলো না থাকলে কারও পক্ষে এখন তাঁকে চেনা সম্ভব নয়।'

'ফিরে এসো,' বলল হোকোসা। 'আত্মার চোখ খুলে দাও তোমার। চারদিকে তাকিয়ে বলো, কী দেখতে পাচ্ছ এখন।'

'মৃতদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি,' উত্তর দিল নোমা। 'আপনার আশপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। চোখে প্রচণ্ড রাগ নিয়ে দেখছে আপনাকে, আপনার দিকে এগোতে চাইছে, কিন্তু কী যেন একটা পিছু হটতে বাধ্য করছে তাদেরকে। ঠিক বুঝতে পারছি না, নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছে ওরা।'

'ওদের মধ্যে কি উমসুকার ভূতও আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

BanglaBook.org

'তাঁর প্রতি আবেদন জানাও—ভবিষ্যতে আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে, তা যেন তিনি আমাকে জানান।'

'জানালাম। কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না।'

নিজের থলি থেকে দুটো ওষুধ বের করল হোকোসা: একটা ছোট বাক্সের ভেতর রাখা খানিকটা মলম, দ্বিতীয়টা খোলে রাখা তরল পদার্থ। মলমের বাক্সটা হাতে নিয়ে কবরের ওপর সম্মোহিত নোমার সামনে হাঁটু গাড়ল সে। তারপর সেটা মাখিয়ে দিল স্ত্রীর মুখ আর ঠোঁটে। চোখের কোণ আর নাকের ফুটোতেও সামান্য ঘষল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো। মেয়েটির সুন্দর মুখে দ্রুত কিছু পরিবর্তন ঘটল। সবশেষে দেখা গেল রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে নোমার চেহারা, মানুষ মরে গেলে যেমনটা দেখায়। মুখের দু'পাশ ভেতরের দিকে ঢুকে গেল, ঝুলে পড়ল চিবুক, চোখের পাতা খুলে গেল, নিজের নিয়ন্ত্রণে না থাকায় কাঁপতে লাগল ত্বক।

চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় সবই দেখছে জাদুকর। এরপর সে এই নাটকে নিজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। কবরের মাটিতে নিজের মুখ ডুবিয়ে ধুলো ওড়াতে লাগল ফুঁ দিয়ে। হাত দিয়ে মাটি খামচে ধরেছে।

ফিসফিসে পুরুষকণ্ঠে কথা বলে উঠল নোমা। 'বিশ্রাম থেকে আমাকে তুলে আনলে কেন, হোকোসা?' ওটা মৃত রাজার গলা।

'কারণ আমাকে আমার ভবিষ্যৎ জানতে হবে, রাজা,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল জাদুকর। 'আপনি মৃত, দৃষ্টির সাহায্যে সবগুলো দরজা খোলা দেখতে পাচ্ছেন। আমার সম্পর্কে যা-যা দেখছেন, সব জানান। পথ দেখান, যেটা ধরে এগোলে আমি আমার উদ্দেশ্য সফল করতে পারব।'

সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ানক সেই কণ্ঠস্বর থেকে জবাব বেরিয়ে এল:

BanglaBook.org

'এই দুনিয়ায় তোমার কী নিয়তি, শোনো। তুমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী, বার্তাবাহক সাদা মানুষকে পরাজিত করবে। তোমার হাতেই লেখা আছে তাঁর ধ্বংস। তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছে যাবেন, যেখানে আবার তোমাদের দেখা হবে। যার ওপর তুমি নির্ভর করবে, সে-ই তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। যাকে ভালবাসবে, হারিয়ে ফেলবে তাকে। অনুসরণ করবে সেই জিনিসকে, যা তুমি আশা করো না।

'পাপের গভীর থেকে টেনে নৈতিকতার পথে নিয়ে আসা হবে তোমাকে। এই কথাগুলো আবার যখন তোমার কানে আসবে, সেটাকে একটা সঙ্কেত বলে মনে করবে, সঠিক পথে ফিরে আসবার ওই সুযোগটা নেবে। যেটাকে মনে হবে স্বর্গের অভিশাপ, সেটাই তোমাকে অনেক ওপরে তুলে দেবে—জাতির ওপরে, রাজাদের ওপরে। যুগে-যুগে জনগণ তোমার প্রশংসা করবে। কিন্তু শেষে আসবে বিচারের দিন। সেদিন পাপ একা আসবে' না, পাপের পাশাপাশি উঠে আসবে শাস্তিও। আর ওইসময়, জাদুকর, তুমি...'

এতক্ষণ কণ্ঠস্বরটা বেশ পরিষ্কার ছিল, এখন অস্পষ্ট হয়ে উঠল।

নোমার ঠোঁটে কান ঠেকাল হোকোসা। শুনতে পেল না কিছুই। তখনই বুঝতে পারল, মৃত্যুর দরজা থেকে যদি তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে চায়, তা হলে আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না।

ঝট করে হাত তুলে চোখের চারপাশ থেকে ঘাম মুছল হোকোসা। আরেক হাতে খপ করে ধরল খোলটা, যেটাতে তরল ওষুধ রয়েছে। খালি হাতটা দিয়ে নোমার মাথাটা চেপে ধরে ওষুধটুকু ঢেলে দিল ওর গলার ভেতর।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল হোকোসা। কিন্তু নড়ছে না নোমা।

চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়ল জাদুকর। খোলে রয়ে যাওয়া বাকি ওষুধ স্ত্রীর ভ্রূ, গলা আর বুকে ঘষে দিল।

এতক্ষণে নোমার আঙুল একটু কাঁপল। ধীরে-ধীরে নড়ে উঠল সে, তারপর শুরু হলো খিঁচুনি। একটা সময় স্বাভাবিক হলো।

নোমা এখন কথা বলতে পারছে। 'এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান আমাকে,' কাতর কণ্ঠে বলল সে। 'তা না হলে পাগল হয়ে যাব!'

ব্যস্ত হাতে নোমার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল হোকোসা।

'আমার সন্তানকে অভিশাপ দিয়েছেন রাজা!' কেঁদে ফেলল নোমা।

'তোমার সন্তান!'

'ভবিষ্যতে যে আসবে।'

ভোরের প্রথম রোদ পড়ছে তখন সাদা সেই ক্রুশটার ওপর, যেটাকে অগ্নিপ্রান্তরে খাড়া করা হয়েছিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বারো

হোকোসার বার্তা

এক-এক করে সপ্তাগুলো পার হয়ে যাচ্ছে, আর নিজের বাড়িতে বসে ধীরে-ধীরে বিরাট একটা ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে হোকোসা।

কেউ তাকে সন্দেহ করছে না। যদিও নতুন ধর্মের সঙ্গে নেই সে, তবে এই বিশ্বাস সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, মন দিয়ে শোনার ভান করে। মিছেমিছি সায় দেয়, যে ঈশ্বরকে এতদিন পূজা করত, সেটা ছিল আসলে ভুয়া।

তরুণ রাজার প্রতিও বিনয়ী আর অনুগত ভাব দেখায় হোকোসা। তবে রাজ্যের সমস্ত বিষয় থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখায় মনে-মনে ক্ষোভের অন্ত নেই তার। তার এখন কাজ বলতে, বাগানের পরিচর্যা আর গবাদি পশুর দেখাশোনা। শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছে তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে। কারও সাতে-পাঁচে নেই।

সাক্ষাতে ওয়েনকেও সম্মান দেখায় হোকোসা, মাঝে মধ্যে উপহার হিসেবে ফসল আর পশু পাঠায় তাঁর কাছে। শুধু তা-ই নয়, হাফেলা যখন তাকে কোন প্রস্তাব দিয়ে বার্তা পাঠায়, সঙ্গে-সঙ্গে সেটা নিয়ে রাজদরবারে হাজির হয় সে। পারিষদদের সামনে সব কথা খুলে বলে। বলাই বাহুল্য, তার এই লোকদেখানো সরলতার ভেতর লুকিয়ে আছে শয়তানি। যে-লোক ওই বার্তা নিয়ে আসে, হাফেলার জন্য হোকোসার গোপন একটা জবাব সঙ্গে করে ঠিকই নিয়ে যায় সে।

'শীত তো আর চিরকাল থাকবে না,' জবাবটা সাধারণত এরকম হয়। 'বসন্তকালে আমার তরফ থেকে কিছু শুনতে পাবেন বলে আশা করতে পারেন আপনি।'

আবার কখনও হয়তো এরকম বলা হয়: 'রাজপুত্র হাফেলাকে বলবে, তাঁর দিকে ফেরালে আমার মুখখানা একটা ঝড়ের মত মনে হলেও, মেঘের পেছনে অনন্তকাল আলো ছড়ায় সূর্য।'

তারপর এমন একটা দিন এল, ধরাধরি করে বিছানায় নিয়ে আসা হলো নোমাকে। হোকোসা একাই ওর দেখাশোনা করল।

BanglaBook.org

ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিল না কাউকে।

যখন মৃত শিশু জন্ম নিল, তাকে দেখে নিজের অজান্তেই হোকোসার গলা থেকে গোঙানির মত আওয়াজ বেরিয়ে এল। শিশুর মুখ দেখে ভয় পাবে নোমা, তাই ওকে দেখতে দিতে চাইছে না।

কিন্তু দেখল নোমা।

'আপনাকে আমি বলিনি, ওটা অভিশপ্ত?' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটা। 'নিয়ে যান ওটাকে!' বলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

শিশুটিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হোকোসা, উঠনের মেঝে গভীর করে খুঁড়ে মাটি-চাপা দিল মৃত সন্তানকে।

এই ঘটনার পর হোকোসার প্রতি নোমার যেটুকু ভালবাসা ছিল, সেটাও আর থাকল না। ওর মন বিষিয়ে উঠেছে, স্বামীকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে সে এখন। কিন্তু নোমার ওপর হোকোসার অসম্ভব প্রভাব। তাই মেয়েটা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতেও পারছে না।

পাল্টা ঘৃণা নয়, নোমাকে আগের চেয়েও বেশি ভালবাসছে জাদুকর। এমনিতেই অপরূপ সুন্দরী, সন্তান জন্ম দেয়ার পর সেই রূপ যেন দিনে-দিনে আরও খুলছে...

তবে সেটা অশুভ রূপ, একটা ডাইনির রূপ। যে নোমা ছিল দারুণ সাহসী, ওর নিয়তি হলো অন্ধকারকে সাংঘাতিক ভয় পাওয়া, সূর্য ডোবার পর একাকী থাকতে না পারা...

অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠার পর, এক রাতে নিজের ঘরে বসে আছে নোমা। হোকোসাও আছে ওখানে, স্ত্রীকে দেখছে। রাতটা উষ্ণ, তারপরও গনগনে একটা আগুন জ্বলছে কুঁড়ের ভেতর। সেটার ধারে টুলের ওপর জড়সড় হয়ে বসে আছে নোমা, একটু পর-পরই ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাচ্ছে।

'আগুনের অত কাছে বসেছ কেন, নোমা! সরে এসো,' বলল

BanglaBook.org

হোকোসা।

'আমার ভয় করে,' জবাব দিল নোমা।

'কী, অন্ধকারকে?' কেন জানি খেপে উঠল হোকোসা। 'এই ভয়টা কাটাতে হবে তোমার। ওঠো, যাও, সারারাত দাঁড়িয়ে থাকো গোরস্তানে। একাকী। যাও বলছি!'

'না, না!' চরম আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল নোমা, কিন্তু টুল ছেড়ে নেমে পড়ল সে। পাশে হেঁটে দরজার দিকে এগোচ্ছে, এদিকে হাত দুটো মিনতি জানানোর ঢঙে স্বামীর উদ্দেশে নাড়ছে অনবরত।

'ফিরে এসো,' বলল জাদুকর। নোমা আবার টুলে বসার পর বলল, 'বুঝতে পারছি, আমাকে সহ্য করতে পারছ না তুমি। খুব ভাল হয়, যদি কিছুদিন আমার কাছ থেকে আলাদা থাকো। কোথাও থেকে ঘুরে এসো।'

'কোথায় যাব? তা ছাড়া, আমার সঙ্গেই বা যাবে কে?' মুখ ভার করে জানতে চাইল নোমা।

'যাবার মত কাউকে জোগাড় করতে হবে। কোথায় যাবে, সেটাও বলে দিচ্ছি। রাজপুত্র হাফেলার কাছে।'

'আপনার মনে কি একবারও ভয় জাগছে না যে, ওখানে থেকে যেতে পারি আমি?' জিজ্ঞেস করল নোমা। ওর চোখের তারায় কী যেন একটা ঝিক করে উঠল। 'যদিও কাহিনির সবটুকু আমার জানা হয়নি, তবে এরকম মনে করার কোন কারণ নেই যে, রাজপুত্র হাফেলা খুশিমনে আমাকে আপনার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যতই আমাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করুন। আমার জন্য যে মূল্য হাঁকা হয়েছিল, নিশ্চয়ই সেটা বিরাট কিছু। হতে পারে, রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেটার...

'না, আমি ভয় পাচ্ছি না,' উত্তরে বলল জাদুকর। 'আমি জানি, তোমার অন্তরে যে আকাঙ্ক্ষাই বাসা বাঁধুক, আমার

BanglaBook.org

ইচ্ছেশক্তি তোমার পিছু ছাড়বে না। যতদিন বাঁচব, এটা একটা বন্ধন হিসেবে কাজ করবে। এই বন্ধন তুমি ছিঁড়তে পারবে না, যদি না আমি অনুমতি দিই। আমি তোমাকে বিশ্বস্ত থাকার আদেশ দিচ্ছি। আদেশ দিচ্ছি আমার কাছে ফিরে আসার। এসব আদেশ পালন করতেই হবে তোমাকে।

'শোনো, নোমা, আমার একটা প্ল্যান আছে...'

'কী সেটা?'

'আমি এই গ্রাম ছেড়ে কোথাও যেতে পারছি না, রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা আমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সেজন্য হাফেলার সাথে দেখা করবে তুমি। তোমাকে তিনি আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। তুমি তাঁর কানে ফিসফিস করে ঠিক এই বার্তা পৌঁছে দেবে:

'"এ বক্তব্য হোকোসার। হোকোসা আমার স্বামী। আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর দূত হিসেবে। তাঁর নির্দেশনা অনুসারে কাজ করলে সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করবেন আপনি; আর অমান্য করলে আপনার কপালে জুটবে মৃত্যু। পবিত্র শপথ গ্রহণের মাধ্যমে প্রথমে আপনি মেনে নেবেন হোকোসাকে, কেবল তখনই, যখন তাঁর কারণে বিজয় অর্জিত হবে আপনার। আপনার পর, অর্থাৎ রাজার পর, গুরুত্ব বিচারে হোকোসাই হবেন আমাদের ভূখণ্ডে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সেনাবাহিনীর জেনারেল, পারিষদদের প্রধান, চিকিৎসক আর ওঝাদের নেতা। এবং নদওয়েঙ্গোর যত গবাদি পশু আছে, তার অর্ধেকের মালিক। তাঁকে এ ক্ষমতাও দিতে হবে, যাতে করে নতুন বিশ্বাসকে এই রাজ্য থেকে সমূলে উৎখাত করতে পারেন, যেটা ক্ষতিকর ঝোপের মত গোটা এলাকাকে গ্রাস করে ফেলেছে। আর, যারা এই ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের বিচার করার অধিকারও তাঁর হাতে থাকতে হবে।

BanglaBook.org

'"আপনার ভাই নদওয়েঙ্গো রাজ্য শাসনে খুবই দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। তা ছাড়া, সাদা মানুষটা, যাঁর নাম বার্তাবাহক, তিনিও রাজাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। যেমন: কীভাবে পাঁচিল আর দুর্গ তৈরি করতে হয়, কীভাবে সৈনিকদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হয়, কীভাবে তাদেরকে অনুশীলন করাতে হয়। রাজা এখন এতটাই শক্তিশালী, যুদ্ধ করে আপনি তাঁর সাথে পেরে উঠবেন বলে মনে হয় না। যদিও সাপ এমন জায়গায় যেতে পারে, যা মানুষ পারে না। আপনিও সাপের ভূমিকা নেবেন। নদওয়েঙ্গোর কাছে দূত পাঠান, তাঁকে বলুন:

'"ভাই আমার, আমার চেয়ে তোমাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তাই আমার বদলে তুমি আজ রাজা। অস্বীকার করব না, সেজন্য আমার মন খুব তেতো হয়ে আছে। সে তিক্ততা এতটাই গভীর যে, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যতটা সম্ভব শক্তি সঞ্চয় করেছি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আমরা যদি যুদ্ধ করি, শেষ পর্যন্ত দু'জনের একজনও হয়তো রাজ্য শাসন করার জন্য বেঁচে থাকব না। আমাদের প্রজারাও ভাল কিছু পাবে না সে যুদ্ধ থেকে। তাই ভাবছি, উত্তর দিকে তো খুবই চমৎকার একটা এলাকা পড়ে রয়েছে, বিরাট চওড়া, অথচ খুব কম লোক বাস করে। ঠিক করেছি, ওখানে যাব আমি, তোমার আর আমার মাঝখানে থাকবে পাহাড় আর নদী। ওখানে, তোমার সীমান্ত থেকে অনেক দূরে, আমিও রাজ্য শাসন করতে চাই।

'"ওই এলাকায় যেতে হলে, আমাকে একটা গিরিপথ পার হতে হবে, যেটা তোমার প্রাসাদ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তাই তোমার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি: যেসব মহিলা আর শিশুকে ওই পথে পাঠাব, বা তাদের আগে প্রহরীদের, তাদের ওপর যেন হামলা করা না হয়। তোমার তো জানার কথা, দুর্গম হওয়ায় ওই পথে খুব ধীরে-ধীরে এগোতে হয়।

BanglaBook.org

'"আমাকে আর আমার লোকজনকে শান্তিতে পার হয়ে যেতে দিয়ো, তা হলেই আমাদের ঝগড়া মিটে যাবে। কিন্তু তুমি যদি আমার বিরুদ্ধে একটা বর্শাও তোলো, তা হলে তোমাকে একটা যুদ্ধ উপহার দেব আমি।"

'ঠিক এই কথাগুলো রাজপুত্র হাফেলার দূতের মাধ্যমে রাজা নদওয়েঙ্গোর কানে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করবে তুমি, নোমা। আমার ধারণা, ভাইয়ের প্রস্তাবে রাজি হবেন নদওয়েঙ্গো।'

বক্তব্য শেষে বলল হোকোসা, 'কী-কী বললাম, বলো তো একবার।'

শব্দের পর শব্দ ঠিক রেখে পুনরাবৃত্তি করল নোমা, একটুও ভুল হলো না।

'ভয় পাবেন না,' স্বামীকে বলল নোমা। 'সব কথা মনে থাকবে আমার।'

তেরো

ঝুড়িভর্তি ফল

তিন দিন পর ঘোষণা করা হলো: অগ্নিগোষ্ঠীর নারীদের রীতি অনুসারে, মৃত সন্তান প্রসব করার পর নোমা এখন পবিত্রকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে যাচ্ছে। ওখানে কিছুদিন থাকবে সে। পূর্বপুরুষদের সবক'টা আত্মার

BanglaBook.org

উদ্দেশে বলি দেবে। তাঁরা যাতে ওর ওপর আর রাগ করে না থাকেন। আর ভবিষ্যতে যাতে এরকম দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করেন তাকে।

এধরনের পারিবারিক ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কাজেই কেউ তেমন কোন মন্তব্যও করল না। তবে অনেকেই খেয়াল করল যে, গোষ্ঠীর নিয়ম ধরে নোমার সঙ্গে যে চারজন সেবিকা যাচ্ছে, তারা সবাই সৈনিকদের স্ত্রী; যাদের স্বামীরা সেনাবাহিনী ত্যাগ করে হাফেলার কাছে চলে গেছে। ব্যাপারটা নদওয়েঙ্গোও বিশেষভাবে লক্ষ করল, হোকোসা যখন তাঁর স্ত্রীর ভ্রমণের আনুষ্ঠানিক অনুমতি চাইতে গেল।

'পাঠাতে যখন চাইছেন, তখন পাঠান,' বলল নদওয়েঙ্গো। 'তবে আমি এসব প্রথার ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। ও, হ্যাঁ, হোকোসা, আরেকটা কথা–যদিও আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকজন মহিলা যাচ্ছে, তবে আমার মনে হচ্ছে, তিনি ফেরার সময় একা ফিরবেন।'

'কেন, রাজা?' জিজ্ঞেস করল হোকোসা। 'কেন আপনার একথা মনে হচ্ছে?'

'কারণটা তো পরিষ্কারই–নোমার সঙ্গে যারা যাচ্ছে, তাদের সবার স্বামী রয়েছে ওই শহরে, যেখানে রয়েছে হাফেলা। পবিত্র পাহাড়টা তো ওদিকে যাবার পথের ধারেই। ঠিক আছে, যাক। তবে, হোকোসা, এখানে কিছু লোক আছে, যারা হাফেলার কাছে বার্তা পাঠানোর কাজে ওদের ব্যবহার করতে পারে।' কথা শেষ করে হোকোসার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন নদওয়েঙ্গো।

'আমি তা মনে করি না, রাজা,' বলল হোকোসা। 'বোকা ছাড়া আর কেউ কোন মহিলার মাধ্যমে গোপন কিছু পাচার করতে চাইবে না। ওদের জিভ খুব বেশি লম্বা, আর স্মৃতিশক্তি

BanglaBook.org

খুব দুর্বল।'

'অথচ আমি শুনেছি, অদ্ভুত অনেক কাজেই মেয়েদের ব্যবহার করেছেন আপনি। এখন বলুন তো, কিছুদিন আগে রাতের বেলায় গোরস্তানে নোমাকে নিয়ে কী করছিলেন আপনি? অনুমতি না নিয়ে ওখানে ঢোকার মানে তো আইন ভাঙা। ...উঁহুঁ, অস্বীকার করবেন না। মাঝরাতের পর আপনাদের ওই উপত্যকায় ঢুকতে দেখা গেছে, ফিরেছেন ভোর হবার পর। আপনার স্ত্রী টলতে-টলতে হাঁটছিলেন, যেন নেশা করেছেন। অসম্ভব সাহসী বলে তাঁর খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও ওইসময় তাঁকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। ...নাহ, জাদুকর, আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ...কেন করব? আপনি আমার বাবার বন্ধু, তিনিই আপনাকে এত বড় হতে সাহায্য করেছেন। অথচ আমার ভাইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁকেই আপনি বিষ খাওয়ালেন। সবই আমি জানি। জেনেও কিছু বলিনি, কারণ আমার প্রিয় একজন আপনার হয়ে সুপারিশ করেছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন প্রতিশোধ না নিতে। আপনি ছিলেন ভুয়া ঈশ্বরের পুরোহিত। সবার চোখের সামনে সেই ঈশ্বরের পতন ঘটল। অথচ আপনি একবারও তার নিন্দা করলেন না। কীভাবে জানব, বাবার মত আমাকেও আপনি বিষ খাওয়াবেন না? কিংবা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করবেন না প্রজাদের?'

'আপনার জন্য একটাই পথ খোলা আছে, রাজা,' সবিনয়ে বলল হোকোসা। 'আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন। আমি কে যে, সাহস করব আপনার সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হবার?'

'অনেক আগেই আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত ছিল, হোকোসা,' কঠিন সুরে বলল নদওয়েঙ্গো। 'শুধু একজনের জন্য পারিনি। তিনি বলেছেন, আপনার মধ্যেও নাকি ভাল কিছু আছে। সেটা আপনার ভেতরে থাকা অশুভ শক্তিকে পরাজিত

BanglaBook.org

করবে। তা ছাড়া, আমি যে আইন মেনে চলি, তাতে কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নিঃসন্দেহে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত রক্ত ঝরাতে নিষেধ করা হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধে নিরেট প্রমাণ এখনও আমার হাতে আসেনি। তারপরও, হোকোসা, সময় থাকতে সাবধান হোন।'

হোকোসা বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে টমাস ওয়েন ঢুকলেন রাজদরবারে।

'কী খবর, বার্তাবাহক?'

'জন ফিরে এসেছে। সঙ্গে করে একটা চিঠি নিয়ে এসেছে সে। সেটা পড়ে জানতে পারলাম, আমি যে কাজ শুরু করেছি, তার দায়িত্ব বুঝে নিতে খুব শিগ্‌গিরই তিনজন শিক্ষক আসছেন এখানে।'

'বাহ, খুশির খবর,' বলল নদওয়েঙ্গো। 'কিন্তু আপনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে চাইছেন তাঁদেরকে, তার মানে কি আমাদের ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছেন?'

'অনেকটা তা-ই। এখানে আমার কাজ ভালভাবেই সমাপ্ত হয়েছে। কাজেই এখন আমার উচিত অন্য কোথাও মনোযোগী হওয়া। আপনাদের জন্য মন খারাপ করবে। কিন্তু চিরকাল থেকে যাওয়ার তো উপায় নেই।' বিষণ্ন একটু হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে।

বুকভরা তিক্ততা নিয়ে বাড়ি ফিরল হোকোসা। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি বার্তাবাহকের চাকর নদওয়েঙ্গো তার পরিকল্পনা সম্পর্কে এতকিছু জানেন।

এসব ওই সাদা পয়গম্বরের কীর্তি; তিনিই নিশ্চয় নদওয়েঙ্গোকে জানিয়েছেন যে, রাজা উমসুকাকে খুন করার জন্য হাফেলার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল সে।

BanglaBook.org

তবে সাদা বার্তাবাহক নিজে কীভাবে তা জেনেছেন, এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। সম্ভবত উঁচুদরের জাদু জানা থাকায় তার মনের সব কথা পড়ে ফেলছেন ওই সাদা দুশমন। সে যখন নোমাকে নিয়ে মৃত রাজাদের আস্তানায় গিয়েছিল, ওইসময় তার ওপর নজর রাখছিলেন তিনি, কিংবা রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই লোকই নদওয়েঙ্গোকে তার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। সবচেয়ে খারাপ বিষয়, তাকে বিদ্রূপ আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। রাজার কাছে সুপারিশ করা হচ্ছে, তাকে যেন শাস্তি দেয়া না হয়।

এর একটা বিহিত না করলে আর চলছে না। হয় সে বার্তাবাহককে খুন করবে, না হয় নিজেই খুন হয়ে যাবে।

বাড়িতে ঢুকে হোকোসা দেখল, নোমা একটা গাছের নিচে বসে পুঁতি দিয়ে মালা গাঁথছে। ঘরকন্নার কাজ সতীন জিনতির ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবেই অলস সময় কাটায় সে। বৃদ্ধা জিনতি সুগৃহিণী। তার সময় কাটে বিয়ার তৈরি আর রান্নাবান্নার কাজে। ধর্মকর্ম, রাজনীতি কিংবা রাজার ভাল-মন্দ নিয়ে চিন্তা করার ফুরসত নেই তার।

কিছুদিন হলো এই গাছটার ছায়া নোমাকে খুব টানছে। কারণ এটার নিচেই মাটি-চাপা দেয়া হয়েছে তার মৃত সন্তানকে।

'অনুমতি পেলেন?' মুখ তুলে জানতে চাইল নোমা।

'তা পেয়েছি। তবে রাজা আমাদের সন্দেহ করছেন।' রাজার সঙ্গে কী-কী কথা হয়েছে, সব শোনাল হোকোসা স্ত্রীকে।

'ওই সাদা মানুষ বইয়ের মত পড়ে ফেলছেন আপনাকে,' মন্তব্য করল নোমা।

দাঁতে দাঁত পিষল হোকোসা। 'শিগ্‌গিরই সব বই তাঁর জন্য বন্ধ হয়ে যাবে!'

বাড়ির গেটের দিকে হেঁটে গেল সে। খোলাই রয়েছে গেট,

BanglaBook.org

চৌকাঠের গায়ে হেলান দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। হঠাৎ খেয়াল করল, এক নারী হেঁটে আসছে তার দিকে। মাথায় ফলভর্তি ছোট একটা ঝুড়ি। এই মহিলাকে চেনে সে। বার্তাবাহকের বাড়িতে টুকিটাকি কাজ করে। তাঁর নতুন বাড়ি, নতুন গড়া চার্চের পাশেই।

হোকোসা লক্ষ করল, মহিলা তার দিকে বারবার আড়চোখে তাকাচ্ছে। যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

'শুভ সকাল,' বলল হোকোসা। 'কেমন আছ তুমি?'

হোকোসার জানা আছে, মহিলার স্বামী লোক ভাল নয়। মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে স্ত্রীকে, তারপর সুন্দর আর কম বয়স দেখে আরেক মেয়েকে বিয়ে করেছে।

হোকোসার কথা শুনে মহিলার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। চোখ দুটো ভরে উঠল পানিতে।

'ভেতরে এসো,' কোমল গলায় বলল হোকোসা। 'তোমার সব কথা শুনব।'

চারদিকে চোখ বোলাল মহিলা, আশপাশে কেউ নেই দেখে দ্রুত গেট পেরিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল।

'এবার বলো, কী হয়েছে,' জানতে চাইল হোকোসা। 'তার আগে বলো, এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

'ভয় পাচ্ছি, যদি কেউ দেখে ফেলে, আমি এখানে ঢুকেছি!'

'কেন, দেখে ফেললে কী হবে?' হোকোসা বিস্মিত।

'কী হবে? আমি যে খ্রীষ্টান হয়েছি, গুরু। ওঝা বা জাদুকরদের সঙ্গে পরামর্শ করা খ্রীষ্টানদের জন্য একদম নিষিদ্ধ। আমার ব্যাপারটা হলো–'

'জানি আমি।' হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল হোকোসা। 'স্বামী তোমাকে তাড়িয়ে দিয়ে আরেকজনকে নিয়ে সুখে আছে। সেই মেয়ে আবার তোমারই সৎ-বোন, যাকে তুমি ছোটবেলা

BanglaBook.org

থেকে মানুষ করেছ।'

'ওহ, গুরু, আপনি তা হলে সবই শুনেছেন!'

'না, কিছুই শুনিনি আমি। এইমাত্র জানলাম। আরে, বোকা, আমি না জাদুকর!' এক মুঠো ধুলো তুলল হোকোসা, ফুঁ দিয়ে ওড়াল। 'কাল রাতে তুমি চুপিচুপি স্বামীর বাড়িতে গিয়েছিলে...কী, ঠিক বলছি না? গেট পার হবার সময় একটা কুকুর তোমাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে উঠেছিল। কুঁড়ের সামনে নতুন বউকে নিয়ে বসে ছিল তোমার স্বামী। বউটা তোমাকে ঢুকতে দেখেছে, কিন্তু ভান করল, দেখতে পায়নি। তারপর তোমার চোখের সামনে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল স্বামীকে। সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা, আর সহ্য করতে না পেরে ওদেরকে গালমন্দ শুরু করলে তুমি। আর সতীন যা নয়, তা-ই বলে তোমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলল স্বামীকে। একটা লাঠি দিয়ে তোমাকে পেটাল স্বামী। মারতে-মারতে বের করে দিল বাড়ির বাইরে। সেই মারের দাগ এখনও তোমার কাঁধে ফুটে আছে।'

'সত্যি, সব সত্যি!' ফুঁপিয়ে উঠল মহিলা।

'হ্যাঁ, সত্যি তো বটেই। কিন্তু এখন তুমি আমার কাছ থেকে কী আশা করো?'

'জাদুকর গুরু, আমি এমন একটা ওষুধ চাই যে ওষুধের প্রভাবে আমার স্বামী ওই মেয়েকে ঘৃণা করবে। আবার আগের মত অন্তর দিয়ে ভালবাসবে আমাকে।'

'তা হলে তো খুবই শক্তিশালী ওষুধ হতে হবে,' বলল হোকোসা। 'যে ওষুধ একজন লোককে অল্পবয়সী রূপসী তরুণীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করবে। একই সঙ্গে বাধ্য করবে প্রায় কুৎসিত আর বয়স্কা এক মহিলাকে ভালবাসতে।'

BanglaBook.org

'আমি যেমনই হই,' বেচারি মহিলা উত্তর দিল। 'তাকে ভালবেসেছি, দীর্ঘ পনেরো বছর সেবা করেছি তার।'

'তোমার যদি পরামর্শ দরকার হয়, তা হলে সাদা মানুষের কাছে যাচ্ছ না কেন? তাঁর কাছে গিয়ে ওষুধ চাও।'

'গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে কাজ দিয়েছেন, খেতে দিয়েছেন। কিন্তু বলেছেন, এধরনের সমস্যা সমাধান করার মত কোন ওষুধ তাঁর কাছে নেই। বলেছেন, আকাশের ওপর মহৎপ্রাণ যিনি থাকেন, তিনিই শুধু পারেন আমার স্বামীর মন গলাতে। পারেন সৎ-বোনের নষ্টামি বন্ধ করতে।'

'হুম। যে ওষুধ খুঁজছ, তার বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দেবে?'

'আমি খুব গরিব, গুরু। আপনাকে দেয়ার মত কিছুই আমার নেই। নতুন বউয়ের চাকরানি হিসেবে যখন স্বামীর বাড়িতে থাকতে রাজি হলাম না, আমার নিজের যে গরু আর পাঁচটা ছাগল পাওনা হয়, তা-ও আমাকে দিল না। সন্তান না হওয়ায়, ওগুলো আমার প্রাপ্য।'

'তোমার তো খুব সাহস! চিকিৎসার জন্য ওঝার কাছে এসেছ, অথচ খালি হাতে! ...যা-ই হোক, ঝুড়ির ওই ফলগুলো আমাকে দাও। আমার স্ত্রীর খুব পছন্দ এই ফল।'

'দুঃখিত, গুরু, তা আমি পারব না,' বলল মহিলা। 'এটা বার্তাবাহকের জন্য উপহার। আজ প্রার্থনার পর এই ফল খাবেন তিনি।'

'তা হলে ওষুধ না নিয়েই ফিরে যেতে হবে তোমাকে।'

চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও থেমে গেল মহিলা। কী ভেবে বলল, 'গুরু, এই ঝুড়িটা বার্তাবাহকের জন্য। আমি আপনার জন্য এই ফল জোগাড় করতে পারব।'

'কখন পারবে?'

BanglaBook.org

'এখনই, এক ঘণ্টার মধ্যে। সদিচ্ছার প্রমাণ হিসেবে এই ফল আমি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি।'

'বেশ। ফল আনলে ওষুধ পাবে।'

চোদ্দ

ফলাহার

হোকোসার বাড়ি থেকে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে গেল মহিলা।

নিজের সব ওষুধপত্র বের করল হোকোসা। তা থেকে খানিকটা ধুলোর মত মিহি পাউডার আর কাকের ডানা থেকে সংগ্রহ করা দুটো পালক নিল। সরু পাইপের মত পালকগুলো, ভেতরটা ফাঁপা। একটা ফল রাখল হোকোসা নিজের সামনে, প্রথম পালকটা ওটার ভেতর ঢোকাল। দ্বিতীয় পালকের ভেতর ভরল পাউডার। হাতের মৃদু ঝাঁকির সাহায্যে সেই পাউডার আবার ঢালল প্রথম পালকের ভেতর। কাজ শেষ হতে ফল থেকে বের করে নিল পালক।

প্রতিটি ফলেই করা হলো একই কাজ, তারপর এক-এক করে রাখা হলো ঝুড়িতে। খুবই সাবধানী হোকোসা, যত্নের সঙ্গে কাজ করছে। যতই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হোক, কেউ ধরতে পারবে না, এই ফলের ওপর কারিগরি ফলানো হয়েছে।

'এটা খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মরে যাবে?' জানতে চাইল নোমা। একটা পর্যায়ে ঘরে ঢুকে স্বামীকে এই কাজ করতে দেখে

BanglaBook.org

কৌতূহলী হওয়ায় ওকে পরিকল্পনাটা খুলে বলেছে হোকোসা।

'না, তা মরবে না। তবে এই ফল যে খাবে, তিন দিন পর তার আমাশয় আর জ্বর শুরু হবে। সাত হপ্তা পেরিয়ে গেলেও সুস্থ হবে না। স্বাস্থ্য খুব ভাল হলে তিন মাস ভুগবে, তারপর মারা যাবে। সবাই ভাববে, মৃত্যুটা প্রাকৃতিক, কেউ কিছু ধরতেও পারবে না।'

'শুধু সেই ঈশ্বর হয়তো পারবেন, সাদা মানুষ যাঁর পূজা করেন।'

আকস্মিক একটা আতঙ্ক গ্রাস করল হোকোসাকে। লাফ দিয়ে সিধে হলো সে, অভিশাপ দিচ্ছে স্ত্রীকে।

নোমাও চুপ রইল না। বলল, 'আমি আপনাকে ঘৃণা করি, হোকোসা!'

এক ঘণ্টার মধ্যে এল সেই মহিলা, হাতে আরেক ঝুড়ি ফল।

'আপনি এগুলো চেয়েছিলেন, গুরু,' বলল সে। 'এবার আমার ফল ফিরিয়ে দিন, সঙ্গে কী ওষুধ দেবেন, দিন।'

তার হাতে ঝুড়িটা ধরিয়ে দিল হোকোসা, সঙ্গে দিল মেষ শিশুর ছালে মোড়া একটা প্যাকেট। তাতে খানিকটা সেই পাউডার রয়েছে, যে পাউডার দিয়ে ফলগুলোকে বিষাক্ত করা হয়েছে।

'এই ওষুধ আমি কীভাবে ব্যবহার করব?' জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'এটা তোমার সৎ-বোনের খাবারে কোনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। ব্যস, তারপর থেকে তাকে দেখতে পেলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে তোমার স্বামী।'

'কিন্তু আমাকে আবার ভালবাসবে তো?'

কাঁধ ঝাঁকাল হোকোসা, চুপ করে আছে। একটু পরে বলল,

BanglaBook.org

'তা আমি জানি না। ওদিকটা তোমাকেই দেখতে হবে।'

'আপনার ওষুধ ওই পাজি মেয়ের কোন ক্ষতি করবে না তো?' গলায় সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল মহিলা। 'আমার অনেক ক্ষতি করেছে সে, মনটা ভেঙে দিয়েছে। তবু সে আমার বোন, যাকে আমি ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছি। ওর কোন ক্ষতি করতে চাই না আমি। শুধু যদি স্বামী আমার কাছে ফিরে আসে, আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, তাতেই আমি খুশি। বোনও আমাদের সঙ্গে এক ছাতের নিচে থাকতে চাইলে থাকুক, সন্তানের জন্ম দিক, আমার মত নিঃসন্তান হয়ে থাকুক, তা আমি চাই না।'

'আরে, মেয়েলোক রে! বকবক করে ক্লান্ত করে ফেলল,' ধৈর্য হারিয়ে বলল হোকোসা। 'আমি কি বলেছি, আমার ওষুধ তার ক্ষতি করবে? বলেছি, ওই মেয়েকে দেখামাত্র তোমার স্বামীর মন ঘৃণায় ভরে যাবে। এবার বিদায় হও, আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও।'

ওষুধটা চুলের ভেতর লুকাল মহিলা, তারপর ফলভর্তি ঝুড়িটা নিয়ে যতটা সম্ভব গোপনে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

মহিলার গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হোকোসা, এসময় নোম্বা আবার ফিরে এল। জানতে চাইল, 'ওকে আপনি মরণের ওষুধ দিলেন কেন?'

'কিছু বললে?' স্ত্রীর দিকে তাকাল হোকোসা।

'জানতে চাইছি, মহিলাকে আপনি মরার ওষুধ দিলেন কী জন্য? তার স্বামীর প্রতি আপনার কোন ঘৃণা আছে? কিংবা ওই রূপসী মেয়েটার ওপর?'

'তোমার একটা অনুমানও সত্যি নয়,' জবাব দিল হোকোসা। 'ওদের কারও সঙ্গে আমার কখনও পরিচয়ই হয়নি। ...বোকা মেয়েমানুষ! আমার প্ল্যানটা তুমি ধরতে পারোনি?'

BanglaBook.org

'পুরোটা নয়।'

'তা হলে শোনো। মহিলা তার বোনকে ওষুধ খাওয়ানোর ফলে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটবে মেয়েটার। মহিলা এতে ধরা পড়ে যেতে পারে, আবার না-ও পারে, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাকে সন্দেহ করা হবে। কারণ সবাই জানে, ওই পরিবারটা সমস্যা আর অশান্তির মধ্যে ছিল। ...মহিলা বার্তাবাহককে ফলগুলো পৌঁছে দেবে, সেগুলো খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন তিনি, একসময় মারা যাবেন। এখন, লোকে যদি ভাবে যে, বার্তাবাহককে বিষ খাওয়ানো হয়েছে, বিষ প্রয়োগের জন্য কাকে দায়ী করবে তারা?'

'মহিলা বলবে, আপনি তাকে ওষুধটা দিয়েছেন। হয়তো আপনার কাছে আসার কথাটা স্বীকার করবে সে।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল হোকোসা। 'প্রথমত, খ্রীষ্টান হওয়ায়, ওঝার কাছে আসার কথা স্বীকার করতে সাহস হবে না তার। আমার কাছ থেকে ওষুধ নেয়ার কথা স্বীকার করার মানে হবে নিজের অপরাধ স্বীকার করা। তা ছাড়া, কেউ ওকে এখানে আসতে দেখেনি। জিজ্ঞেস করা হলে আমিও অস্বীকার করব।

'এখন যাও, ফলগুলো ছাগলকে খেতে দাও, তারপর ঝুড়িটা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো।'

দু'ঘণ্টা পর। রাজবাড়ির পাশ ঘেঁষে হাঁটছে হোকোসা। ওয়েনের নতুন ছোট্ট বাড়ি আর চার্চটা কাছেই। পাশ কাটানোর সময় আপনা-আপনিই চলার গতি ধীর হয়ে এল তার।

বাড়ির সামনের অংশে চওড়া বারান্দা। বার্তাবাহক সেখানে বসে রয়েছেন, তাঁর সামনে বিকেলের নাস্তা।

দূর থেকেই সাদা মানুষকে অভিবাদন জানাল হোকোসা,

BanglaBook.org

তবে ওয়েন সম্ভবত সেটা খেয়াল করলেন না।

জাদুকরের খুব জানতে ইচ্ছে করছে, বিষ মেশানো ফলগুলো তিনি খেয়েছেন কি না। এ-ও ভাবলেন, সমাপ্তি ঘনিয়ে আসার আগে সন্দেহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা নেয়া উচিত তার। আর সেটা করা যায় সাদা মানুষকে এটা বুঝতে দিয়ে যে, সে আর তাঁকে প্রতিপক্ষ বা শত্রু বলে মনে করে না। বরং বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চায়। তা ছাড়া, নতুন ধর্মের প্রতিও তার কোন বিদ্বেষ নেই। এমনকী এই ধর্মে দীক্ষা নেয়ার কথাও গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছে সে।

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল হোকোসা, কিছু একটা অজুহাত খুঁজছে। সঙ্গে-সঙ্গে তা পেয়েও গেল। আজ সকালেই তো রাজা তাঁকে বলেছেন, ওয়েন তার হয়ে সুপারিশ করেছেন। জাদুবিদ্যার চর্চা এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সে এখন বার্তাবাহকের কাছে যাবে, কৃতজ্ঞ এবং অনুতপ্ত একজন মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ওয়েনের কাছাকাছি হলো হোকোসা, জড়সড় হয়ে বসে থাকা ধর্মান্তরিতদের ছোট্ট ভিড়ের মধ্যে বসল উবু হয়ে। নতুন শিষ্যরা তাদের শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে আছে। শিক্ষক পালা করে তাদের সমস্যা শুনছেন আর সমাধান দিচ্ছেন।

হোকোসা যেখানে বসেছে, সেখান থেকে বারান্দা দশ কদম দূরেও নয়। একটা পাত্র থেকে রোস্ট করা সামান্য মাংস খাবার পর ওয়েন হাত বাড়িয়ে একটা ঝুড়ি টেনে নিলেন। ঝুড়িটা চিনতে পারল জাদুকর।

ঝুড়ি থেকে একটা ফল তুললেন ওয়েন। আর ঠিক তখনই হোকোসাকে দেখতে পেলেন তিনি। হাতের ফলটা আবার ঝুড়িতে রেখে দিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন জাদুকরকে।

BanglaBook.org

এসময় আশ্চর্য একটা অনুভূতি গ্রাস করল জাদুকরকে। বহুবছর সংস্পর্শে না থাকায় অনুভূতিটা একদম নতুন লাগছে–যেটাকে সরল ভাষায় বিবেকের দংশন বলা যায়। সে যা করতে যাচ্ছে, তাতে নির্ঘাত বার্তাবাহকের মৃত্যু ঘটবে। তিনি একজন ভালমানুষ, দয়ালু, আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কোনরকম অন্যায়-অপরাধ, জুলুম-নির্যাতন করার অভিযোগ আনতে পারেনি। এরকম একজন অমায়িক মানুষকে কেন তাঁর খুন করতে হবে?

একথা সত্যি, এর আগে কখনও নিজের পথ থেকে প্রতিপক্ষ বা শত্রুকে সরিয়ে দিতে ইতস্তত করেনি জাদুকর। সেটা উচিত পন্থায় হোক বা অনুচিত পন্থায়। নির্দয় হওয়া জাদুবিদ্যা চর্চার অন্যতম শর্ত, এই শিক্ষা পেয়েই বড় হয়েছে সে। ত্রাস সৃষ্টি করে আর অশুভ শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে ক্ষমতার একটা বলয় তৈরি করতে হয়। জাদুবিদ্যার মূল ভিত হলো অন্তর্দৃষ্টি আর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। চর্চার মাধ্যমে এমন এক উৎকর্ষ অর্জন করা সম্ভব যে, একজন জাদুকর প্রায় অতিমানব হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু এই মুহূর্তে সবকিছু গুরুত্বহীন মনে হচ্ছে তার। মনে প্রশ্ন জাগছে–এতকিছু করে কী লাভ? বিজয় বা পরাজয় বিশ-তিরিশ বছর পর কী তাৎপর্য বহন করবে তার জন্য?

কিছুই না।

রাজ্যটা নদওয়েঙ্গো শাসন করুন বা হাথেলা, তাতে তার কী আসে-যায়? এই জনগোষ্ঠী খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরকে পূজা করুক, কিংবা অগ্নিপূজক হোক, তার কী?

না, বার্তাবাহকের ক্ষতি করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। ওই ফল খেতে তাঁকে বাধা দেবে সে। একটা উপায়ে তা সম্ভব। সে বলবে, ফলগুলো পাকেনি। তা হলেই কাজ হবে, আশা করা

BanglaBook.org

যায়।

কিন্তু সে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সচেতন হতেই দেখল, ইতোমধ্যেই ফলে কামড় দিয়ে ফেলেছেন ওয়েন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। নাহ, হলো না।

তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সামনে বসে থাকা এক শিশুর হাতে একটা ফল ধরিয়ে দিলেন বার্তাবাহক। ফল পেয়ে মহা খুশি শিশুটি, সঙ্গে-সঙ্গে কামড় বসাল।

পনেরো

নোমা আর হাফেলা

বারান্দার দিকে এগোল হোকোসা। চেহারায় ভাব-গাম্ভীর্য ধরে রেখে সাদা মানুষের উদ্দেশে মাথা নত করে অভিবাদন জানাল।

'কেমন আছেন?' জানতে চাইলেন ওয়েন। 'খাবেন কিছু? যদিও এগুলো ছাড়া দেয়ার আর কিছু নেই।' ফলের ঝুড়িটা বাড়িয়ে দিলেন হোকোসার দিকে।

'ধন্যবাদ, না। বছরের এসময়ে এই ফল ঠিক স্বাস্থ্যকর নয়। যদ্দূর জানি, এটা খেলে আমাশয় হয়।'

'তা-ই নাকি! ওই রোগে একবার ভুগেছি, আবার ধরলে একদম মেরে ফেলবে। ...আসুন, ভেতরে গিয়ে বসি।'

ছোট্ট বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে অতিথিকে বসালেন তিনি।

BanglaBook.org

'বার্তাবাহক,' বিনয়ের সঙ্গে বলল জাদুকর। 'অতীতে আমি অনেক অন্যায়-অপরাধ করেছি, যার জন্য রাজা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি আপনার জন্য। আপনি আমার হয়ে সুপারিশ করেছেন। বলেছেন, আমাকে যেন ক্ষমা করা হয়। আপনার কথা তিনি ফেলতে না পারায় আজও বেঁচে আছি আমি। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। আপনার জায়গায় আমি হলে রাজার কানে ফিসফিস করে ঠিক উল্টো কথাটাই বলতাম। আর কিছু না হোক, নিজেকে তো আমি চিনি।'

'এ ব্যাপারে আর কোন কথা নয়, বন্ধু,' নরম সুরে বললেন ওয়েন। 'আমরা সবাই পাপী। কিন্তু প্রত্যেকেরই উচিত, পুরনো পাপের কথা ভুলে যাওয়া। সাজা দেয়ার জন্য চেঁচামেচি করা নয়।

'একথা সত্যি যে, এখনও আপনি ডাকিনী বিদ্যার চর্চা বন্ধ করেননি। আমার প্রচার করা পবিত্র বিশ্বাসকে এখনও ঘৃণা করেন আপনি। এর বিরুদ্ধে যা-যা করার, সবই করছেন। আপনি বড় হয়েছেন এই ডাকিনী বিদ্যা শিখতে-শিখতে। তাই এসব আপনার পক্ষে ভুলে যাওয়া সহজ নয়।

'কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার আত্মার ভেতর শুভ আর অশুভ পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে। প্রার্থনা করি, বিশ্বাস করি, অশুভকে কাবু করে বিজয়ী হবে শুভ।

'এখন প্রার্থনা করার সময়। চার্চে যাচ্ছি আমি। আপনি আসবেন?'

তাঁর পিছু নিয়ে চ্যাপেলে গেল হোকোসা।

প্রচুর লোক ধর্মান্তরিত হয়েছে, তাদের উপস্থিতিতে উপচে পড়ছে উপাসনালয়। এমনকী দোরগোড়াতেও ভিড় লেগে রয়েছে। বিস্মিত হলেও হোকোসাকে জায়গা করে দিল

BanglaBook.org

তারা।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হলো, সংক্ষিপ্ত আর সহজ অনুষ্ঠান। প্রথমে চার্চের মঙ্গল কামনায়–অবিশ্বাসীরা যাতে বিশ্বাস আনে–এবং রাজার নিরাপত্তা ও প্রজাদের সুখ-শান্তি কামনায় প্রার্থনা করলেন ওয়েন।

এরপর একটা পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ করে শোনাল জন। ওয়েন অনূদিত সেইন্ট পল-এর ব্যাখ্যা–মৃত ব্যক্তি কীভাবে পুনর্জীবিত হলো।

জনের পড়া শেষ হলে শিষ্যদের উদ্দেশে কিছু কথা বললেন ওয়েন। বই থেকে উদ্ধৃতিও দিলেন। এতদিনে ওস্তাদ হয়ে উঠেছেন ওদের ভাষায়। বলতে পারেন চমৎকার।

যারা অনুতপ্ত নয়, বিচারের দিন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন ব্যাখ্যা করলেন ওয়েন, অনেকে গুঙিয়ে উঠে ফোঁপাতে লাগল। কেউ কাঁদতে লাগল ভেউ-ভেউ করে। ক্ষমা পেয়ে ভবিষ্যতে কীরকম আনন্দময় জীবন কাটাবে, এই বর্ণনা যখন এল, খুশিতে চকচক করে উঠল শিষ্যদের চোখ-মুখ।

ওদের মধ্যে ফল-আনা মহিলাকে দেখতে পেল হোকোসা, যাকে 'ওষুধ' দিয়েছিল সে।

ওয়েনের মুখে কঠিন সব শাস্তির কথা শুনে কাঁপতে শুরু করল মহিলা। তারপর এক পর্যায়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল চ্যাপেল থেকে।

বেরোল হোকোসাও। চার্চের অনুষ্ঠান শেষে।

'আমার বিশ্বাস, আপনি আবার আসবেন,' হোকোসাকে বললেন ওয়েন।

'আসব, বার্তাবাহক, প্রতিদিন আসব,' বলল জাদুকর। 'আর যদি অনুমতি দেন, আপনার কাছ থেকেও শিখতে চাই আমি। নতুন ধর্মের কিছুই আমি বাদ দিতে চাই না।'

BanglaBook.org

পরদিন সকালে নোমা যাত্রা শুরু করল। পবিত্রকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রথমে সে নির্দিষ্ট একটা পাহাড়ে উঠবে। উপোস করবে ওখানে। মৃত সন্তান প্রসব করায় ওর যে পাপ হয়েছে, সেই পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ধ্যানমগ্ন হবে।

সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত এসব মানুষের দৃষ্টিতে মৃত সন্তানের জন্ম দেয়া অপরাধতুল্য একটা কাজ। সমাজ এই ইঙ্গিত দেয় যে, সংশ্লিষ্ট নারী আত্মাদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে। তাঁদেরকে ওর সন্তুষ্ট করতে হবে। আর সন্তুষ্ট করার ঐতিহ্যবাহী আয়োজনটা হতে হবে নির্দিষ্ট পাহাড়ের মাথায়।

'ওঁরা যে আমার উপর খেপে আছেন, এতে আর আশ্চর্য কী,' ভাবছে নোমা। 'যেখানে কারও পা ফেলা নিষেধ, সেখানে আমি আমার নোংরা পা ফেলেছি। আত্মাদের বিশ্রামে বাধা সৃষ্টি করেছি।'

পাহাড় থেকে নেমে নতুন এক পাড়ি ধরল নোমা। সঙ্গে সেবিকারা রয়েছে। দশ দিনের মাথায় পৌঁছুল আরেক পাহাড়ে। ওখানেই বাস করে রাজপুত্র হাফেলা।

পাহাড় ও তার চারপাশ প্রায় দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রহরাও খুব কড়া। নানারকম ভোগান্তি আর দীর্ঘ অপেক্ষার পর মেয়েদের দলটা ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেল।

একটু দেরিতে হলেও হাফেলার কানে পৌঁছুল খবরটা–নোমা এসেছে। তার সঙ্গে কথা বলতে চায় ও। সঙ্গে-সঙ্গে ওকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য লোক পাঠাল হাফেলা।

নোমাকে রাতের বেলা একা, নিজের খাস কামরায় সাক্ষাৎ দিল সে। কামরায় ঢুকে তার সামনে দাঁড়াল নোমা। চোখে প্রশংসা আর মুগ্ধতা নিয়ে ওর রূপ দেখছে রাজপুত্র। জাদুকর কৌশলে তার কাছ থেকে নোমাকে কেড়ে নিলেও, আজও ওকে

BanglaBook.org

ভুলতে পারেনি সে।

'কোত্থেকে এলে তুমি, সুন্দরী?' জিজ্ঞেস করল হাফেলা। 'আর কী উদ্দেশ্যেই বা? স্বামীর সংসার করতে-করতে ক্লান্ত, তাই কি ফিরে এসেছ আমার কাছে? তা-ই যদি হয়, আমি তোমাকে স্বাগত জানাই, নোমা। তোমাকে এখনও ভালবাসি আমি।'

'রাজপুত্র,' বলল নোমা। 'স্বামী আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে ঠিকই, তবে আমি আপনার কাছে ফিরে আসিনি। যতদিন হোকোসা বেঁচে থাকবেন, ততদিন তাঁর বন্ধন আমি ছিঁড়তে পারব না।'

'কে আমাকে বাধা দেবে, নোমা, এখানে যদি তোমাকে আমি আটকে রাখি?'

'বাধা একটাই, সেটা হলো আপনার বর্তমান অবস্থা। এখন যদি আমাকে নিয়ে এভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তা হলে নিশ্চয়তা দিতে পারি, সিংহাসন পুনরুদ্ধারের খেলায় আপনি হারবেন।'

'কিন্তু তোমাকে আমি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলে সিংহাসন হারার কেন?'

'হারাবেন এই জন্য যে, হোকোসা যখন দেখবেন, আমি ফিরছি না, আর গুপ্তচরদের মুখ থেকে শুনবেন, সেটা কী কারণে, সঙ্গে-সঙ্গে রাজা নদওয়েঙ্গোকে সাবধান করে দেবেন তিনি। নানা উপায়ে আপনার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দেবেন।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও দাওনি তুমি। কেন এসেছ?'

'হোকোসার পক্ষ থেকে। তিনি একটা বার্তা দিয়েছেন আপনার জন্য।' বার্তাটা হুবহু মুখস্থ বলে গেল নোমা, কোথাও ভুল হলো না, কিছু বাদও গেল না।

'আবার বলো,' বলল হাফেলা। নোমা তার নির্দেশ বিনা তর্কে পালন করল।

BanglaBook.org

দ্বিতীয়বার শোনার পর উত্তর দিল হাফেলা, 'মানছি, হোকোসার দক্ষতার কোন তুলনা হয় না। সত্যি তিনি জানেন, কীভাবে ফাঁদ পাততে হয়। কিন্তু আমার চিন্তা হচ্ছে, আমি যদি তাঁর পরামর্শমত পাখিটা ধরি, তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করব কীভাবে? যে ব্যক্তি একটা ফাঁদ পাততে পারে, তার আরেকটা পাততে অসুবিধে কোথায়?'

'আমি কি এই উত্তরই নিয়ে যাব হোকোসার কাছে?' জানতে চাইল নোমা।

'না। তাঁকে বলবে, তাঁর সহযোগিতায় আমি খুব খুশি। তাঁর পরিকল্পনামতই হাঁটব আমি। যদি সফলকাম হই, এর উপযুক্ত পুরস্কার তিনি পাবেন, যেমনটা তিনি চেয়েছেন। তাঁকে আমি সেনাবাহিনীর জেনারেল বানাব। পারিষদদের পরিচালক, ওঝাদের প্রধান এবং নদওয়েঙ্গোর যত গবাদি পশু আছে, তার অর্ধেকের মালিক হবেন তিনি।

'যারা খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, সবাইকে আমি তাঁর হাতে তুলে দেব। ইচ্ছে করলে আমাদের ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য বলি দিতে পারবেন তাদের।'

সকালে হাফেলা তার বিশ্বস্ত লোকজনকে নিয়ে গোপন বৈঠকে বসল। পরদিন দূত ছুটল রাজা নদওয়েঙ্গোর কাছে, সঙ্গে করে নিয়ে গেল হোকোসার সেই বার্তা, যেটা স্ত্রী নোমার মাধ্যমে হাফেলার কানে পৌঁছে দিয়েছে সে।

বিশ দিন পর ফিরে এল দূত। এসে বলল—হাফেলার আবেদন খুশি মনে মঞ্জুর করেছেন রাজা। আরেকটা সুখবর আছে—সাদা মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, বোধহয় বাঁচবেন না তিনি।

হাফেলার অধীনে থাকা প্রজারা তাদের মেয়েমানুষ আর

BanglaBook.org

শিশুদের বিশাল মিছিল নিয়ে রওনা হলো নতুন ভূখণ্ডের দিকে। চোখে স্বপ্ন: ওখানে তারা সুখে জীবনপাত করতে পারবে। ওদের সঙ্গে নোমাও যাচ্ছে, ওর ইচ্ছা, রাজার প্রাসাদের কাছাকাছি পৌঁছে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দলটা রওনা হবার কিছুক্ষণ পর হাফেলাও তার বাহিনী নিয়ে রওনা হলো, সঙ্গে যাচ্ছে বাহন, তাতে ঢাল আর বর্শার ফলা তেরপলে মুড়ে নেয়া হয়েছে।

ষোলো

অনুশোচনা

হোকোসা তার কথা রাখল। পরদিন সকালে আবার তাকে চ্যাপেলে দেখা গেল, উপস্থিত শিষ্যদের সঙ্গে বসে ধর্মীয় বাণী শুনছে। অনুষ্ঠান শেষ হবার পরও অপেক্ষায় থাকল সে। তারপর ওয়েনের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে আলাদাভাবে শিক্ষা নিল।

দিনের পর দিন এভাবে হাজির হতে লাগল হোকোসা। মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে খ্রীষ্টান মতবাদের যা কিছু শেখার ছিল, সব শিখে নিয়ে নিজেই রীতিমত শিক্ষক হয়ে উঠল। আবিষ্কার করল, প্রথমে যেটাকে তার ছেলেমানুষি বলে মনে হয়েছিল, সেটা তার সামনে উপস্থিত হয়েছে নতুন আর সম্পূর্ণ আলাদা একটা আলো হয়ে।

মন্দ থেকে ভালয় হোকোসার এই পরিবর্তন এল যুক্তির মধ্য

BanglaBook.org

দিয়ে, ভাবাবেগ দিয়ে নয়।

এই মুক্তির নকশার মধ্যে সরল একটা রাজকীয় আভিজাত্য রয়েছে, যেটা হোকোসাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করল। চ্যাপেলে উপস্থিত হবার তিন হপ্তার মধ্যে খ্রীষ্টান হয়ে গেল সে।

এটা করে হোকোসার আত্মশুদ্ধি হলো বটে, কিন্তু ইতোমধ্যে সে যে ক্ষমার অযোগ্য বিরাট এক অপরাধ করে বসে আছে, সেই তীর ফিরিয়ে আনবে কীভাবে? খুনি সে, বিষ খাইয়েছে ঈশ্বরের বার্তাবাহককে। সেই কণ্ঠকে সে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে, যে কণ্ঠস্বর তার আত্মার অন্ধকার জায়গায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দুনিয়ার কারও শক্তি নেই, তাঁকে বাঁচায়।

মারাত্মক সেই ফল খাওয়ার এক হপ্তার মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ওয়েন। আমাশয় এমন কঠিনভাবে ধরেছে, ধীরে-ধীরে তাঁর জীবনীশক্তি ধ্বংস করে ফেলছে। অসহায় হোকোসা ছটফট করছে, কারণ বিষটার কোন প্রতিষেধক নেই; যে ওষুধই দেয়া হোক, কাজ করবে না।

হোকোসা চাক্ষুষ করছে, শক্তি কমে যাচ্ছে সাদা মানুষের। দিন গুণছে সে, আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছে, আর ক'দিন বাঁচতে পারেন বার্তাবাহক।

একদিনের কথা।

এক মহিলা হাঁপাতে-হাঁপাতে ঢুকে পড়ল ওয়েনের ঘরে, বুকে ধরা শিশু।

'বাঁচান!' হাহাকার বেরিয়ে এল মায়ের গলা থেকে। 'আমার ছেলেটাকে বাঁচান! ও আমার একমাত্র সন্তান!'

শিশুটিকে দেখে মাথা নাড়লেন ওয়েন। জানতে চাইলেন, 'ওর এই অবস্থা হলো কী করে?'

'বলতে পারব না, বার্তাবাহক। তবে ওর এই অসুস্থতা শুরু হয়েছে বিশেষ একটা ফল আপনি ওকে খেতে দেয়ার পর

BanglaBook.org

থেকে।'

মহিলার কথায় ওয়েনের মনে পড়ে গেল। তাঁর সামনেই বসে ছিল শিশুটি। মহিলাও তখন উপস্থিত ছিল, পুরো ঘটনার সাক্ষী।

'মনে পড়েছে,' বললেন ওয়েন। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, কিন্তু ওই ফল খাবার দিন থেকে আমিও অসুস্থ হয়ে পড়েছি। ...হোকোসা, আপনি তো আমাকে সাবধান করেছিলেন যে, ওই ফল ভাল নয়।'

ছেলেটাকে আশীর্বাদ করলেন ওয়েন, মারা না যাওয়া পর্যন্ত তার জন্য প্রার্থনা করলেন।

সাত-আট দিন পেরিয়ে গেল আরও। এক সকালে ওয়েনের বাড়িতে হাজির হলো হোকোসা।

'বার্তাবাহক,' বলল সে, 'দীক্ষা নেয়ার পর এটা কি একান্ত প্রয়োজন যে, আমার সব পাপের কথা স্বীকার করতে হবে আপনার কাছে?'

'না। আপনি আপনার পাপের জন্য অনুতপ্ত হলে স্বর্গের কাছে তা স্বীকার করতে পারেন; আমার কাছে স্বীকার করাটা বাধ্যতামূলক নয়। আমিও তো আপনার মতই মানুষ!'

এসময় ক'জন রাজকর্মচারী ছুটে এসে জানাল, স্বয়ং রাজা বার্তাবাহককে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি যেন অবিলম্বে দরবারে হাজির হন। সেখানে হত্যার অভিযোগে এক মহিলার বিচার শুরু হতে যাচ্ছে।

কিন্তু ওয়েন তো অসুস্থ, যাবেন কীভাবে? আবার না গেলেও চলে না, ওখানে হয়তো সত্যি তাঁর উপস্থিত থাকাটা জরুরি। অগত্যা সিদ্ধান্ত হলো, হোকোসার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে যাবেন তিনি।

রাজপ্রাসাদের সামনে, খোলা জায়গায় দরবার বসেছে।

BanglaBook.org

ওয়েনকে পৌঁছে দিয়ে হোকোসা ফিরে যেতে পারত, কিন্তু কৌতূহলই ওখানে আটকে রাখল তাকে। কারণ কোথাও কোন খুন হয়েছে বলে তো কিছু শোনেনি সে।

লোকজন সরে গিয়ে পথ করে দিল তাকে। দর্শকদের প্রথম সারিতে বসল হোকোসা। তার সরাসরি সামনে রয়েছেন রাজা। রাজার পাশে তিনজন কাপ্তান। এঁরাও মামলার বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

ওয়েন বিচারকদের সঙ্গে যোগ দেয়ার পর-পরই তাঁদের সামনে নিয়ে আসা হলো বন্দিনীকে। তার ওপর চোখ পড়ামাত্র ভূত দেখার মত আঁতকে উঠল হোকোসা। তবে এই আতঙ্কিত ভাব গোপন রাখতে বাধ্য হলো সে। এই সেই মহিলা, যাকে সে এক ঝুড়ি ফলের বিনিময়ে বিষ দিয়েছিল।

হোকোসার মনে হলো, এবার তার ওপর কেয়ামত নেমে আসবে। জানা কথা, মহিলা স্বীকার করবে, ওষুধটা সে তার কাছ থেকে নিয়েছিল। পালানোর কথা ভাবল হোকোসা, তবে সঙ্গে-সঙ্গে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। পালানোর মানে হবে, কেউ অভিযোগ করার আগেই জানিয়ে দেয়া, এই অপরাধে সে সহায়তা করেছে। না, প্রয়োজনে নির্লজ্জের মত আত্মপক্ষ সমর্থন করবে। দেখাই যাক না, শেষ পর্যন্ত কী হয়।

বন্দিনীর সঙ্গে একজন অভিযোগকারীও এসেছে। মহিলার স্বামী। অসুস্থ বলে মনে হলো তাকে। ওই লোককে দিয়েই বিচারের কাজ আরম্ভ হলো।

'এই মেয়েলোক,' বলল সে। 'আমার স্ত্রী ছিল। বন্ধ্যা হওয়ার কারণে আমি তাকে ত্যাগ করি। প্রাচীন আইন অনুসারে তাকে ত্যাগ করার অধিকার আমার আছে। অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করি আমি, ওরই সৎ-বোন সে। ...এই মহিলার মনে অনেক হিংসা, সবসময় ঝগড়া করত আমার সঙ্গে। অকথ্য

BanglaBook.org

ভাষায় গালিগালাজ করত বোনকে। সহ্য করতে না পেরে বাড়ি থেকে বের করে দিতে বাধ্য হই তাকে।

'এরপর একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এল সে। যদিও ওইসময় বাড়িতে ছিলাম না আমি। কেউ কিছু বলেওনি আমাকে। তবে আমার দুই চাকরানি ঘটনাটা দেখেছে। চুলোয় রান্না হচ্ছিল, সেই খাবারে মেয়েলোকটা কিছু একটা মিশিয়ে দিয়েছে। তার পরিণতিতে আমার স্ত্রী আমাশয়ে কাহিল হয়ে পড়ল। আমারও আমাশয় হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি।

'আমার স্ত্রী গতকাল মারা গেছে। আজ সকালে আমি তার দাফন করেছি। এখন হত্যার অভিযোগে এই মেয়েলোকের বিচার চাই।'

'তোমার কিছু বলার আছে?' বন্দিনীকে জিজ্ঞেস করলেন রাজা। 'যে অপরাধ তুমি করেছ বলে অভিযোগ এসেছে, তা কি সত্যি?'

নিচু, ভাঙা গলায় জবাব দিল মহিলা, 'সত্যি, রাজা, আমি অপরাধী। তবে দয়া করে এবার আমার বক্তব্য শুনুন।'

নিজের গল্পটা শোনাল সে। বঞ্চনার গল্প। তারপর আবার বলল, 'আমি সত্যিই অপরাধী। ঈশ্বর যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমার হাতে বোনের রক্ত লেগে আছে। আমি কোন দয়া চাই না, মরে যাওয়াই উচিত আমার। তবে এটা বলব—বোনকে আমি খুন করতে চাইনি। কুরঞ্চ জানতাম, যে ওষুধ তাকে খেতে দিচ্ছি, তাতে তার স্বামী ঘৃণা করবে তাকে, তার বেশি কিছু না।'

থামল সে, চোখ ঘুরিয়ে তাকাল চারদিকে, অবশেষে তার দৃষ্টি স্থির হলো হোকোসার ওপর।

'কে বলল তোমাকে, ওষুধে এরকম কাজ হবে?'

BanglaBook.org

বিচারকদের একজন জানতে চাইলেন।

'এক ওঝা,' জবাব দিল মহিলা। 'আগে যার কাছ থেকে ওষুধ কিনতাম। অনেক আগে, উমসুকা যখন রাজা ছিলেন।'

হোকোসা হাঁপাচ্ছে। এই মহিলা তাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে কেন?

আর কোন প্রশ্ন করা হলো না বন্দিনীকে। বিচারকরা চাপা স্বরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন।

এক পর্যায়ে রাজা রায় ঘোষণা করলেন।

'যেহেতু মেয়েটা নিজেই তার দোষ স্বীকার করেছে, অতএব প্রমাণের কিছু নেই। বিচারে ওর রায় হলো–মৃত্যুদণ্ড। গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যুবৃক্ষে ঝুলিয়ে সাজা কার্যকর করা হবে। তবে...' একটু থামলেন রাজা। 'এখানে যাঁরা বিচার করতে বসেছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন, বার্তাবাহক আর আমি–এই চারজন ভোট দিয়েছি মেয়েটাকে ক্ষমা করে দেয়ার পক্ষে। কিন্তু জনতার দাবি নিশ্চয়ই তা নয়। কারণ, সম্প্রতি ডাকিনীবিদ্যা ব্যবহার করার বিরুদ্ধে একটা আইন অনুমোদন করা হয়েছে। এখন যদি ওকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেয়া হয়, মানুষ বিদ্রূপ করবে। কাজেই সাজাটা বহাল থাকল। আগামীকাল মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।'

'ধন্যবাদ, রাজা,' অনুচ্চ স্বরে বলল মহিলা।

ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো মেয়েটাকে। পাশ কাটানোর সময় ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি হোকোসার চোখে তাকাল সে। তাকিয়েই থাকল, যতক্ষণ না লজ্জায় নিজের দৃষ্টি নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো হোকোসা।

পরদিন সকালে মহিলার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।

পরবর্তী তিন দিন নিজেকে গৃহবন্দি করে রাখল হোকোসা। লোকে জানল, সে অসুস্থ।

ওয়েনের কাছেও গেল না সে। অপরাধবোধ তাকে কুরে-

BanglaBook.org

কুরে খাচ্ছে। পাপের এই ভার চলে গেছে সহ্যের বাইরে। এক পর্যায়ে মনস্থির করল হোকোসা, এর সমাপ্তি ঘটাবে। নিজ হাতে নিজের জান নেবে সে।

সেই লক্ষ্যেই প্রস্তুতি নিতে লাগল।

সব প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন, এসময় এক লোক ঢুকল তার কুঁড়েতে। বলল, বার্তাবাহক দেখতে চেয়েছেন তাকে। হোকোসা প্রথমে ভাবল যাবে না। তারপর একটু চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল, সব কথা সাদা মানুষের কাছে স্বীকার করেই মরবে।

হোকোসা জানে, তাকে ক্ষমা করাটা অসম্ভব। তবু সে চায়, তার এককালের প্রতিপক্ষ যেন জানেন, কী গভীর দুঃখ আর অনুতাপ তার মনে। কাজেই ওয়েনের সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠল সে।

বাড়িতেই পাওয়া গেল সাদা মানুষকে। শক্ত একটা কাঠের চেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন, গাছের ছালের তৈরি বালিশে হেলান দিয়ে। হাড্ডিসার কাঠামো। নিষ্প্রভ মুখে কালো চোখ দুটো আধ্যাত্মিকতায় জ্বলজ্বল করছে। অপার্থিব সেই জ্যোতি।

'স্বাগতম, বন্ধু,' বললেন তিনি। 'ইদানীং আপনি এড়িয়ে চলছেন কেন আমাকে, বলুন তো! আপনি কি অসুস্থ?'

'না, বার্তাবাহক। মানে, শারীরিক অসুস্থতা নয়। অসুস্থ আমার হৃদয়। সেজন্যই আসতে পারিনি।'

'কী ব্যাপার, হোকোসা, আপনার সন্দেহগুলো এখনও বিরক্ত করছে নাকি? বলুন, কী সমস্যা।'

'আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, বার্তাবাহক।'

'কী বলছেন এসব! দিন শেষ হয়ে এসেছে মানে!'

'হ্যাঁ, বার্তাবাহক। আত্মহত্যা করতে চলেছি আমি। যাবার আগে সব কথাই বলে যাব আপনাকে।'

'সব কথা? কী কথা?'

BanglaBook.org

'বার্তাবাহক, আপনার এই দুর্দশার জন্য আমিই দায়ী। ক'দিন আগে যে ফল আপনি খেয়েছেন, তাতে বিষ মেশানো ছিল। সেই বিষ মিশিয়েছি আমি। শুরু থেকেই ঘৃণা করতাম আপনাকে। কারণ আপনি আমার ক্ষতি করেছেন। ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন আমার। আমার গোষ্ঠীর লোকজন আর রাজাকে আরেক ঈশ্বরের অনুসারী করেছেন।

'ঘৃণায় অন্ধ আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, আপনাকে খুন করব। সুযোগও পেয়ে গেলাম এক মহিলার কারণে। নিজের বোনকে খুন করার অপরাধে যাকে মৃত্যুবৃক্ষে ঝোলানো হয়েছে, সে কিন্তু তার বোনকে খুন করেনি। সত্যি কথা হলো, ওই মহিলা নির্দোষ।'

মহিলার সঙ্গে কী-কী কথা হয়েছিল, সব ওয়েনকে খুলে বলল হোকোসা। নদওয়েঙ্গো আর খ্রীষ্টানদের খুন করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও বলল। বাদ দিল না হাফেলাকে সিংহাসনে বসতে সাহায্য করার অসৎ পরিকল্পনার কথাও।

'আমি দোষী,' বলল হোকোসা। 'আমাকে অভিশাপ দিন, অভিশাপ দিন!'

BanglaBook.org

সতেরো

কালো মেঘ

স্থির হয়ে হোকোসার কথাগুলো শুনলেন ওয়েন। কোনরকম

ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে না তাঁর চেহারায়। বরং কেমন জানি হাসি-হাসি চেহারাটা।

হোকোসার বক্তব্য শেষ হলে কথা বললেন, তবে জাদুকরের উদ্দেশে নয়।

'হে, ঈশ্বর, আপনাকে ধন্যবাদ, যে, আমার নগণ্য জীবনের বিনিময়ে পাপী এই লোকটাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবার মর্জি হয়েছে আপনার।'

এবার হোকোসার দিকে তাকালেন তিনি, বললেন, 'আপনার অপরাধের পেয়ালা কি যথেষ্ট ভরেনি? আত্মহত্যার মত আরেকটা অন্যায় কাজ করতে হচ্ছে?'

মাথা নিচু করে রইল হোকোসা।

'হোকোসা, আপনার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করছি আমি। কথা দিচ্ছি, আপনার বিরুদ্ধে একটা শব্দও আমার মুখ থেকে বেরোবে না। আত্মহত্যার চিন্তা বাদ দিন।'

শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল হোকোসা। তারপর ওয়েনের সামনে নতজানু হলো। নামতে-নামতে তার কপাল স্পর্শ করল শিক্ষকের পায়ের পাতা। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল হোকোসা।

'উঠুন, হোকোসা,' নরম সুরে বললেন ওয়েন। 'চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করুন। তবে যাবার আগে আমার কাছে শপথ নিয়ে বলুন, নিজের ওপর কোন অন্যায় করবেন না।'

চার্চে গেল হোকোসা। এক ঘণ্টা পর তার ডাক পড়ল। গিয়ে দেখে, রাজার সঙ্গে বসে আছেন ওয়েন।

'বার্তাবাহক আমাকে বললেন, কী একটা ষড়যন্ত্রের কথা জানেন আপনি,' বললেন নদওয়েঙ্গো। 'আমার ভাই হাফেলা সিংহাসন থেকে আমাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছে। আঘাত হানার পরিকল্পনা করছে আমার প্রজাদের ওপর। জিজ্ঞেস করব না, এসব আপনি কীভাবে জানলেন। আপনারই বা কী ভূমিকা

BanglaBook.org

এতে, তা-ও তদন্ত করব না। বার্তাবাহককে সেই প্রতিশ্রুতিই আমি দিয়েছি। আমি শুধু জানতে চাই ষড়যন্ত্রের আদ্যপান্ত।'

'সবটুকুই বলব আপনাকে, রাজা,' বলল হোকোসা, শান্ত গলায়। 'এই ষড়যন্ত্রের কথা আমার জানা আছে, কারণ আমিই এটা বুনেছি। তবে হাফেলা সেটার বাস্তবায়ন করবেন কি না, তা আমি বলতে পারব না। এখন পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে কোন বার্তা পাইনি।'

এরপর রাজাকে সব খুলে বলল সে।

'আপনার ভাগ্য ভাল, হোকোসা,' সব শোনার পর বললেন নদওয়েঙ্গো। 'বার্তাবাহককে আমি কথা দিয়েছি, আপনার কোন ক্ষতি করা হবে না। ...আমি নিশ্চিত, হাফেলা আপনার পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করবে। এই ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে তাকে আর তার লোকজনকে যাবার অনুমতি দিয়েছি আমি। হাজারে-হাজারে মহিলা আর শিশু ইতিমধ্যে পাহাড়ি পথ পার হয়ে গেছে।

'কিন্তু আর না। আর কেউ যেতে পারবে না ওখান দিয়ে। আপনি যান, হোকোসা। জানবেন, রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা চোখে-চোখে রাখা হবে আপনাকে। রাজবাড়ির কোন গেটের দিকে আপনাকে যেতে দেখা গেলে ওই মুহূর্তেই মারা যাবেন আপনি।

'বেশ কয়েক মাস আগে বার্তাবাহকের অনুরোধে আপনাকে ক্ষমা করেছিলাম। আজ আবার তাঁর অনুরোধে দ্বিতীয়বার ক্ষমা করছি আপনাকে। অথচ বুঝতে পারছি, এটা আমার বোকামি হয়ে যাচ্ছে।'

'না,' রাজার দিকে ফিরে বললেন ওয়েন। 'আমি তাঁর হয়ে জবাবদিহি করব। ওঁকে আমার সঙ্গে থাকতে দিন। আপনার প্রহরীরা না হয় আমার বাড়ির গেটে পাহারা দিক।'

'কী করে জানব, আপনাকে তিনি খুন করবেন না?' জিজ্ঞেস

BanglaBook.org

করল নদওয়েঙ্গো।

'নাহ, তিনি আমাকে খুন করবেন না,' হেসে বললেন ওয়েন। 'তা ছাড়া, যে-লোক মারা যাচ্ছে, তাকে খুন করার দরকার কী?'

'এভাবে বলবেন না,' বলে উঠলেন রাজা। 'ঠিক আছে, এই লোক থাকুক আপনার জিম্মায়।'

পরদিন ভোরে সতেরো হাজার সৈনিক নির্দিষ্ট একটা জঙ্গলে পৌঁছুল। হাফেলা আর তার বাহিনীকে গিরিপথে পৌঁছুতে হলে এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। নারী আর শিশুরা জড়ো হয়েছে সেখানে। আচমকা হামলা চালানো হবে তাদের ওপর।

উমসুকার সময়ের কথা বিবেচনায় ধরলে সৈন্যসংখ্যা বেশি নয়। তাঁর মৃত্যুর পর বেশিরভাগ রেজিমেন্টই হাফেলার কাছে চলে গেছে। টেনেটুনে বাইশ হাজার যোদ্ধা হবে নদওয়েঙ্গোর, যাদের ওপর তিনি আস্থা রাখতে পারেন।

এই বাইশ হাজার থেকে এক-তৃতীয়াংশেরও কম সৈনিককে আলাদা করে রাখা হলো রাজপ্রাসাদে সম্ভাব্য হামলা মোকাবেলার জন্য। বাকি সবাই গেল হাফেলার ব্যবস্থা করতে।

ওয়েনের মুখে খবর শুনে মন্তব্য করল হোকোসা, 'গোটা রেজিমেন্টকে নিজের কাছাকাছি রাখলেই ভাল করতেন রাজা। হাফেলার সঙ্গে যুদ্ধটা এখানেই হওয়া উচিত। এই জায়গা তাঁর চেনা। আর ওদিকের এলাকা বিশাল, উঁচু-নিচু। সন্দেহ হচ্ছে, সৈন্যরা হাফেলাকে খুঁজেই পাবে না। তারপর যদি চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রাসাদ আক্রমণ করেন হাফেলা? তখন কী হবে?'

'ঈশ্বর যা চান, তা-ই হবে,' ক্লান্ত স্বরে বললেন ওয়েন। 'তবে রক্তপাতের আশঙ্কায় আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। আশা

BanglaBook.org

করি, সেই অশুভ প্রহর দেখতে পাবার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব আমি।'

আঠারো

বিদায়

সূর্যাস্ত। সে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়সারির মাঝখানে। ডানদিকে দেখা যাচ্ছে বহুদূর বিস্তৃত অনুর্বর পাথুরে এলাকা। কোথাও-কোথাও কিছু কাঁটাঝোপ ছাড়া আর কিছু জন্মায়নি। সে খবর পেয়েছে, নদওয়েঙ্গোর সৈন্যরা কোথায় লুকিয়ে আছে। ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না।

নতুন একটা পথ বেছে নিয়ে ছুটল নোমা। যে পথ তাকে অন্যদিক দিয়ে গিরিখাতে পৌঁছে দেবে।

ওখানে পৌঁছে পাথুরে জমিনে, ধুলোর ওপর কিছু পদচিহ্ন দেখতে পেল নোমা। পুরানো ছাপ—নারী ও শিশুর। আরও রয়েছে হাজার-হাজার গবাদি পশুর। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কয়েকদিন আগে এই গিরিপথ পার হয়েছে।

অসম্ভব ক্লান্ত, তারপরও পায়ের ছাপগুলো ধরে পেছনদিকে রওনা হলো নোমা। এক-দেড় মাইল হাঁটার পর পথটা উঠে এল একটা পাহাড়ের চূড়ায়। সেটার মাথায় দাঁড়িয়ে সামনের খোলা প্রান্তরে চোখ বোলাল সে। মিটমিটে লাল একটা আলো দেখতে পেল। হাফেলা বাহিনীর নিশাচর ওরা, প্রহরী, আগুন জ্বেলে

BanglaBook.org

পাহারা দিচ্ছে।

তিন ঘণ্টা পর টলতে-টলতে তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছুল নোমা। ভীষণ ক্লান্ত। পায়ে মারাত্মক ক্ষত। হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল বর্শাগুলো, যেগুলো তার গায়ে বেঁধার জন্য প্রস্তুত; তারপর কর্কশ স্বরে দাবি জানাল, 'রাজপুত্র হাফেলার কাছে নিয়ে চলো আমাকে। জরুরি খবর আছে আমার কাছে।'

সতর্ক পাহারায় নিয়ে যাওয়া হলো তাকে।

'কে এই নারী?' জানতে চাইল হাফেলা। দীর্ঘ ভ্রমণজনিত ক্লান্তিতে এতটাই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে নোমা, আগুনের নিষ্প্রভ আভায় চেনার কোন উপায় নেই তাকে।

'হাফেলা,' বলল মেয়েটা। 'আমি নোমা। চব্বিশ ঘণ্টা একটানা হেঁটেছি। কেন? শুধু আপনার কাছে হোকোসার বেইমানির খবরটা পৌঁছে দেয়ার জন্য। আপনার অবধারিত ধ্বংস ঠেকানোর জন্য।'

'কীসের বেইমানি? কীসের ধ্বংস?'

'আর কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আপনাকে অবশ্যই আমার এই খবরের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।'

'বলো, কী চাও তুমি?'

'হোকোসার কাটা মুণ্ড। খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন তিনি।'

'সে প্রতিশ্রুতি এখনই দিতে পারি আমি। আর কী?'

'দ্বিতীয়ত, আজই আমাকে আপনার প্রধান স্ত্রীর মর্যাদা দেবেন আপনি। আর আজ থেকে এক হপ্তা পর, যখন আপনি রাজা হবেন, অগ্নিসন্তানদের রানি ঘোষণা করবেন আমাকে, সবরকম আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবের আয়োজনসহ।'

'কোন সমস্যা নেই। তোমাকে আমি ভালবাসি, ভালবাসি তোমার শরীরটাকে। আমি যদি অগ্নিসন্তানদের রাজা হতে পারি, অবশ্যই তুমি রানি হবে—আমার পূর্বপুরুষদের আত্মা আর আমার

BanglaBook.org

মাথার কসম খেয়ে বলছি। ...আর কী খবর আছে, বলো।'

'আপনার সঙ্গে যে পরিকল্পনা করেছিলেন, নদওয়েঙ্গোকে সেটা বলে দিয়েছেন হোকোসা। এখান থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার পথ পাড়ি দিলে যে বিরাট গিরিখাত পড়বে, সেখানে ওত পেতে বসে আছে নদওয়েঙ্গোর সৈন্যরা। কাল আপনাকে আর আপনার লোকজনদের কচুকাটা করা হত ওখানে, যদি না আমি সাবধান করতাম। আপনাদের মারার পর নারী, শিশু আর গবাদি পশুর পিছু নেবে সৈন্যরা। ধরে নিয়ে যাবে নদওয়েঙ্গোর কাছে।'

'সত্যি বিরাট একটা খবর এনেছ,' বলল হাফেলা। 'এবার বলো, গিরিখাতে ক'টা রেজিমেণ্ট লুকিয়ে আছে?'

'আটটা।'

'আর আমার রেজিমেণ্ট চোদ্দটা। কাজেই ভয় পাবার কিছু নেই। ওই ইঁদুর ক'টাকে আমি ওদের গর্তেই ধরব।'

'তার চেয়ে কাছাকাছি পাহাড়ের মাথায় ছ'টা রেজিমেণ্ট রাখুন। ওদের ওখান থেকে সরাবেন না। নদওয়েঙ্গোর কাপ্তানরা যখন দেখবে যে, আপনার সৈন্যরা গিরিখাতে নামছে না, তারা ধরে নেবে, তাদের ওত পাতার ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে। এক কি দু'দিন অপেক্ষা করার পর, যুদ্ধ করার জন্য ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে ওরা। ভাববে, তাদের বিরুদ্ধে আপনার গোটা রেজিমেণ্ট মোতায়েন করা হয়েছে।

'কিন্তু আপনি সৈন্যদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেবেন না, নির্দেশ দেবেন পিছু হটার; যেন পালিয়ে আসছে—আর পালাবার সময় টেনে আনবে নদওয়েঙ্গোর সেনাবাহিনীকে। ইতিমধ্যে আপনার সঙ্গের সৈন্যদের নিয়ে রাজবাড়ির দিকে রওনা হবেন আপনি। ওটা দখল করা সহজ হবে, তা বলছি না, তবে তেমন কঠিনও হবে না। মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য পাহারা দিচ্ছে অতবড় একটা এলাকা। ...প্রাসাদ দখল করার পর নদওয়েঙ্গোকে জবাই

BanglaBook.org

করবেন, নিজেকে ঘোষণা করবেন রাজা বলে।'

'দারুণ একটা রণকৌশল!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল হাফেলা। 'সবই ঠিক আছে, নোমা। কিন্তু জানব কীভাবে, তোমার এসব খবর সত্যি কি না? কী প্রমাণ আছে যে, তুমি আমার জন্য ফাঁদ পাতছ না?'

'চুপিচুপি এগোবার নির্দেশ দিয়ে চর পাঠান গিরিখাতে,' উত্তরে বলল নোমা। 'তা হলেই জানতে পারবেন, আমি সত্যি বলছি কি না। আমি তো আপনার নাগালের মধ্যেই রয়েছি, মিছে কথা বলে থাকলে প্রাণ কেড়ে নেবেন আমার।'

পাঁচ ঘণ্টা পর।

হাফেলা তার সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ–প্রায় বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে, ঘুরপথে রাজবাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল। গিরিখাতের দিকে মুখ করা পাহাড়ের মাথায়, নোমার পরামর্শমত ছ'টা রেজিমেণ্ট রেখে যাচ্ছে সে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া আছে, সৈন্য নিয়ে নদওয়েঙ্গোর কাপ্তানদের এগোতে দেখলেই পালাতে শুরু করবে তারা। এভাবে প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট দূরে সরিয়ে আনার পর, তাকে সাহায্য করার জন্য দিক বদল করবে, ছুটবে রাজবাড়ির দিকে।

এসব নির্দেশ ঠিকমতই পালন করল ওরা। কিন্তু তারপর পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে দাঁড়াল।

হাফেলার সৈন্যরা দু'দিন ধরে পালাচ্ছে। পুরো একটা রাত মার্চ করে ভোরের দিকে ওদের নাগাল পেয়ে গেল নদওয়েঙ্গোর বাহিনী। আক্রমণ হলো একতরফা, হাফেলার অর্ধেক সৈন্য খুন হয়ে গেল, বাকি সবাই দিশেহারা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

নদওয়েঙ্গোর কাপ্তানরা জানতে পারল, তারা আসলে হাফেলা

BanglaBook.org

বাহিনীর শুধু একটা শাখাকে ধাওয়া করছিল। তাদের মূল শক্তি ইতোমধ্যে রাজ্যের হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে গেছে। বুকে ভয় আর ব্যস্ততা নিয়ে বাড়ির পথ ধরল ওরা।

অসুস্থতার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন ওয়েন। পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, আর মাত্র অল্প ক'টা দিন বেঁচে আছেন তিনি।

নিজের নিয়তিকে আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছেন। হাতে যেটুকু সময় পাচ্ছেন, ব্যয় করছেন চিঠি লিখে; যখন সুযোগ পাওয়া যাবে, পাঠিয়ে দেয়া হবে লণ্ডনে। এ ছাড়াও, বিস্ময়কর এই মিশনে বেরোবার পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেসব ঘটনা ঘটেছে, সব লিখে রেখে যাচ্ছেন। লিপিবদ্ধ করছেন গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য। তাঁর জায়গায় যাঁরা দায়িত্ব পালন করতে আসছেন, তাঁদের কাজে লাগবে। আশা করছেন, এতদিনে তাঁরা আমাসুকার কাছাকাছি চলে এসেছেন।

এতসব কাজের ফাঁকে প্রায়ই রাজাকে ডেকে পাঠান ওয়েন। ডেকে পাঠান শিষ্যদের মধ্যে যাদেরকে তিনি জ্ঞানী এবং বিশ্বস্ত বলে মনে করেন। উপদেশ দেন।

একদিন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন ওয়েন। সেই ঘুম আর ভাঙল না পরদিন সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

'আমি এখনও এখানে?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন ওয়েন, তাকিয়ে আছেন জন আর হোকোসার দিকে। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জনে। 'স্বপ্নে দেখলাম আমি অন্য কোথাও রয়েছি। জন, রাজার কাছে কাউকে পাঠাও, খবর দাও আমি বলেছি লোকজনকে যেন জড় করা হয়। মানে যারা আসতে চায়...আমার যাবার সময় হয়ে গেছে...'

কাঁদতে-কাঁদতে নির্দেশ পালন করতে ছুটল জন। বাড়িতে

BanglaBook.org

একা রয়ে গেলেন ওয়েন আর হোকোসা।

'বলবেন না, আমি কী করব?' করুণ সুরে জানতে চাইলেন হোকোসা। 'বিশেষ করে আপনার এই মৃত্যু যেহেতু আমিই ডেকে এনেছি?'

জবাবে মৃদু হাসলেন ওয়েন।

খানিক পরই ফিরে এল জন, তার সঙ্গে নদওয়েঙ্গোও চলে এসেছে। ওয়েনকে জানাল সে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বাড়ির সামনে জড় হতে শুরু করেছে লোকজন। কয়েকশ' লোক এসে গেছে ইতোমধ্যেই।

'তা হলে আলখেল্লাটা পরিয়ে দিন আমাকে, তারপর চলুন, বেরোনো যাক,' বললেন ওয়েন। 'ওদের কিছু কথা বলবার আছে আমার।'

সাদা রঙের ঢোলা জোব্বাটা চড়ানো হলো রুগ্ন শরীরে। মাথায় হুড তুললেন ওয়েন। জন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, আইভরির তৈরি ক্রুশটা উঁচু করে ধরে রেখেছে। ওয়েনের দু'পাশে অবলম্বন হিসেবে রয়েছেন রাজা আর হোকোসা।

কাঠের এক ছোট মঞ্চ রয়েছে বাড়ির সামনে। চার্চে লোকজনের ভিড় বেশি হয়ে গেলে ওই মঞ্চে উঠে ধর্মকথা শোনান ওয়েন। আজও সেখানে উঠে নিজের আসনে বসলেন তিনি।

তাঁর মাথার ওপর উজ্জ্বল চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে। সেই আলোয় দেখা গেল, কয়েক হাজার লোক জড় হয়েছে মঞ্চের সামনে। আরও মানুষ আসছে এখনও। তাদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও রয়েছে।

চারদিকে খবর ছড়িয়েছে, মহৎপ্রাণ আশ্চর্য সাদা মানুষ জাতির কাছে বিদায় নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। অনেকেই এখনও বোঝেনি যে, মারা যাচ্ছেন ওয়েন। তারা ধরে নিয়েছে,

BanglaBook.org

রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তিনি। কিংবা তাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে পৌঁছে যাবেন স্বর্গে।

হাজার-হাজার আবছা মুখ, সেদিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন ওয়েন। তারপর গভীর নীরবতার ভেতর; নিচু, স্পষ্ট এবং অকম্পিত কণ্ঠে শুরু করলেন:

'আমার সন্তানেরা, আমার শেষ কথাগুলো মন দিয়ে শোনো। আজ থেকে তিন বছর বা তারও বেশিদিন আগে, বহুদূরের একটা জায়গায়, এরকমই একটা রাতে, ওপর থেকে ভেসে আসা গায়েবি কণ্ঠস্বর আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল তোমাদেরকে খুঁজে নিতে। তোমাদেরকে আমি যেন মূর্তিপূজার পথ থেকে সরিয়ে এনে আলোর পথে নিয়ে যাই।

'আমি সেই গায়েবি আওয়াজকে অন্তরে গ্রহণ করি, বেরিয়ে পড়ি অজানার পথে–সাগর আর দুর্গম পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছাই জায়গামত। অথচ কীভাবে কী করব, কিছুই আমার জানা ছিল না। তখন একটা স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে জানানো হয়, এখানে কী ঘটতে যাচ্ছে।

'সাহস করে তোমাদের সামনে হাজির হই আমি। জানতাম, রাজাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। চিকিৎসা করে তাঁকে সুস্থ করে তুললাম। সেটা দেখে তোমরা বললে, বিরাট জাদুকর আমি। তোমাদের জাদুকরদের সঙ্গে লড়তে হলো আমাকে।

'এখন দেখো, তাঁদের নেতা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার পাশে।

'এখানে আমার বীজ বপন করা হয়ে গেছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ফসলে পাক ধরেছে। তাই এখন আমি ফিরে যাচ্ছি ঈশ্বরের কাছে।'

'রাজার প্রতি অনুগত থেকো তোমরা। পরামর্শ শুনো হোকোসার। কারণ তাঁর সঙ্গে থাকবে আমার আত্মা।'

'বিদায়, বন্ধুরা। তোমরা ভাল থেকো। ...আর, আমাকে

BanglaBook.org

ভুলো না। যদি ভুলেও যাও, ভুলো না আমার শিক্ষা। ঈশ্বরের শান্তি থাকুক তোমাদের সঙ্গে, থাকুক ঈশ্বরের আশীর্বাদ। বিদায়!'

হোকোসার বুকে ঢলে পড়লেন ওয়েন। তাঁর মাথা পেছনদিকে হেলে পড়ল, বন্ধ হয়ে গেল কালো চোখ দুটো।

মারা গেছেন বার্তাবাহক।

নিথর শরীরটা পাঁজাকোলা করে তুলল হোকোসা। মঞ্চ থেকে নেমে আসছে।

হাজারো মানুষের কান্নায় ভারী হয়ে আছে আকাশ-বাতাস।

উনিশ

পতন

পরদিন সূর্যাস্তের সময় টমাস ওয়েনের দাফন সম্পন্ন হলো। ধীরে-ধীরে তাঁকে কবরে নামাল নদওয়েঙ্গো আর হোকোসা।

অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে একজন সৈনিককে দেখা গেল, হাতে বর্শা, ক্রন্দনরত ভক্তদের ভিড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে রাজাকে অভিবাদন জানাল সে, তারপর তার কানে ফিসফিস করে কিছু বলল।

শুনে চমকে উঠল নদওয়েঙ্গো। কবরে শোয়ানো বন্ধুকে শেষবারের মত একবার দেখে নিয়ে চ্যাপেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কাপ্তানরা পিছু নিল তার।

BanglaBook.org

চ্যাপেলের বাকি কাজ শেষ করে হোকোসাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল কয়েক মিনিট পর।

জরুরি বৈঠক বসেছে বড়সড় একটা কুঁড়েতে।

'হোকোসা,' বলল রাজা। 'অতীতে আমার সঙ্গে আপনি যে আচরণ করেছেন, সেটাকে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তবে আমি বিশ্বাস করি, এখন আপনার পরিবর্তন হয়েছে। সত্যপথে চলে এসেছেন আপনি; অন্তত আমাদের মৃত গুরুর নির্দেশ মেনে নিয়ে আপনার ওপর আস্থা রাখব আমি।

'শুনুন। দূর থেকে প্রহরীরা খবর পাঠিয়েছে, বেশ ক'টা রেজিমেন্টকে রাজবাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেছে। তারা আমার নিজস্ব বাহিনী। হাফেলার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে জিতে ফিরে আসছে কি না, এসব কিছুই জানি না। তবে এইমাত্র আরেকটা খবর এসেছে যে, কাপ্তানরা লক্ষ করেছেন, হাফেলার বাহিনী গিরিখাতের উল্টোদিকের একটা পাহাড়ে তাঁবু ফেলে তার পৌঁছানোর অপেক্ষায় রয়েছে। তা-ই যদি হয়, আমার বাহিনীর সঙ্গে তারা যুদ্ধ করার সময় পেল কোত্থেকে?'

'এটা অন্য দল হতে পারে, রাজা। হয়তো কিছু ওপরে, কিছু নীচে রয়েছে হাফেলার সৈন্যরা। আমাদের বোকা বানানোর জন্য। মূল বাহিনী নিয়ে হাফেলা হয়তো রাজবাড়ির দিকে ছুটে আসছেন, যেহেতু জানেন, এখানে আপনার লোকবল কম।'

'সেটা আমরা কিছু সময়ের মধ্যে জানতে পারব,' বলল নদওয়েঙ্গো। 'কিন্তু অতবড় একটা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কী করার আছে আমাদের? পাঁচিল আর বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়বে ওরা। ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে আমাদের।'

এক কাপ্তান পরামর্শ দিল, তাদের উচিত হবে পালানো, অন্ধকারে হাফেলা বাহিনীকে এড়িয়ে নিজেদের মূল বাহিনীকে

BanglaBook.org

খুঁজে নেবে তারা, যাদেরকে ওত পাততে পাঠানো হয়েছে।

'কী?' বিরক্ত হলো রাজা। 'নারী, শিশু আর বৃদ্ধদের রেখে জান নিয়ে পালাতে বলছেন?'

'রাজা,' বলল হোকোসা। 'আমার পরামর্শ শুনুন। নারী, শিশু আর প্রবীণদেরকে বলুন, তারা যেন গবাদি পশু আর খাবারদাবার যা পারে সঙ্গে নিয়ে সোজা মৃত্যু-উপত্যকায় চলে যায়। সবাই জড় হবে মৃত্যুবৃক্ষের পেছনে যে খোলা প্রান্তর আছে, সেখানে, ঝরনার কিনারায়।'

একটু চিন্তা করে আবার শুরু করল হোকোসা, 'ওই উপত্যকা সরু, পাহাড়ের গা একদম খাড়া। আশা করি, সেনাবাহিনী ফিরে না আসাতক টিকে থাকতে পারব আমরা।'

'বুদ্ধিটা ভাল,' বলল রাজা। 'সমস্যা হচ্ছে, শহরটা অরক্ষিত থেকে যাচ্ছে।'

'শহর আবার গড়ে তোলা যায়, কিন্তু মানুষের প্রাণ কে ফিরিয়ে আনতে পারে?'

হোকোসার মুখ থেকে কথাটা কেবল বেরিয়েছে, একজন সৈনিক ছুটে এসে সভাঘরে ঢুকে পড়ল, চিৎকার করে বলছে: 'রাজা, সৈন্যদের নিয়ে রাজপুত্র হাফেলা অগ্নিপ্রান্তরে প্রবেশ করেছেন।'

দাঁড়িয়ে গেল রাজা। হোকোসার পরামর্শ অনুযায়ী নির্দেশ দিতে লাগল।

রাজবাড়ি রক্ষার জন্য যে চার-পাঁচ হাজার সৈন্য থেকে গেছে, তারা ইতোমধ্যে সামনের খোলা মাঠে বেরিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। চাঁদের আলোয় তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে রাজা।

কাপ্তানদের নিয়ে মাঠে বেরিয়ে এল নদওয়েঙ্গো। রাজাকে দেখে সৈন্যরা সবাই একযোগে যে যার বর্শা উঁচু করল, সবাই

BanglaBook.org

মিলে তারা যেন একজন মানুষ। তারপর রাজকীয় অভিবাদন জানাল।

'রাজা!'

একটা হাত উঁচু করে তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিল নদওয়েঙ্গো:

'প্রিয় সৈন্যরা, বুদ্ধির যুদ্ধে আমরা পিছিয়ে গেছি। আমার সেনাবাহিনীর মূল অংশ অনেক দূরে। অথচ হাফেলা বাহিনী আমাদের দোরগোড়ায়। ওদিকের ওই উপত্যকায় এসে হাজির হয়েছে। ...যদিও সংখ্যায় আমরা কম, তবে সাহায্য না এসে পৌঁছুনো পর্যন্ত নিজেদের রক্ষা করতে পারব। নারী, শিশু, রুগ্ন আর প্রবীণদের প্রথমে সুযোগ দেব আমরা, গবাদি পশু আর খাবারদাবার নিয়ে তারা যাতে নিরাপদ্ জায়গায় সরে যেতে পারে। যতক্ষণ না সবাই খিলান পার হয়, হাফেলাকে ঠেকিয়ে রাখব আমরা।

'অগ্নিসন্তানরা, তোমরা আমার পিছু নাও।'

বিশাল বর্শা নেড়ে সেনাবাহিনীর আগে-আগে রওনা হয়ে গেল নদওয়েঙ্গো। ওদের পেছনে হাজারো জনতা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সর্দাররা। অন্ধকার রাতও একটা সমস্যা, কেউ কাউকে না পারছে চিনতে, না পারছে বোঝাতে। ওদিকে হাজার-হাজার পশু নিয়েও শুরু হয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা। অনেকগুলো আতঙ্কিত হয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে।

দশ-বারো হাজারের দলটার এগোবার গতি ধীর এবং অনিশ্চিত। যেখানে আশ্রয় নিতে যাচ্ছে, সেখানে পৌঁছনোর পথ এত সরু, কোন-কোন জায়গা দিয়ে প্রতিবার একজনের বেশি পার হওয়া সম্ভব নয়।

দলটা রওনা হবার ঘণ্টাখানেক পর আক্রমণের প্রস্তুতি নিল হাফেলা। সে তার সৈন্যদের তীর-এর মাথা, অর্থাৎ একটা

BanglaBook.org

ত্রিভুজের আকারে সাজিয়েছে। রণহুঙ্কার ছেড়ে প্রথম বাধার দিকে ছুটল সে। সে বাধা তৈরি করেছে অল্প কিছু সন্ত্রস্ত সৈনিক। তাদেরকে খুব সহজেই কাবু করা গেল। তবে দ্বিতীয় প্রতিরোধের সঙ্গে লড়াইটা হলো হাড্ডাহাড্ডি।

হাফেলা বাহিনীর একটা অংশ লড়াই করছে, আরেক অংশ লড়াই এড়িয়ে ছুটে চলেছে পাঁচিলের দিকে, যে পাঁচিল বিশাল রাজবাড়ির গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে। ওটার নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে ওরা।

কিন্তু বাহিনীর এই অংশটা পড়ে গেল কঠিন বিপদে, কারণ যোদ্ধাদের নিয়ে ওখানে ওত পেতে রয়েছে নদওয়েঙ্গো।

পর-পর তিনবার আক্রমণ চালাল হাফেলা বাহিনী, প্রতিবার হাজার-হাজার বর্শাবিদ্ধ সৈনিক লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তিনবারই কাঁটাতার দিয়ে আড়াল করা পাঁচিলের কাছ থেকে পিছু হটতে বাধ্য হলো হাফেলার সৈন্যরা।

দেড় ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলল, এর মধ্যে রাজার কাছে খবর এল—নারী ও শিশুদের বেশিরভাগ খিলান আকৃতির প্রবেশপথ পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। বাকিরাও বেরিয়ে যাচ্ছে শহরের পুব গেট থেকে।

'তা হলে আমরাও ওদের পিছু নিই,' বলল রাজা। 'দেরি করলে হাফেলার মূল বাহিনী এসে পড়বে। তখন আমরা কেউ অক্ষত থাকব না। তবে একটা কোম্পানি পাঁচিল আর গেট পাহারা দেয়ার জন্য থাকুক এখানে।'

কোম্পানির নাম উচ্চারণ করল সে। 'আমরা বেশ খানিকটা দূরে সরে না যাওয়া পর্যন্ত ওদেরকে আটকে রাখবে তোমরা। আহত সবাইকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু কাপ্তান মারা গেছেন আমাদের!' কোম্পানির একজন বলল।

BanglaBook.org

হাতের বর্শা উঁচু করল হোকোসা। 'আপনারা এগোন, রাজা। আমি ওদের নেতৃত্ব দেব।'

রেজিমেণ্ট নিয়ে রওনা হয়ে গেল নদওয়েঙ্গো। কুঁড়ের ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে যতটা পারা যায় কম শব্দ করে এগোচ্ছে সবাই।

একশ' সৈনিক নিয়ে ফটক আর পাঁচিলের দুর্বল জায়গাগুলোতে অবস্থান নিল হোকোসা।

চতুর্থবারের মত এগিয়ে আসছে হামলাকারী বাহিনী। অনেক ক্ষতি হয়েছে তাদের, কাজেই এবার খুব সাবধান। ভয়ও পাচ্ছে কিছুটা। তাদের নেতৃত্বে এবার হাফেলা স্বয়ং।

যখন একেবারে কাছে চলে এল হাফেলা বাহিনী, লাফ দিয়ে পাঁচিলের মাথায় সিধে হলো হোকোসা। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় সবাই তাকে দেখতে পাচ্ছে, গলা চড়িয়ে প্রতিপক্ষকে থামার নির্দেশ দিল সে।

কী ঘটছে বুঝতে না পেরে স্থির হয়ে গেল সবাই।

'হাফেলা!' চিৎকার করল হোকোসা। 'কী জন্য এসেছেন এখানে?'

'আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটা পেতে এসেছি!' জবাব দিল রাজপুত্র।

'তা হলে ফিরে যান! ইচ্ছা পূরণ হবে না আপনার। নিজের নেকড়েগুলোকেও নিয়ে যান সঙ্গে করে।'

'না গেলে কী করবেন?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল হাফেলা। সর্বশক্তি দিয়ে হাতের বর্শা নিক্ষেপ করল হোকোসাকে লক্ষ্য করে।

হিসহিস শব্দে বাতাস কেটে জাদুকরের মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা। কিন্তু তার চোখের পাতা পর্যন্ত একচুল কাঁপল না।

'দুর্বল প্রচেষ্টা, রাজপুত্র,' হেসে উঠে বলল হোকোসা। 'তবে

BanglaBook.org

আপনার ব্যর্থ হবারই কথা, কারণ আপনার চোখে ধরা পড়বে না এমন কিছু আমাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে।'

হতাশা আর রাগ মেশানো একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল হাফেলা বাহিনীর মধ্যে। হোকোসার জাদুকে সাংঘাতিক ভয় পায় তারা।

'খুন করো! জাদুকরকে খুন করো!' গর্জে উঠল হাফেলা। পরমুহূর্তে একপশলা বৃষ্টির মত অসংখ্য বর্শা ছুটে এল হোকোসার দিকে।

অবশ্য গা বাঁচাতে পারল হোকোসা।

সৈন্যরা এবার পাঁচিল লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

ধীরে-ধীরে পাঁচিলের মাথা থেকে নামতে শুরু করল জাদুকর।

আশ্চর্য একটা নীরবতা। নদওয়েঙ্গোর সৈন্যরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

হাফেলার প্রথম রেজিমেন্টের সৈন্যরা পাঁচিলের ওপর উঠে পড়ল। প্রথমে এক দল কাঁটাঝোপ সরাল হাত দিয়ে, তারপর গাছের ভারী গুঁড়ির সাহায্যে ভেঙে ফেলল একদিকের পাঁচিল। মাচা তৈরি করে পাঁচিলে উঠল আরেকটা দল। ওঠাই সার, হোকোসা আর তার সৈনিকদের নিক্ষিপ্ত বর্শায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে প্রাণ হারাল।

একবার, দু'বার, বারবার আক্রমণ করল হাফেলা বাহিনী, কিন্তু পাঁচিলে ওঠার পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তারা। তারপর বাঁধ ভাঙা বন্যার মত সবাই একসঙ্গে বেয়ে এল, নদওয়েঙ্গো বাহিনীকে পিষে ফেলবে।

'এদিকের খেলা শেষ!' চিৎকার করে বলল হোকোসা। 'ছোটো, পুব গেটে যাও!'

ছুটল, অল্প যে ক'জন বেঁচে আছে। তাদের পিছু নিল

BanglaBook.org

হাজার-হাজার শত্রু, পরিত্যক্ত শহর ভাঙচুর করতে-করতে। ঘর-বাড়িতে আগুন ধরাতে-ধরাতে।

অর্ধেকের মত লোক নিয়ে পুব গেটে পৌঁছুল হোকোসা। নিরাপদে পার হলো গেট, তারপর বন্ধ করে দিল। হাফেলা বাহিনীকে গেটের ওপারে বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, এই ফটক অত্যন্ত মজবুত, ভাঙতে সময় লাগবে ওদের।

শহরের কয়েকশ' বাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে। রাতের বাতাস পেয়ে দ্রুত চারদিকে ছড়াচ্ছে আগুন। তার আভায় বহুদূর পর্যন্ত প্রায় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। হোকোসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল, শহরবাসীর দুই-তৃতীয়াংশ ইতোমধ্যেই খিলান আকৃতির সরু সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে গেছে। নদওয়েঙ্গো আর তার সৈনিকরা প্রায় খাড়া পাথুরে ঢালে অবস্থান নিয়ে লোকজনের নিরাপত্তার দিকটা দেখছে।

এগিয়ে গিয়ে রাজার সামনে দাঁড়াল হোকোসা, কী ঘটেছে বিস্তারিত বলল।

হোকোসার কথা শেষ হওয়া মাত্র গেট ভেঙে ফেলল হাফেলা বাহিনী। নতুন করে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। প্রতিপক্ষের সুবিধা হলো, তারা সংখ্যায় বেশি, কিন্তু নদওয়েঙ্গো আর তার সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছে চওড়া একটা রাস্তার কাছে উঁচু ঢালের ওপর, যে ঢাল দু'দিক থেকে ঘেরা। তা ছাড়া তারা বিশ্রাম নিয়েছে, কাজেই ভ্রমণক্লান্ত হাফেলা বাহিনীর মত দমের ঘাটতি নেই।

ধীরে-ধীরে পিছু হটল তারা, সুযোগ করে দিল নারী ও শিশুদের শেষ দলটাকে পাথুরে সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকতে। তারপর নিজেরাও ঢুকে পড়ল। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে বড়-বড় পাথর গড়িয়ে এনে বন্ধ করে দেয়া হলো সুড়ঙ্গে ঢোকার সরু ফাঁকটা।

BanglaBook.org

বিশ

ফাঁদ

শেষ হলো প্রথম রাতের লড়াই।

নদওয়েঙ্গোর পাঁচ হাজার সৈন্যের মধ্যে আহত বা নিহত হয়েছে প্রায় এগারোশ'। বাকিরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করল সারারাত। উপত্যকার সবচেয়ে কম চওড়া জায়গা বেছে নিয়ে পাথরের দেয়াল বানাল সেখানে। গিরিখাত ধরে নারী ও শিশুদের সরিয়ে আনা হলো ঝরনার পাশে। কাছাকাছি মৃত্যুবৃক্ষ থাকায় এই জায়গা অন্য যে-কোন আশ্রয়ের চেয়ে নিরাপদ।

ভোর হবার খানিক পর, সৈন্যরা যখন সদ্য সেদ্ধ করা মাংস দিয়ে নাস্তা সারছে, হাফেলা বাহিনী তখনও খিলান আকৃতির প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করছে। কাজটা প্রায় অসম্ভব। নদওয়েঙ্গোর লোকজন ওটাকে ভেতর থেকে পাহারা দিচ্ছে।

'বৃথা পরিশ্রম করছেন আপনি, হাফেলা,' বলল নোমা। থাকতে না পেরে চলে এসেছে সে।

'তা হলে কী করব?'

'দুটোর একটা পথ ধরতে হবে আপনাকে। একটা রেজিমেন্ট পাঠান, দেড় দিনের পথ পাড়ি দিয়ে পাহাড় টপকে পৌঁছে যাবে উপত্যকার আরেক মুখে। ওখানে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে পারলে না খেয়ে মরবে ওরা। কারণ এই উপত্যকা থেকে বেরোবার আর

BanglaBook.org

কোন পথ নেই।'

'তারা রওনা হয়ে গেছে ছ'ঘণ্টা আগেই,' জানাল হাফেলা। 'যদিও পাহাড়ের গা খুব খাড়া, তবে পথ দেখার জন্য চাঁদের আলো পাবে। আশা করা যায়, উপত্যকার ওই নদীর মুখে কাল ভোর নাগাদ পৌঁছে যাবে। সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে প্রান্তর থেকে নদওয়েঙ্গোর বেরোবার পথ। ...দ্বিতীয় প্ল্যানটা কী?'

উত্তরে ওদের মাথার ওপরের পাহাড়প্রাচীরের দিকে হাত তুলল নোমা। ডানদিকে, খিলানের মুখোমুখি, উপত্যকার ওপর ঝুলে থাকা সমতল একটা কার্নিস দেখা যাচ্ছে। খুব বেশি হলে একশ' ফুট উঁচুতে।

'দলবল নিয়ে যদি ওখানে পৌঁছতে পারেন,' বলল নোমা। 'খিলানের গেট দখল করা সহজ হবে। ওপরে প্রচুর আলগা পাথর আছে, সৈনিকদের মাথায় ফেলতে পারলে...'

'কিন্তু শকুনদের আস্তানায় যাব কীভাবে আমরা, যেখানে জীবিত কোন মানুষ কখনও পা ফেলে না? দেখো, পাহাড়ের গা কেমন খাড়া, কারও পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব নয় ওখানে।'

চোখ দিয়ে পাহাড়প্রাচীরের কিনারা থেকে চওড়া কার্নিসের দূরত্ব মাপল নোমা, কার্নিসটা গোটা উপত্যকার ওপর কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে।

'ষাট কদম, তার বেশি না,' বলল সে। 'ভাল কথা, আপনাদের সঙ্গে তো প্রচুর ষাঁড় আছে, তাদের ছাল দিয়ে রশি বানানো যায়। আর রশি দিয়ে বানানো যায় মই। সেই মই বেয়ে পাহাড়ের মাথা থেকে কার্নিসে নামা কোন ব্যাপার নাকি?'

'ক'জন যাবে?'

'দশ...না, পাঁচজনই যথেষ্ট।'

'তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না,' বলল হাফেলা।

নির্দেশ দিল রাজপুত্র। চামড়া ছাড়িয়ে রশি বানানোর কাজে

BanglaBook.org

হাত লাগাল শ্রমিকরা, সেই রশি দিয়ে মই বানাতে মাত্র দু'ঘণ্টা লাগল। মই নিয়ে ক'জন পৌঁছুল পাহাড়প্রাচীরের মাথায়। সেখান থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো মই, কার্নিসের মেঝে স্পর্শ করল সেটা।

মই বেয়ে সৈনিকরা অনায়াসে নামল চওড়া কার্নিসে। এই কার্নিস সম্পূর্ণ নিরাপদ। ধীরে-ধীরে কিনারার দিকে এগোল তারা, তারপর বড়সড় একটা বোল্ডার গড়িয়ে দিল নিচে।

ভাগ্যক্রমে পাথরটা কাউকে আঘাত করল না, নিচে পড়ে নিজের পথ করে নিয়ে চলে গেল একদিকে।

'এখান থেকে সরে না গিয়ে আমাদের আর কোন উপায় নেই,' বলল হোকোসা। মুখ তুলে তাকাল কার্নিসের দিকে। 'এভাবে পাথর ফেলা হলে লড়াই করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, একটা বর্শাও ওদের নাগাল পাবে না।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই আরেকটা পাথর পড়ল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোককে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে কেড়ে নিল তার প্রাণ। পিছু হটে প্রথম দেয়ালের দিকে সরে গেল তারা, গতরাতেই তৈরি করা হয়েছে ওটা। পাহাড়প্রাচীরের মাথা থেকে ফেলা পাথর ওটার নাগাল পাবে না। ওই দেয়াল, ওটার পেছনে খানিক পর-পর খাড়া করা আরও কয়েকটা প্রাচীর শক্তিশালী করার কাজে হাত লাগাল সৈন্যরা।

একটু পরে দেখা গেল হাফেলার লোকজন উপত্যকায় ঢুকে তেড়ে আসছে ওদের দিকে। যোদ্ধাদের কণ্ঠে রণহুঙ্কার, ভাবছে প্রবল একটা ধাক্কাতেই ফেলে দেবে সামনের দেয়ালটাকে। কিন্তু কাজটায় ব্যর্থ হলো তারা। পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে তৈরি চওড়া দেয়ালটা অত্যন্ত শক্ত। ভেঙে পথ বের করতে এক ঘণ্টার মত লেগে গেল।

BanglaBook.org

হোকোসা যখন দেখল অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব হবে না, প্রতিপক্ষ ঘাড়ের ওপর চড়াও হবার আগেই সৈন্যদের পিছু হটে দ্বিতীয় দেয়ালের পেছনে সরে যাবার নির্দেশ দিল সে। সেটা সিকি মাইল বা তার কিছু বেশি দূরে।

ওখানে আবার শুরু হলো লড়াই।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে লাগল এভাবে। সংখ্যায় বেশি বলে হাফেলা বাহিনী এক-এক করে হোকোসার ঘাঁটি দখল করে নিচ্ছে।

নদওয়েঙ্গোর নির্দেশে যুদ্ধক্লান্ত সৈন্যদের সরিয়ে নেয়া হলো। তাদের বদলে সম্মুখযুদ্ধে যোগ দিল বিশ্রাম পাওয়া সৈনিকরা।

তারপর প্রথমবারের মত বিকট একটা সমস্যায় পড়ল হাফেলা বাহিনী। যুদ্ধ করতে হলে পানি দরকার, আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে কোন যোদ্ধা বেশিক্ষণ লড়তে পারে না। সেই পানিরই প্রচণ্ড অভাব দেখা দিল তাদের।

তারপরও, রাত নামার পর, ধাওয়া করে রাজার বাহিনীকে তাদের সর্বশেষ দেয়ালের পেছনে নিয়ে গেল তারা। সামনে খোলা প্রান্তর, আর তারপরই ছোট পাহাড়ের সমতল চূড়া, যার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ভয়াবহ মৃত্যুবৃক্ষ।

শেষ দেয়ালটা ত্যাগ করে পিছু হটার খানিক আগে নোমাকে দেখতে পেল হোকোসা। সৈন্যদের একেবারে সামনে অবস্থান নিয়ে আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে হাফেলা। তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে নোমা, হাতে ছোট একটা ঢাল আর বর্শা।

নোমাও দেখতে পেল হোকোসাকে।

গলা চড়িয়ে ডাকল সে, 'আপনি ভালই লড়ছেন, জাদুকর। কিন্তু কালই পৃথিবীতে আপনার শেষ দিন।'

'তোমারও তা-ই,' জবাবে বলল হোকোসা।

এসময় হঠাৎ এক কোম্পানি সৈন্য দেয়ালের আড়াল থেকে

BanglaBook.org

বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল হামলাকারীদের ওপর। পিছু হটতে বাধ্য করল পাহাড়ের কাছাকাছি। হত্যা করল বেশ ক'জনকে।

ছুটোছুটি আর গাঢ় হয়ে আসা অন্ধকারে নোমাকে হারিয়ে ফেলল হোকোসা। তবে তার পাশের এক লোক জানাল বর্শার আঘাতে নোমাকে পড়ে যেতে দেখেছে সে। এভাবেই শেষ হলো দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ।

চারদিকে পাহারা বসানোর পর কাপ্তানদের নিয়ে সভায় বসল নদওয়েঙ্গো। সবার চেহারা থমথম করছে।

'শোনো,' বলল সে। 'পাঁচ হাজার সৈনিকের মধ্যে এক হাজার মারা গেছে। আরও এক হাজার জখম নিয়ে পড়ে আছে। ওদের কান্না শুনতে পাচ্ছ তোমরা! ওরা ছাড়াও আমাদের সঙ্গে রয়েছে নারী, শিশু আর অসুস্থ লোকজন। সব মিলিয়ে বারো হাজার। ওদেরকে যারা নির্দয়ভাবে জবাই করবে, তাদের আর আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এখন একটা মাত্র দেয়াল।

'এবং এটাই একমাত্র খারাপ খবর নয়। এরকম গরম একটা জায়গায় পানির যে চাহিদা আমাদের, সরু ওই ঝরনার পক্ষে মেটানো সম্ভব হবে না তা। শেষ হয়ে যাবে পানি। এখন তা হলে কোথায় যাব আমরা? যদি হাফেলার কাছে আত্মসমর্পণ করি, সে হয়তো নারী আর শিশুদের বাঁচিয়ে রাখলেও রাখতে পারে। কিন্তু মুখে যে প্রতিশ্রুতিই দিক, আমাদের বেশিরভাগ পুরুষকে অবশ্যই হত্যা করবে সে।

'আর যদি যুদ্ধ করি এবং হেরে যাই, প্রাচীন বিধি অনুসারে আমাদের সবাইকে খুন করা হবে। একজনকেও বাঁচিয়ে রাখা হবে না। উপত্যকা ধরে পিছু হটার কথা চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু সামনের নদীতে বন্যা দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া, এত মানুষ নিয়ে আমাদের চলার গতি হবে মন্থর, একদল সৈন্য পাঠিয়ে আমাদের যাবার পথ আগলে রাখবে হাফেলা। আরেক দল পেছন থেকে

BanglaBook.org

ধাওয়া করবে। ...কেউ কিছু বলতে চাও এ ব্যাপারে?'

'আসুন, আমরা প্রার্থনা করি,' বলল হোকোসা। 'এই সঙ্কটে একমাত্র ঈশ্বরই এখন আমাদের পথ দেখাতে পারেন। রক্ষা করতে পারেন আমাদের। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন।'

তা-ই করল তারা। চাঁদের আলোয় হাজারো মানুষ সামিল হলো প্রার্থনায়।

ওদিকে হাফেলার তাঁবুতেও সভা বসেছে।

সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে তারা। আংশিক জয়ও পেয়েছে, তবে চড়া মূল্যের বিনিময়ে। নদওয়েঙ্গো যেখানে একজন মানুষ খুইয়েছে, হাফেলা সেখানে খুইয়েছে তিনজন। তার ওপর ক্লান্তি আর পানির অভাব ভয়ানক ভোগাচ্ছে তাদের।

'ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য লাগছে আমার,' বলল হাফেলা। 'এই লোকগুলো এত সাহস পেল কোত্থেকে! সংখ্যায় যেখানে এত কম! সব মিলিয়ে আর তিন হাজার সৈন্যও টিকে আছে কি না, সন্দেহ। ওদেরকে যদি খতম করতে না পারি, আর মূল বাহিনী এসে যোগ দেয় ওদের সঙ্গে, তখন কী হবে?'

'হোকোসা যতক্ষণ বেঁচে থাকবেন, দুর্ভাগ্য আপনাকে ছাড়বে না,' বলল নোমা। 'তিনি ওদের সঙ্গে না থাকলে এতক্ষণ যুদ্ধটা শেষ হয়ে যেত। আপনার মাথায় উঠত রাজমুকুট। হোকোসা তাঁর জাদুবিদ্যা নদওয়েঙ্গো আর তাঁর যোদ্ধাদের পক্ষে কাজে লাগাচ্ছেন। আপনি তো সব নিজের চোখেই দেখলেন। ইস্পাতের কোন অস্ত্র তাঁর ওপর কাজ করছে না। বিপদের শুরু এটা! আমি নিশ্চিত, তিনি আপনার জন্য ভয়ানক কোন ফাঁদ পেতেছেন, যে ফাঁদে পা দিলে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন আপনি। জাদুর বিরুদ্ধে কে কবে যুদ্ধ করতে পেরেছে?'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল হাফেলা। হোকোসার অতিমানবিক

BanglaBook.org

ক্ষমতার ওপর তার অটল বিশ্বাস।

'আমার কথা শুনুন,' বলল নোমা। 'হোকোসার জন্য ফাঁদ পাততে হবে। একবার যদি তাঁকে কবজা করা যায়, তা হলে আর আমাদের ভয় পাবার কিছু থাকবে না। টোপ ফেলতে হবে।'

'কীভাবে টোপ গেলাবে তাঁকে?'

'ওই পাহাড় আর ওদের ওই রক্ষাকবচ দেয়াল–এ-দুটোর মাঝখানে সমতল একটা পাথুরে চাতালমত আছে। সেখানে সারি-সারি শুইয়ে রাখা হয়েছে নিহত যোদ্ধাদের। এবার শুনুন আমার পরিকল্পনা...ঘন কালো মেঘে যখন ঢাকা পড়বে চাঁদ, আমাদের সবচেয়ে শক্ত-সমর্থ ছ'জন যোদ্ধা সাপের মত জমিনে পেট ঘষে এগোবে। কিন্তু খুব ধীরে, দেখে মনে হবে ওরাও নিহত সৈন্য। এরপর আপনি দূত পাঠিয়ে রাজার কানে এই বার্তা পৌঁছে দেবেন যে, আপনি আর যুদ্ধ করতে চান না। সন্ধিপ্রস্তাব করবেন। স্বভাবতই রাজা তখন প্রস্তাব দেবেন, শান্তিচুক্তির জন্য ওদের ওই দেয়ালের কাছে আপনাকে উপস্থিত হতে হবে।

'কিন্তু আপনার দূত প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে না, বলবে, রাজপুত্র আশঙ্কা করছেন তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হতে পারে। তবে পাল্টা একটা প্রস্তাব দেবে রাজাকে। তিনি যদি ওই সমতল চাতালে হোকোসাকে একা পাঠান, তা হলে আপনিও আপনার প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে পাঠাবেন। শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা করব আমরা।'

'বুঝলাম। কিন্তু আসলে কী ঘটবে?'

'হোকোসা চাতালে পা ফেলামাত্র ওই ছ'জন লোক লাফ দিয়ে সিধে হবে। পাকড়াও করবে জাদুকরকে, নিয়ে আসবে আমাদের তাবুতে। সেখানে আমরা তাঁর ব্যবস্থা করব।

BanglaBook.org

জাদুকরকে নিজেদের হাতে আনতে পারলে সঙ্গে-সঙ্গে নদওয়েঙ্গোর মূল শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'ভাল একটা ফাঁদ,' স্বীকার করল রাজপুত্র। 'কিন্তু হোকোসা কি এই ফাঁদে পা দেবেন?'

'আমার ধারণা, দেবেন। তিনটে কারণে। এক, তাঁর মধ্যে ভয় বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। দুই, রাজার স্বার্থে তিনিও চাইবেন শান্তি আসুক। আর তিন, তাঁর সেই আশ্চর্য দুর্বলতা–এখনও আমাকে ভালবাসেন তিনি। আমার সঙ্গে কথা বলার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে মন চাইবে না তাঁর।'

কিছুক্ষণ পর রওনা হলো দূত। চলতে-চলতে শিঙা ফুঁকছে; হাতে ধরা গাছের একটা ডাল নেড়ে বোঝাতে চাইছে, শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে আসছে সে।

একুশ

ফাঁদে পা

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল হোকোসা। দেয়াল থেকে খানিক দূরে এসে দাঁড়িয়েছে হাফেলার দূত। 'এখানে তোমার কী কাজ?'

'আমার মালিক রাজপুত্র হাফেলা, আপনার মনিব রাজা নদওয়েঙ্গোর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে চান। দু'পক্ষেরই বহু মানুষের প্রাণ গেছে, আর এই যুদ্ধ যদি চলতেই থাকে, আরও বহু মানুষের প্রাণ যাবে। সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত।'

BanglaBook.org

'তা হলে যাও, হাফেলাকে দেয়ালের নিচে আসতে বলো, তারপর কথা হবে।'

'তা সম্ভব নয়,' জবাব দিল হাফেলার দূত। 'ঘোড়া কি কখনও খোলা গর্তে লাফ দেয়? রাজপুত্র এখানে এলে ভয় আছে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার। তার চেয়ে রাজা নদওয়েঙ্গো আমাকে অনুসরণ করে ওদিকে যেতে পারেন, আমরা তাঁকে নিরাপদ আচরণের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

'তা সম্ভব নয়,' বলল হোকোসা। 'ঘোড়া কি কখনও খোলা গর্তে লাফ দেয়? অন্য কোন প্রস্তাব থাকলে বলো।'

'আছে। ওই সমতল পাথরের দিকে একা চলে যান আপনি। রাজার প্রতিনিধি হিসেবে নোমা ওখানে দেখা করবেন আপনার সঙ্গে। একা। আপনারা দু'জনে শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা করবেন।'

রাজার দিকে ফিরল হোকোসা, প্রস্তাবটা নিয়ে আলাপ করছে।

'আমি মনে করি,' বলল রাজা। 'আপনার না যাওয়াই ভাল। প্রস্তাবটা অন্যায্য কিছু নয়, তবু ঠিক যেন স্বস্তি পাচ্ছি না।'

'আমার মন বলছে কাজটা আমার করা উচিত। বেকায়দা অবস্থা আমাদের। যুদ্ধ চলতে থাকলে এক-এক করে সবাই মারা যাব। শান্তিচুক্তি ছাড়া গতি নেই।'

'যা ভাল মনে করেন, করুন,' বলল রাজা।

এবার দূতের সঙ্গে রাজা নিজে কথা বলল।

'আমার ভাইকে বলবে, হোকোসাকে নিয়ে সে যেন কোনরকম ছলনা না করে। কেউ যদি তার রক্ত ঝরায়, তার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

ফিরে গেল দূত।

BanglaBook.org

'আমার মন বলছে, শেষবারের মত বিচ্ছিন্ন হচ্ছি আমরা,' নদওয়েঙ্গোর গলায় উদ্বেগ, হোকোসার একটা হাত ধরে বলল।

'আমার অন্তরও তা-ই বলছে। তারপরও ভয় পাচ্ছি না আমি। ...বিদায়!'

উজ্জ্বল জোছনায় নোমার একহারা কাঠামো দেখা গেল। পাথরটার দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে।

এগোল হোকোসাও। একসময় দু'জন দু'দিক থেকে একই সময়ে উঠে দাঁড়াল পাথরটার ওপর। পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে মুখোমুখি থামল ওরা।

'অভিবাদন, হোকোসা,' বলল নোমা। ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল স্বামীর দিকে।

'কাজের কথা বলো, নারী।' হোকোসার পুরো মনোযোগ নোমার দিকে।

আর সেজন্যই চারদিকে ছড়ানো লাশগুলো ভাল করে খেয়াল করল না। খেয়াল করল না, ওগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এক ইঞ্চি, আধ ইঞ্চি করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারপর ওরা সিধে হলো, প্রথমে হাঁটুর ওপর, তারপর পায়ের পাতার ওপর। ওদেরকে সে দেখতেই পেল না। শুনতে পেল না কোন আওয়াজ। চারদিক থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। এমন শক্ত করে ধরল, একচুল নড়তে পারল না হোকোসা।

'নিয়ে যাও ওঁকে!' নোমার কণ্ঠে বিজয়ের উল্লাস।

ওর নির্দেশমত খোলা মাঠের ওপর দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে হোকোসাকে নিয়ে যাচ্ছে হাফেলার তাগড়া যোদ্ধারা। তারপর তাকে ছুঁড়ে দেয়া হলো হাফেলার তাঁবু ঘিরে থাকা একটা পাথুরে পাঁচিলের গায়ে।

নদওয়েঙ্গো আর তার সৈন্যরা দূর থেকে দেখল কী ঘটেছে।

BanglaBook.org

কয়েকশ' লোক ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটল নিজেদের দূতকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য।

ওদের চিৎকার আর ছুটে আসার শব্দ শুনতে পেয়ে মোচড় দিয়ে শরীরটা ঘোরাল হোকোসা, তাকাল সেদিকে।

'ফিরে যাও!' তীক্ষ্ণ স্বরে, স্পষ্ট কণ্ঠে আদেশ করল সে। 'নদওয়েঙ্গোর সন্তানেরা, ফিরে যাও তোমরা! আমাকে আমার নিয়তির ওপরেই ছেড়ে দাও।'

এক সৈনিক তার মুখে আঘাত করল। 'চুপ! একদম চুপ!'

নিজের লোকদের ফিরে আসার নির্দেশ দিল নদওয়েঙ্গো।

হাফেলার সৈন্যরা বিভিন্ন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ধাওয়া করেছিল তাদের, কিন্তু নদওয়েঙ্গোর সৈন্যরা নিজেদের আশ্রয়ে পৌঁছুতে পারল। পৌঁছেই ধাওয়াকারীদের অভ্যর্থনা জানাল ঝাঁক-ঝাঁক বর্শা ছুঁড়ে। প্রতিপক্ষের দশজন মারা গেল, আহত হলো দ্বিগুণ।

এবার হোকোসার হেসে ওঠার পালা। বলল, 'আমাকে ধরে আনার বিনিময়ে এরই মধ্যে চড়া মূল্য দিলেন আপনি, হাফেলা। বুড়ো আর ক্লান্ত এক লোকের বদলে হারালেন একদল সেরা যোদ্ধাকে। ...এবার দয়া করে যদি বলতেন, কেন আমাকে এখানে আনা হয়েছে?'

নিজের বর্শা ঝাঁকাল হাফেলা, দাঁতে দাঁত পিষে অভিশাপ দিল হোকোসাকে।

'কারণটা তো সোজা। আপনাকে আটকে রাখতে পারলে অন্ধের মত চারদিক হাতড়াবে নদওয়েঙ্গো। কারণ আপনি তার চোখ আর মগজ—দুটোই।'

'আচ্ছা, এই ব্যাপার তবে!' হাসল হোকোসা। 'তা, আমাকে তো হাতে পেলেন, এখন আপনার ইচ্ছেটা কী? কী করবেন

BanglaBook.org

আমাকে নিয়ে? তার আগে, আপনাকে একটা বুদ্ধি দিই আমি, যে বুদ্ধি রাজা নদওয়েঙ্গোকে দিই বলে ক্ষোভ রয়েছে আপনার মনে। বুদ্ধিটা হলো, আজ রাতেই এই এলাকা ছেড়ে চলে যান। কোনরকম ক্ষতি স্বীকার করতে বা বাধার মুখে পড়তে হবে না।'

'এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে কী ঘটবে?' জানতে চাইল রাজপুত্র।

'আপনি আর আপনার সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ মানুষ কাল রাতে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবেন। আপনাদের শয্যাসঙ্গী হবে শেয়াল।'

শুনল রাজপুত্র। থরথর করে কেঁপে উঠল তার শরীর। সে বিশ্বাস করে নির্ভুল ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে হোকোসা।

'অস্থির হবেন না, হাফেলা!' মুখ খুলল নোমা। 'তিনি আপনার ভয়কে উস্কে দেয়ার জন্য মিথ্যে বলছেন। আমি বলছি, বিজয় আপনার নাগালের মধ্যে। ...বন্দির জিভকে চিরকালের জন্য চুপ করিয়ে দিন। সত্যিকার একজন পুরুষমানুষ হোন, সিংহের হৃদয় নিয়ে।'

শান্ত সুরে বলল হোকোসা, 'বিশ্বাস করা কঠিন, এই মেয়েকে শিশুকাল থেকে পেলে বড় করেছি আমি। যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, নিজ হাতে সেবা করেছি ওর। দান করেছি যা কিছু আমার সেরা। পরে, যখন আপনি আমার কাছ থেকে ওকে চুরি করে নিয়ে গেলেন, ওকে ফেরত পাবার জন্য পাপ পর্যন্ত করেছি।

'বেশ তো, যদি চান তো মেরে ফেলুন আমাকে। তবে, যে আমার রক্ত ঝরাবে তার কপাল পুড়বে আরকী।'

'ওঁকে তা হলে ফাঁসি দিন,' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কাপ্তান বলল। 'তা হলে তো আর রক্ত ঝরানো হবে না।'

BanglaBook.org

'বন্দি করে রাখুন ওঁকে,' বলল আরেকজন। 'যতক্ষণ না সঙ্কট কাটে।'

'না,' বলল হাফেলা। 'তা হলে নির্ঘাত পালাবেন তিনি। নোমা, তুমিই বলো, এই লোককে নিয়ে কী করব আমরা।'

'ভাবছি,' বলল নোমা। জমিনের দিকে তাকাল সে, তারপর চারপাশে। সবশেষে মুখ তুলল আকাশের দিকে।

এখন ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা পাহাড়ের গোড়ায়, যে পাহাড়ের সমতল চূড়ায় ডালপালা ছড়িয়ে অবস্থান করছে ভয়ানক মৃত্যুবৃক্ষ। যে গাছের নিচে অগ্নিসন্তানরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে আসছে। যেটার একটা ডাল ক্রুশচিহ্নের মত।

ক্রুশটা ধরা পড়ল নোমার চোখে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা অশুভ চিন্তা ঢুকল তার মাথায়।

'ওপরে তাকান, হাফেলা,' বলল সে। 'ওখানে একটা ক্রুশচিহ্ন আছে, যে ধরনের ক্রুশকে তিনি পূজা করেন। দেখতে পাচ্ছেন? ওঁকে ওই ক্রুশে ঝুলিয়ে দিন।'

আশপাশে যারা রয়েছে, কথাটা শুনে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল সবাই। মানুষ হিসেবে তারা নিষ্ঠুর, কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা তাদের কল্পনাতেও ছিল না।

'তা-ই হোক,' বলল রাজপুত্র। হোকোসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে আছে, আমি আপনাকে সাবধান করেছিলাম, এই মেয়ে তামাশা করবে আপনাকে নিয়ে?'

একটু যেন কেঁপে উঠল হোকোসা, নত করল মাথাটা। তারপর আবার শির উঁচু করে স্পষ্ট গলায় বলল, 'কথাটা সত্যি, রাজপুত্র। তবে আপনার কথার সঙ্গে আমি একটু যোগ করতে চাই। ওই মেয়ে আমাদের দু'জনের মৃত্যুই ডেকে আনবে। আমার কথা যদি বলেন, আমি সত্যি সম্মানিত বোধ করছি ঈশ্বর

BanglaBook.org

আমার জন্য এই মরণ নির্দিষ্ট করেছেন বলে।'

চাঁদ ডুবল।

গাঢ় অন্ধকারে মৃত্যুবৃক্ষের মাথায় উঠে গেল চারজন সৈন্য, ক্রুশের একটা বাহুতে পা ঝুলিয়ে বসল। ওখান থেকে একটা রশি নামাল ওরা। শেষপ্রান্তে একটা ফাঁস রয়েছে, সেই ফাঁস পরিয়ে দেয়া হলো হোকোসার গলায়।

ফাঁসটা যখন গলার চারপাশে আঁটো হচ্ছে, শান্ত-গম্ভীর চোখ নোমার চোখে রাখল হোকোসা। সে দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে চোখ নামিয়ে নিল নোমা।

ধীরে-ধীরে, একটু-একটু করে হোকোসাকে ওপরে তুলছে যোদ্ধারা। অন্ধকারেই ক্রুশের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হলো ফাঁস।

বাইশ

ক্রুশের বিজয়

পাহাড়প্রাচীরের মাথায় হঠাৎ করে যেন বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল সূর্য, যদিও উপত্যকায় এখনও গভীর ছায়ামেঘ রয়েছে। লালচে ওই আলো ক্রুশের ওপর এসে পড়ল, যেটা টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে আছে মৃত্যুবৃক্ষের মাথার ওপর। ওই ক্রুশের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে হোকোসা। এখনও জীবিত।

রাজার তাঁবু থেকে দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে। যারা দেখল তারা

BanglaBook.org

বুঝতে পারল কী ঘটছে। হাজার-হাজার পুরুষ, নারী ও শিশুর গলা থেকে হাহাকারধ্বনি বেরিয়ে এল। তারপর রাগে গর্জে উঠল সবাই।

একটা হাত তুলল রাজা। নীরবতা নেমে এল এলাকায়। দেয়ালের ওপর উঠে দাঁড়াল নদওয়েঙ্গো, চিৎকার করে জানতে চাইল, 'আপনি কি বেঁচে আছেন, হোকোসা?'

স্থির বাতাসে ভর করে ভেসে এল স্পষ্ট জবাব: 'আমি বেঁচে আছি, রাজা!'

'আরও কিছুক্ষণ টিকে থাকুন। আমরা ওই গাছ দখল করে উদ্ধার করব আপনাকে।'

'না,' উত্তর দিল হোকোসা। 'আপনারা আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন না। আমি মারা যাবার আগে–'

রণহুঙ্কারে চাপা পড়ে গেল তাঁর গলার আওয়াজ, হঠাৎ করেই শুরু হয়ে গেছে তৃতীয়দিনের যুদ্ধ।

ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে হাফেলার সৈন্যরা। নদওয়েঙ্গো বাহিনী রাতের অন্ধকারে দুটো নতুন পাঁচিল খাড়া করেছে। মেরামত করেছে কয়েকটা পুরানো দেয়াল। সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে আসছে শত্রুরা।

শুধু তা-ই নয়, যারা সামনে রয়েছে তাদেরকে একটা আকস্মিক চিৎকার জানিয়ে দিল, হাফেলা যে রেজিমেন্টকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে উপত্যকার পূর্ব মুখ বন্ধ করার জন্য পাঠিয়েছিল, তারা জায়গামত পৌঁছে নদওয়েঙ্গো বাহিনীকে আক্রমণ করছে পেছন থেকে।

হোকোসার পরামর্শমত পেছন দিকে নতুন পাঁচিল তুলে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে রাজার সৈন্যরা।

ঝাড়া দু'ঘণ্টা যুদ্ধ চলল। তারপর দু'পক্ষকেই পিছু হটতে দেখা গেল। কোন পক্ষেরই পরাজয় ঘটেনি। যদিও প্রচুর মানুষ

BanglaBook.org

মারা গেছে।

নদওয়েঙ্গোদের তাঁবুগুলো থেকে কাতর হাহাকারধ্বনি শোনা যেতে লাগল। শুকনো খটখটে হয়ে পড়েছে ঝরনা। কাল সন্ধ্যা থেকে এক ফোঁটা পানিও নিয়ে আসতে পারেনি কেউ। পান করা তো দূরের কথা, শিশুদের ঠোঁট ভেজানোর পানি পর্যন্ত নেই কোথাও।

রাতের বেলা ঝরনার তলা খুঁড়েছে ওরা। শুধু পাথর পাওয়া গেছে। সূর্য ওঠার পর প্রচণ্ড রোদে কাহিল হয়ে পড়ল সবাই। ঝরা পাতার মত শুয়ে থাকল ওখানে, জানে, যতই পাথর সরানো হোক, পানি পাবার কোন আশা নেই।

অনেক শিশু আর আহত যোদ্ধা এরই মধ্যে পানির অভাবে মারা গেছে। যোদ্ধারা অনেকে গরু-ছাগল জবাই করে পান করছে ওগুলোর রক্ত।

ক্রুশের সঙ্গে ঝুলে থাকা হোকোসার কানে গেল এই কাতর বিলাপ। কারণটাও আন্দাজ করতে পারল। আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা শুরু করল সে।

ব্যাপারটা প্রার্থনার ফল, নাকি কাকতালীয়, কে বলবে–হোকোসার প্রার্থনা শেষ হওয়ামাত্র কালো মেঘ দেখা গেল আকাশে। নীল আকাশ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মেঘে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে নেমে এল মুষলধারে বৃষ্টি। দেখতে-দেখতে আবার ভরাট হয়ে গেল ঝরনা। কলকল করে বয়ে চলেছে মিষ্টি পানির স্বচ্ছ ধারা।

বৃষ্টি থামার পর এল ঠাণ্ডা আর বাতাস। বাতাসের পিছু নিয়ে অন্ধকার আর বিজলির চমক।

গাঢ় ছায়ার সুযোগ নিয়ে নতুন করে হামলা চালাল হাফেলার সৈন্যরা। তিনটে দেয়ালের প্রথমটা থেকে প্রতিপক্ষকে হটিয়ে দিল তারা। দখল নিল সেটার। ওটার পাহারায় ছিল অল্প ক'জন

BanglaBook.org

ভীত-সন্ত্রস্ত যোদ্ধা।

যুদ্ধ থামল একটুর জন্য। আহত পুরুষ আর অসহায় নারীদের কান্না ছাড়া চারদিকে আর কোন শব্দ নেই।

এসময় শোনা গেল হোকোসার চিৎকার। 'মূল সেনাবাহিনী এসে গেছে!'

আনন্দে চিৎকার জুড়ে দিল রাজার প্রজারা। সবাই নাচানাচি করছে।

নিজের বাহিনীকে ডেকে নির্দেশ দিল হাফেলা শত্রুদের সমূলে ধ্বংস করতে। সঙ্গে-সঙ্গে নতুন উদ্যমে নদওয়েঙ্গো বাহিনীর তৈরি দ্বিতীয় দেয়ালে হামলা চালাল তারা। প্রাণ বাজি রেখে লড়ছে। মার খেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে বার-বার। হাল ছাড়ছে না তবু।

দ্বিতীয় দেয়ালটারও পতন ঘটাল তারা। ওটার রক্ষকদের মধ্যে যে ক'জন বেঁচে আছে তাদেরকে ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে তৃতীয় বাধা, অর্থাৎ আরেকটা দেয়ালের দিকে।

অন্ধকার থেকে বিজলির একটা চমক ছুটল। তার আলোয় হোকোসা দেখল রাজার সৈন্যরা গিরিখাত ধরে ওপরে উঠে আসছে।

ঠিক তখনই ডাকাতের মত হা-রে-রে-রে করে ধেয়ে এসে তৃতীয় এবং শেষ দেয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হাফেলা বাহিনী। কিন্তু এবার খুব একটা সুবিধা করতে পারল না। কারণ, নদওয়েঙ্গোর মূল বাহিনীর সঙ্গে এবারে যোগ হয়েছে নারীরাও।

অসম যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে তাক লাগিয়ে দিল তারা। দেয়ালের অংশবিশেষ ভেঙে গেল—বুড়ো, নারী ও শিশুরা মিলে বন্ধ করল ভাঙা জায়গাটা। শত্রুকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

তারপর একসময় থেমে গেল সমস্ত চিৎকার-চেঁচামেচি।

BanglaBook.org

যোদ্ধাদের দম ফুরিয়ে গেছে। অন্ধকার থেকে কাতর গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে। মুমূর্ষু যোদ্ধারা মৃত্যুর মুহূর্ত গুনছে সেখানে।

হাফেলার নির্দেশে পাহাড়ের দিকে সরে গেল সৈন্যরা। সব মিলিয়ে হাজার দশেক হবে। পাহাড়ের গোড়ার দিকে সরে গিয়ে পজিশন নিল, বৃত্তের ভেতর বৃত্ত তৈরি করে। এগিয়ে আসছে নদওয়েঙ্গোর সৈন্যরা।

'হাফেলা!' ডাক দিল নদওয়েঙ্গো, কাতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'পা সামনে এসে দাঁড়াল। 'যারা আত্মসমর্পণ করবে, তাদের গায়ে একটা টোকাও পড়বে না। আমি শুধু একটা প্রাণ নেব–ওই ডাইনির প্রাণ, হাজার-হাজার লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে যে। আবার বলছি, ওই ডাইনি ছাড়া বাকি সবাই মুক্ত। আর তুমি...রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে তোমাকে। ...এখন তোমার সিদ্ধান্ত জানাও।'

হাফেলার রেজিমেন্টগুলো পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে রাজা নদওয়েঙ্গোর বক্তব্য, একযোগে জানাল তারা: 'আমরা রাজি! আত্মসমর্পণ করলাম আমরা! আমরা কৃতজ্ঞ, রাজা!'

'আর তুমি, হাফেলা?'

ঘাড় ফিরিয়ে ওপরে তাকাল হাফেলা, হোকোসাকে দেখল, শূন্যে ঝুলছে।

'রাজি।'

বর্শার হাতলটা মাটিতে গাঁথল হাফেলা, তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সটান ছেড়ে দিল নিজেকে ফলা বরাবর। বর্শার চওড়া ফলা ঢুকে গেল হাফেলার হৃৎপিণ্ডে। চিরতরে স্থির হয়ে গেল সে।

হতভম্ব সৈন্যরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল।

মৃত্যুবৃক্ষের তলায় লুকিয়ে রয়েছে নোমা। সৈন্যরা তাকে

BanglaBook.org

ধরতে আসছে বুঝতে পেরে সিধে হলো সে। একটা ঝুরি ধরল, তারপর গাছের গা বেয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করল ওপরে। একসময় আঙুলসদৃশ পাতার আড়ালে হারিয়ে গেল শরীরটা।

তারপরও থামল না সে, থামল ক্রুশাকৃতি ডালটার কাছে গিয়ে।

এখনও মারা যায়নি হোকোসা, তবে মৃত্যুর একদম দুয়ারে পৌঁছে গেছে। চকচকে চোখ জোড়া তুলে তাকাল, চিনতে পারল নোমাকে।

'তুমি এখানে কেন, নোমা?'

'ওরা আমার জীবন কেড়ে নিতে চায়...'

'অনুতপ্ত হও! নিজের দোষ স্বীকার করো!' ফিসফিস করল হোকোসা। 'এখনও সময় আছে...'

'চুপ কর, কুকুর!' খেঁকিয়ে উঠল নোমা। 'তোর ঈশ্বরকে এতদিন অস্বীকার করে আজ আমি তার কাছে নত হব? তোকে এত ঘৃণা করেছি, এখন তোর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করব? ...আমার সঙ্গেই মারা যাবি তুই!'

তীব্র ঘৃণার সঙ্গে হোকোসার নত মাথায় একটা পা রাখল নোমা। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকল। তার লম্বা কালো চুল বাতাসে উড়ছে। নদওয়েঙ্গো আর তার প্রজাদের অভিশাপ দিচ্ছে সে। অভিশাপ দিচ্ছে হাফেলার সৈন্যদের, গাল দিচ্ছে কাপুরুষ বলে। ধিক্কার দিচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষদের।

আবারও বলল হোকোসা, 'অনুতপ্ত হও, মেয়ে! ...বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই!'

'অনুতপ্ত!' চেঁচিয়ে উঠল নোমা, হোকোসাকে ভেঙচাচ্ছে। খাপ থেকে ছোরা বের করে সামনের দিকে ঝুঁকল আরও, তারপর সেটা হাতলের গোড়া পর্যন্ত সেঁধিয়ে দিল হোকোসার বুকে।

BanglaBook.org

শূন্যে লাফ দিল নোমা, একশ' ফুট ওপর থেকে খসে পড়ল নিচে; ঠিক সেখানে, যেখানে নিথর পড়ে রয়েছে হাফেলার লাশ।

মারা গেছে হোকোসাও।

অস্তগামী সূর্যের আলোয় এক-এক করে এগিয়ে এল রেজিমেন্টগুলো। রাজকীয় অভিবাদন জানাতে লাগল হোকোসাকে।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG